মোকামের বাণিজ্যতত্ত্ব

অর্থাৎ

ভারতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ হাট ও মোকামের
বিস্তৃত বাণিজ্য-সম্বলিত পুস্তক।

চন্দননগর হইতে

শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ কর্ত্তৃক
প্রণীত ও প্রকাশিত।

বাণীপ্রেস,
জে, এন্, দে দ্বারা মুদ্রিত।
৬৩ নং নিমতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বঙ্গাব্দ ১৩২৭।

All Rights Reserved.] [মূল্য ২॥০ টাকা।

সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
কলিকাতা	১	জামুই	৫৫
হাওড়া	৩৩	লক্ষীসরাই	৫৬
রামকৃষ্ণপুর	৩৭	বরিয়া	৫৭
শ্রীরামপুর	৪০	মোকামা	ঐ
শেওড়াফুলির হাট	৪১	বাড়	৫৮
তারকেশ্বর	৪৪	পাটনা	ঐ
ভদ্রেশ্বর	ঐ	দানাপুর	৫৯
চন্দননগর	৪৫	দিঘাঘাট	৬১
মল্লিককাসিমের হাট	৪৬	বেনারস	৬২
মগরা	ঐ	মৃজাপুর	৬৫
বর্দ্ধমান	৪৭	এলাহাবাদ	৬৬
বনপাস	৫০	দারানগর	৬৭
সোনামুখী	ঐ	খাগা	ঐ
রাণীগঞ্জ	৫১	কানপুর	৬৮
মধুপুর	৫২	এটোয়া	৭০
দেওঘর	৫৩	যশবন্তনগর	৭১
সিমুলতলা	৫৪	খুরজা	ঐ
গিরিডি	ঐ	হাতরস	৭২
ঝাঝা	৫৫	আগরা	৭৩

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
চান্দাউসি	৭৩
আলীগড়	৭৪
দিল্লি	৭৫
মিরাট	৭৬
জোনপুর	ঐ
কাট্নি	৭৭
সীতাপুর	ঐ
ঝান্সী	৭৮
কোঁচ	ঐ
কনৌজ	৭৯
সেকোয়াবাদ	ঐ
বান্দা	৮০
ভাটিণ্ডা	ঐ
মানাউড়ি	৮১
জস্‌রা	ঐ
কাল্‌কা	ঐ
গুস্করা	৮২
বোলপুর	৮৩
আমদপুর	ঐ
সাঁইতিয়া	ঐ
নলহাটী	৮৪
রাজগাঁ	ঐ
মুরারাই	ঐ
পাকুড়	৮৫
রাজমহল	ঐ
সাহেবগঞ্জ	৮৬
পিরপৈঁতি	ঐ
কাহল গাঁ	ঐ
মালদহ	৮৭
ছবরাজপুর	৮৮
ধুলিয়ান	৮৯
সুলতানগঞ্জ	৯০
আসরগঞ্জ	ঐ
খরগপুর	৯১
ভাগলপুর	ঐ
মুঙ্গের	৯৩
পরিহারা	[illegible]
খাগাড়িয়া	৯৬
সেকপুরা	ঐ
ওয়ারসালিগঞ্জ	৯৭
নওয়াদা	৯৮
বেহার	ঐ
গয়া	১০০
গাড়োয়া	৯০২
ডালটন্‌গঞ্জ	১০৩
হাজারীবাগ	ঐ

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
নাগপুর	১০৫
উলুবেড়িয়া	১০৬
খড়্গাপুর	১০৭
মেদিনীপুর	ঐ
চাকুলিয়া	১০৮
চন্দ্রকোণা	ঐ
চক্রধরপুর	১০৯
কটক	১১০
পুরুলিয়া	১১২
বাঁকুড়া	ঐ
ঝাল্‌দা	১১৩
চাণ্ডিল	ঐ
মদনপুর	১১৪
চাকদা	১১৫
রাণাঘাট	ঐ
আড়ংহাটা	১১৬
হাসখালি	ঐ
কৃষ্ণগঞ্জ	১১৭
দামুকদিয়া	ঐ
কুষ্টিয়া	ঐ
গোয়ালন্দ	১১৯
শান্তিপুর	১২০
কাল্‌না	১২১
জিয়াগঞ্জ	১২২
মুর্শিদাবাদ	১২৩
কাটীহার	১২৫
পূর্ণিয়া	ঐ
সোণালি	১২৭
বারসাই	ঐ
কিষণগঞ্জ	১২৮
ফরবেশগঞ্জ	১৩০
কস্‌বা	ঐ
ডুলোরগঞ্জ	১৩১
বেগুসরাই	১৩২
তেঘড়া	ঐ
সমস্তিপুর	১৩৩
রোষড়া	ঐ
দ্বারভাঙ্গা	১৩৪
মজঃফরপুর	১৩৬
ছাপ্‌রা	১৩৭
গোরকপুর	১৩৯
রিভিলগঞ্জ	ঐ
গাজিপুর	১৪০
বরোজবাজার	৪১১
বেলিয়া	ঐ
সীতামারী	১৪২

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
সাক্‌রি	১৪৩
বেতিয়া	১৪৪
মতিহারী	ঐ
পণ্ডা	১৪৫
বিটা	১৪৬
আরা	ঐ
বিহিয়া	১৪৭
বক্‌সার	১৪৮
সিমুসা রোড	১৪৯
অরাইয়া	১৫০
নোয়াখালী	ঐ
ফরিদপুর	১৫১
ঘাটাল	১৫৩
গাড়োয়া	১৫৪

সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

মোকামের বাণিজ্যতত্ত্ব

অর্থাৎ

ভারতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ হাট ও মোকামের
বিস্তৃত বাণিজ্য-সম্বলিত পুস্তক।

চন্দননগর হইতে

শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

বাণীপ্রেস,
জে, এন্, দে দ্বারা মুদ্রিত।
৬৩ নং নিমতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বঙ্গাব্দ ১৩২৭।

All Rights Reserved.] [মূল্য ২৷৷০ টাকা।

[illegible] JUL 22.

উৎসর্গপত্র।

আমরা তিলিজাতি, ব্যবসা-বাণিজ্যই আমাদের উপজীবিকা। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ব্যবসার দ্বারায় অর্থোপার্জ্জন করিয়া নানাপ্রকার সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পরমসুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন বলিয়া, আমার এই পুস্তকখানি স্বজাতির করকমলে উৎসর্গ করিলাম।

বিনীত
শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ।

ভূমিকা।

ভগবানের কৃপায়, গুরুজনের আশীর্ব্বাদে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, মোকামের বাণিজ্য-তত্ত্ব প্রকাশিত হইল। মৎপ্রণীত "মহাজন সখা" নামক পুস্তকের প্রথম সংস্করণের শেষে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, পরন্তু তদ্দ্বারা মহাজনগণের অভাব পূর্ণ না হওয়াতে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মোকামের বাণিজ্যতত্ত্ব লিখিলাম। বাঙ্গালা ভাষায় আজ পর্য্যন্ত এরূপ ধরণের পুস্তক বাহির হয় নাই। আশা করি, ইহার দ্বারায় নূতন ও পুরাতন ব্যবসায়ীগণের অনেক উপকার দর্শিবে। ইহা মহাজনদিগের প্রচলিত সরলভাষায় লিখিত হইয়াছে বলিয়া, কেহ যেন কোন দোষ গ্রহণ না করেন, এই প্রার্থনা।

বোড় পঞ্চাননতলা,
চন্দননগর।
জেলা হুগলি।

শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ।

সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
কলিকাতা	১	জামুই	৫৫
হাওড়া	৩৩	লক্ষ্মীসরাই	৫৬
রামকৃষ্ণপুর	৩৭	বরিয়া	৫৭
শ্রীরামপুর	৪০	মোকামা	ঐ
শেওড়াফুলির হাট	৪১	বাড়	৫৮
তারকেশ্বর	৪৪	পাটনা	ঐ
ভদ্রেশ্বর	ঐ	দানাপুর	৫৯
চন্দননগর	৪৫	দিঘাঘাট	৬১
মল্লিককাসিমের হাট	৪৬	বেনারস	৬২
মগরা	ঐ	মৃজাপুর	৬৫
বৰ্দ্ধমান	৪৭	এলাহাবাদ	৬৬
বনপাস	৫০	দারানগর	৬৭
শোনামুখী	ঐ	খাগা	ঐ
রাণীগঞ্জ	৫১	কানপুর	৬৮
মধুপুর	৫২	এটোয়া	৭০
দেওঘর	৫৩	যশবন্তনগর	৭১
সিমুলতলা	৫৪	খুরজা	ঐ
গিরিডি	ঐ	হাতরস	৭২
ঝাঝা	৫৫	আগরা	৭৩

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা।
চান্দাউসি	৭৩	পাকুড়	৮৫
আলীগড়	৭৪	রাজমহল	ঐ
দিল্লি	৭৫	সাহেবগঞ্জ	৮৬
মিরাট	৭৬	পিরপৈঁতি	ঐ
জোনপুর	ঐ	কাহল গাঁ	ঐ
কাট্‌নি	৭৭	মালদহ	৮৭
সীতাপুর	ঐ	ছুবরাজপুর	৮৮
ঝান্সী	৭৮	ধুলিয়ান	৮৯
কোঁচ	ঐ	সুলতানগঞ্জ	৯০
কনৌজ	৭৯	আসরগঞ্জ	ঐ
সেকোয়াবাদ	ঐ	খরগপুর	৯১
বান্দা	৮০	ভাগলপুর	ঐ
ভাটিণ্ডা	ঐ	মুঙ্গের	৯৩
মানাউড়ি	৮১	পরিহারা	[illegible]
জস্‌রা	ঐ	খাগাড়িয়া	৯৬
কাল্‌কা	ঐ	সেকপুরা	ঐ
গুস্করা	৮২	ওয়ারিসালিগঞ্জ	৯৭
বোলপুর	৮৩	নওয়াদা	৯৮
আমদপুর	ঐ	বেহার	ঐ
সাঁইথিয়া	ঐ	গয়া	১০০
নলহাটী	৮৪	গাড়োয়া	১০২
রাজগাঁ	ঐ	ডালটন্‌গঞ্জ	১০৩
মুরারাই	ঐ	হাজারীবাগ	ঐ

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
নাগপুর	১০৫
উলুবেড়িয়া	১০৬
খড়্গাপুর	১০৭
মেদিনীপুর	ঐ
চাকুলিয়া	১০৮
চন্দ্রকোণা	ঐ
চক্রধরপুর	১০৯
কটক	১১০
পুরুলিয়া	১১২
বাঁকুড়া	ঐ
ঝাল্‌দা	১১৩
চাণ্ডিল	ঐ
মদনপুর	১১৪
চাক্‌দা	১১৫
রাণাঘাট	ঐ
আড়ংহাটা	১১৬
হাস্‌খালি	ঐ
কৃষ্ণগঞ্জ	১১৭
দামুকদিয়া	ঐ
কুষ্টিয়া	ঐ
গোয়ালন্দ	১১৯
শান্তিপুর	১২০
কাল্‌না	১২১
জিয়াগঞ্জ	১২২
মুর্শিদাবাদ	১২৩
কাটীহার	১২৫
পূর্ণিয়া	ঐ
সোণালি	১২৭
বারসাই	ঐ
কিবণগঞ্জ	১২৮
করবেশগঞ্জ	১৩০
কস্‌বা	ঐ
দুলোরগঞ্জ	১৩১
বেগুসরাই	১৩২
তেঘড়া	ঐ
সমস্তিপুর	১৩৩
রোষড়া	ঐ
দ্বারভাঙ্গা	১৩৪
মজঃফরপুর	১৩৬
ছাপ্‌রা	১৩৭
গোরকপুর	১৩৯
রিভিলগঞ্জ	ঐ
গাজিপুর	১৪০
বরোজবাজার	৪১১
বেলিয়া	ঐ
সীতামারী	১৪২

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	বিষয়।	পৃষ্ঠা
সাক্‌রি	১৪৩	বক্‌সার	১৪৮
বেতিয়া	১৪৪	সিমুসা রোড	১৪৯
মতিহারী	ঐ	অরাইয়া	১৫০
গণ্ডা	১৪৫	নোয়াখালী	ঐ
বিটা	১৪৬	করিদপুর	১৫১
আরা	ঐ	ঘাটাল	১৫৩
বিহিয়া	১৪৭	গাড়োয়া	১৫৪

সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ।

মোকামের বাণিজ্যতত্ত্ব।

কলিকাতা।

কলিকাতা মোকামের একটী সংক্ষিপ্ত বাণিজ্যের সংবাদ দেওয়া হইল। ইহাতে কেবল মোটামুটী কএকটী দ্রব্যের নাম এবং কোথায় পাওয়া যায়, তাহারই মহাজনদিগের নাম ধাম দেওয়া হইল। বিক্রয়ের জিনিস সম্বন্ধে বারান্তরে স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিবার বাসনা রহিল। পাঠকগণের নিকট সানুনয় নিবেদন যে, তাঁহারা কিছুদিন ধৈর্য্য ধরিয়া থাকুন,—আপনাদের আশা আমি শীঘ্রই পূর্ণ করিব। প্রথমে এখানে বড় বড় বাজারের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম।

বড়বাজার।

কলিকাতার মধ্যে বড়বাজার একটী প্রধান বাজার। ভারতের উৎপন্নজাত সমস্ত জিনিসের আমদানি ও রপ্তানি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, লোহার জিনিস, দেশী ও বিলাতি কাপড়, ফল মূল তরিতরকারী, মসলা, ভূসিমাল, তামাক, ঘৃত, তৈল, চিনি, আটা, ময়দা, সোণারূপা ও জহরৎ প্রভৃতি যাবতীয় জিনিসের খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে। এই বড়বাজারের ভিতর প্রত্যেক জিনিসের এক একটী পটী আছে, সেই পটীতেই নানাজাতীয় দোকানদার ও আড়তদার মালের খরিদ বিক্রয় করিয়া থাকেন। ব্যবসাকরণেচ্ছু ব্যক্তিগণ স্বয়ং আসিয়া একবার দেখিয়া গেলে, অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবেন। আমরাও সময়মত ইহার সবিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

হাটখোলা।

হাটখোলায় প্রধানতঃ ঘি, চিনি, আটা, ময়দা,; লবণ, পাট, তামাক, ভূষিমাল প্রভৃতির বিক্রয়ের প্রধান স্থান। এখানে বড় বড় ধনী ও মহাজন আছেন। পাটের খরিদ বিক্রয় এখানে যথেষ্ট হইয়া থাকে।

চিনা বাজার।

চিনা বাজার বলিতে হইলে বুঝিতে হইবে, নূতন ও পুরাতন চিনা বাজার, মুরগিহাটা ও রাধাবাজার। এই বাজার বিলাতি

জিনিসের প্রধান স্থান। পৃথিবীর বৈদেশিক যত প্রকার জিনিস আছে, সেই সকল জিনিস এইখানে আমদানি হইয়া থাকে। এখানে বড় বড় ইংরাজ, পার্শী, জাপান, চীন, মারহাট্টা, পাঞ্জাবী, ডিল্লিওয়ালা, নাকোদা, বোম্বাইওয়ালা, গুজরাটী প্রভৃতি সওদাগরের আপিস আছে। এই চিনাবাজার অঞ্চলেও এক এক রকম জিনিসের এক একটী পট্টি আছে। বিশেষ বিবরণ পরে দিব।

হগ্ সাহেবের বাজার।

সহরের মধ্যে এইটী সর্ব্বাপেক্ষা বড় মিউনিসিপ্যালিটীর বড় বাজার। এই বাজারে সাহেবদিগের আবশ্যকীয় জিনিস পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট রকমের শাক-শব্জী ও খাদ্যদ্রব্য, পোষাক-পরিচ্ছদ ও সৌখীন জিনিস এই বাজারে পাওয়া যায়। সৌখীন ব্যক্তিরা এই বাজারে বাজার করিয়া থাকেন। দর অন্যান্য বাজার অপেক্ষা বেশী ও একদর।

চাঁদ্নী চক্।

এইটীও ইংরাজি ধরণের বাজার। এই বাজারে এক একটী লাইনে এক রকমের দোকান আছে। সাহেবদিগের দোকানে যে সকল জিনিস উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয়, এই বাজারে সেই সকল জিনিস অনেক সস্তাদরে পাওয়া যায়। এখানে অধিকাংশ বিলাতী জিনিসের দোকান আছে। অধিকাংশ বাঙ্গালী ও মুসলমান দোকানদার।

বেলেঘাটা।

রেল ও খালধারের উপর গঞ্জ বলিয়া এখানে ধান, চাল, পাট, তামাক, গুড়, তেঁতুল, কাট, আলু, পিঁয়াজ, রসুন ও তরি-তরকারী প্রভৃতি অনেক পণ্যদ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানী হইয়া থাকে।

নূতন বাজার।

সহরের মধ্যে বাঙ্গালীদের এইটী প্রধান বাজার। কাঁচা তরি-তরকারী, মৎস্য, দুগ্ধ, ছানা, ক্ষীর প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। এই বাজার হইতে অন্যান্য বাজারের ফোড়ে পাইকারগণ ভোরে আসিয়া তরি-তরকারী খরিদ করিয়া লইয়া যায়। অনেক চাষী এই বাজারে গরুর গাড়ী করিয়া তরকারী ও ফল বিক্রয় করিতে আসে। বিবাহ আদি ক্রিয়া-কলাপে এইখানে বাজার করাই সুবিধা, কারণ এখানে এক রকমের জিনিষ পরিমাণে অনেক পাওয়া যায়।

সিয়ালদহ ও বৈঠকখানা বাজার।

সিয়ালদহ ষ্টেশনের উত্তরধারে ষ্টেশনের ভিতর একটী মাছের হাট আছে। রেলে যত মাছ চালান আইসে, সেই সকল মাছ এখানে পাইকারী বিক্রয় হয়। রাত্র ৩টা হইতে হাট আরম্ভ

হইয়া সকাল বেলা ৭টার মধ্যে শেষ হয়। পূর্ব্ববঙ্গ ও ডায়মণ্ড-হারবারের যত মৎস্য এই হাটে বিক্রয় হয়।

ষ্টেশনের সম্মুখে বৈঠকখানা বাজার। প্রতি সোম ও শুক্রবারে হাট হয়। হাটের দিন নানারকম দ্রব্যের আমদানি হয়। তন্মধ্যে দুধের একটী আলাদা হাট আছে, এই সকল দুধ রেলে আমদানি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় হইয়া যায়। নানারকম ফল-মূলের বিজ, ফল ও ফুলের নানা জাতীয় গাছ, ছাগল, মুরগী, হাঁস, পাখী, পায়রা, কুকুর, ইন্দুর, নেউল, সজারু, মনিহারী দোকান, জুতার দোকান, নানারকম কাপড় ও পুরাতন জিনিসের দোকান আসিয়া থাকে। তরি-তরকারিও বেশ সুবিধা দরে পাওয়া যায়। কাঁচা জিনিসের হাট ১১টার মধ্যেই হইয়া থাকে। অন্যান্য দোকানদারেরা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকে। এই হাটে আসিলে অনেক জিনিসের অনুসন্ধান পাওয়া যায়। অনেক দোকানদার ও পাইকার এই হাটে খরিদ-বিক্রয়ের জন্য হাটবারে আসিয়া থাকে। হাটবার ছাড়া অন্য দিন বাজার বসে, তবে হাটের দিনের মত আমদানি হয় না।

বহুবাজার।

বহুবাজার বাজারটী বড় নহে, সাধারণ বাজারের মতন, কিন্তু বহুবাজার নামে উহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে অনেকগুলি জিনিসের কারবার আছে, তাহাই লিখিতেছি,—

১। কাটের ফার্নিচারের কারখানা বহুবাজার ষ্ট্রীটের পশ্চিমদিকে অনেক আছে।

২। বহুবাজার ও কলেজষ্ট্রীটের জংসন স্থলে ছানার খটি আছে। নানাস্থান হইতে ছানার আমদানি হইয়া থাকে এবং সমস্ত দিন ও রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

৩। বাজারের পূর্ব্বধারে "চেরোহাট" নামে একটী গলি আছে—তথায় নানারকম পোষাক, কাপড়, জুতা, জামা, মনিহারী জিনিস, কাটের জিনিস, নানাবিধ কল-কব্জার জিনিস, সৌখিন জিনিস প্রভৃতি অনেক পুরাতন বিলাতি জিনিসের কএকখানি দোকান আছে। ঐ সকল দোকান বৈকালে বেলা ৩টার পর বসে ও রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে।

৪। সন্দেশ ও রসগোল্লার বিখ্যাত কএকখানি দোকান এখানে আছে। সন্দেশের মধ্যে ভীমনাগের দোকানই প্রধান ও প্রসিদ্ধ।

কলিকাতাব্যবসায়ের তালিকা বাঙ্গালা বর্ণানুক্রমিক সাজান হইল।

অএলম্যান্ ষ্টোরস্।

দি ক্যাল্কাটা মার্ট এণ্ড অএলম্যান্ ষ্টোরস সাপ্লাই কোং. ৬ নং ওয়েষ্টরেঞ্জ, হগ্ মার্কেট। বি, এল্, দাঁ, ক্যানিং ষ্ট্রীট।

আটা, ময়দা, সুজী।

কলিকাতার ভিতর ও হাওড়াতে প্রসিদ্ধ কল আছে। কিন্তু সেখান অপেক্ষা বাজারে লওয়াই সুবিধা। হাটখোলাতে গোপালচন্দ্র সাবুই ও শ্রীমান্ হাজরা, ১০২ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট। ময়দাপটীতে অনেক দোকান আছে—চুণিলাল ঘোষ, ২৬ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট। বেহারীলাল দে ও রসিকলাল পাল, ২৬ নং দরমাহাটাষ্ট্রীট। ক্ষেত্রনাথ ঘোষ, ঐ। মতিলাল ঘোষ, ময়দাপটী। ৺ অনুকূলচন্দ্র দে ও কামাখ্যাচরণ শেট, জগন্নাথঘাট।

আর্টষ্টুডিও।

কলিকাতা আর্টষ্টুডিও, ১৮৫ বহুবাজার ষ্ট্রীট। আর্ট কলেজ, মতিলাল শীলস্ ষ্ট্রীট। দি ফাইন আর্ট প্রীণ্টিং সিণ্ডেকেট, ১৪৭ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট। বেঙ্গল আর্টষ্টুডিও, ৮০ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।

ইংরাজি ফ্যাসনের নানারকম দ্রব্য।

হোয়াইট্ওয়ে লেড্ল এণ্ড কোং, চৌরঙ্গী রোড। ফ্রান্সিস্ হ্যারিসন হ্যাথওয়ে এণ্ড কোং, চৌরঙ্গী রোড।

ইলেকট্রিকের কার্য্য।

সিংহ এণ্ড কোং, ১৬৬ নং হ্যারিসন রোড। বি, এম, সিংহ, ১৪০।২ লোয়ারচিৎপুর রোড।

এসিটিলাইন্ ও কারবাইড মারচেণ্ট্।

কে, সি, দে এণ্ড সন্স, ১৪৪।৪ নং হ্যারিসন রোড। এ, কে, নন্দী এণ্ড কোং, ১৮৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট। ক্ষেত্রী এণ্ড কোং, ৭৯ নং হ্যারিসন রোড। ওরিএন্টাল এসিটেলিন, ৩০ নং অপার চিৎপুর রোড।

এলুমিনামের জিনিস বিক্রেতা।

জীবনলাল এণ্ড কোং, ৭১।৮ ক্যানিং ষ্ট্রীট। কে, এম, নায়ঙ্গা, ৫৭ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট।

ঔষধ-বিক্রেতা।

এলোপ্যাথি—বি, কে, পাল এণ্ড কোং, ৭ নং বন্‌ফিল্ডস্ লেন। আর, সি, গুপ্ত এণ্ড সন্স, ৮১ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট। এম ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ৮৩ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

কয়লা-বিক্রেতা।

রাণিগঞ্জ প্রভৃতি কয়লার খনির অধিকাংশ ধনীর কলিকাতায় হেড আপিস আছে। তাহা ছাড়া, সিয়ালদহ, উল্টাডিঙ্গি, হাওড়াতে অনেক ছোট বড় ডিপো আছে। কলিকাতা বেঙ্গল কোল কোং, বরণ কোং, হিলজার কোং, মারসেল কোং, এনড্রু ইউল কোং ইত্যাদি।

কেনেস্তারা-বিক্রেতা।

প্রসন্নকুমার দে, ৩ নং ময়দাপটী। ধর্ম্মদাস, ঐ।

কাটের তৈয়ারী জিনিস বিক্রেতা।

নন্দী এণ্ড ব্রাদার্স, ২৫৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট। পিতাম্বর সরকার এণ্ড কোং, ৪৭ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট। সি. ল্যাজারস্ এণ্ড কোং, ৬০ নং বেণ্টিক ষ্ট্রীট।

কাঁটা-বিক্রেতা।

উমাচরণ কর্ম্মকার, নারিকেলডাঙ্গা রোড ও ৫৫ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট। চারুচন্দ্র কর্ম্মকার, বড়বাজার।

কাগজের বাক্স ও টীনের কৌটা।

কম পরিমাণে আবশ্যক হইলে ঔষধ-বিক্রেতার নিকট লওয়াই সুবিধা। বেশী ও নানারকমের আবশ্যক হইলে এন, ডবলিউ বক্স ম্যানুফ্যাকচারীং কোং, ৮৩ নং গার্ডেনরিচ কলিকাতা।

কাটের বাক্স বিক্রেতা।

গোরচন্দ্র দে, ৩৯৯ নং অপার চিৎপুর রোড। কৃষ্ণলাল দাস, ঐ। হারাধন সিংহ, ঐ।

কাষ্ঠ-বিক্রেতা।

সাল ও সেগুন কাষ্ঠের গোলা—গিরিশচন্দ্র বসু, ৬৯ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট। আশুতোষ দে, ৮৫ নং ঐ রামদাস গাঙ্গুলী, ১৮৭ নং ঐ।

কণ্ট্রাক্টার (ঘর বাড়ী)

জে, সি, বানার্জ্জী। এন, কে, সরকার, ১০ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড। এন, সি, বোস, ৬৪।১ নং বিডন ষ্ট্রীট।

কাচের জিনিস বিক্রেতা।

এফ্ সি, অস্লার—১২ নং ওল্ডকোর্ট হাউস। রামনারাণ দে এণ্ড কোং, ১২ নং পুরাতন চিনাবাজার।

কোম্পানির কাগজ ও সেয়ারের কাগজ বিক্রেতা।

প্রধান ব্যবসাদার—প্রসাদদাস বড়াল, ২৮নং সোয়ালো লেন। ডি, এন্, সেন এণ্ড সন্স, ১০ নং গোপাল চন্দ্রের লেন।

কাঁচা তরিতরকারীর বাজার।

বড়বাজার পোস্তা, নূতন বাজারে ঐ জিনিসের খরিদ বিক্রয় হয়। বেলেঘাটায় অনেক আড়ত আছে। স্বয়ং যাইয়া ব্যবস্থা করিতে হয় বলিয়া মহাজনের নাম প্রকাশ করিলাম না।

কবিরাজী ঔষধ বিক্রেতা।

শক্তি ঔষধালয়, ৫১।২ বিডন ষ্ট্রীট। কল্পতরু ঔষধালয়, ৩৭।৩।৫ চিৎপুররোড।

কেরোসিন তৈল বিক্রেতা।

গ্রেহেম কোং, ৯ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট। ষ্টাণ্ডার্ড অএল কোং, ডালহাইসী স্কোয়ার। অমৃতলাল দাঁ, চিনাবাজার। আবদুল রাজাক ও আবদুলগণি, কলুটোলা।

কেমিকেল গহনা বিক্রেতা।

ঐ সকল জিনিসের সিন্দুরিয়া পটীর মোড়ে অনেক দোকান আছে। যথা—

কে স্মিথ এণ্ড কোং, ৪৪ নং অপার চিৎপুর রোড। এইচ্ বানার্জ্জি, গরানহাটা ষ্ট্রীট। দাস এণ্ড সন্স, ১৪৪।৪ হ্যারিসন রোড। মহাবীর রাম, ৮০ নং সিন্দুরিয়াপটী—জারম্যান সিলভারের তার-বিক্রেতা।

কাপড় বিক্রেতা।

কাপড় দুই প্রকার,—সুতি ও পশমী। প্রথমে আমরা সুতি কাপড়ের কথা লিখিব। সুতি কাপড় আবার দুই প্রকার,—দেশী ও বিলাতি। দেশী কাপড় আবার দুই প্রকার,—আসল দেশী যথা—ফরাসডাঙ্গা, সিমলা, শান্তিপুর, ঢাকাই ও টাঙ্গাইল। আর নিরেশ দেশী যাহাকে "হেটো" দেশী বলে। হেটো দেশী কাপড় যথা—ধনিয়াখালী, রামজীবনপুর, সিঙ্গুর, তারকেশ্বরের সন্নিকট আদি কাপড় হাওড়ার হাটে বিক্রয়ের জন্য আইসে। প্রতি সোম ও শুক্রবারে হাওড়ার হাটে গিয়া ঐ সকল কাপড় লইতে পারিলে নানা রকমের পাড়দার কাপড় পাওয়া যায়। তবে আড়তদারের নিকট অর্ডার দিলে তাঁহারা ঐ সকল জিনিস কিনিয়া পাঠাইতে পারেন। বিলাতি কাপড় বিলাত (মাঞ্চেষ্টার) হইতে আমদানি হয়, তাহা ছাড়া জাপান হইতেও পাতলা কমদামের কাপড় আমদানি হইয়া থাকে। আর এক রকম কলের স্বদেশী ধুতি, ইহা আমাদের ভারতে উৎপন্ন হয়, যাহাকে মিলের ধুতি বলে। ঐ সকল মাল বোম্বাই ও আমেদাবাদ অঞ্চল হইতে

আমদানি হইয়া থাকে। শ্রীরামপুরে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলে তুলা হইতে কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। পশমী কাপড় চার প্রকার—প্রথম, উলেন কাপড় নানাপ্রকার বিলাতি আমদানি; দ্বিতীয়তঃ, পাঞ্জাব, ধারওয়াল ও লুধিয়ানা প্রদেশের আমদানি। তৃতীয়তঃ, তসর, বাপ্তা, গরদ, মটকা প্রভৃতি। চতুর্থতঃ, আসামের এণ্ডি ও মুগা। এই সকল জিনিসের মহাজন—জহরলল পান্নালাল, পগেয়াপটী ও কলেজষ্ট্রীট মার্কেট। কৃষ্ণলাল ও মণিলাল, বড়বাজার। মল্লিক ব্রাদার্স, ৭৭ নং অপার চিৎপুর রোড। গুরুদাস পাল, ৭৮ অপার চিৎপুর রোড।

মুসলমানদিগের লুঙ্গি কাপড়।

আবছুল গণি এণ্ড কোং, ৩৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড।

গাছ ও বীজ বিক্রেতা।

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসান, ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট। নুরজাহান নারসারি, ২ নং কাঁকুড়গাছি সেকেণ্ড লেন। দে এণ্ড সন্স, ২৭।১ বিডন রো। বেঙ্গল নার্সারী, ১।২৪ নং মাণিকতলা মেন রোড।

গ্যাস ফিটার ও প্লাম্বার।

গৌরমোহন ধর এণ্ড কোং, ২ নং মেডিকেল কলেজ ষ্ট্রীট। বানার্জ্জি ব্রাদার্স, ৪৫।২ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।

ঘড়ি বিক্রেতা।

ঘড়ি বিক্রেতারা ঘড়ি খরিদ, বিক্রয় ও মেরামতি কার্য্য করেন।

ঘোষ এণ্ড সন্স, ১২০ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট। ওয়েষ্ট এণ্ড ওয়াচ কোং, ৯ নং ওল্ডকোর্ট হাউস। জেম্‌স মরে এণ্ড কোং, ১১ নং লালবাজার ষ্ট্রীট।

ঘোড়ার গাড়ী নির্ম্মাণকারক।

কুক এণ্ড কোং, ১৮২ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। আর, এস, হার্ট ব্রাদার্স, ১৫৭ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। ডাইক্‌স এণ্ড কোং, ১৯ নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট। জি, সি, দে এণ্ড কোং, ৫ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার। এম, দাস এণ্ড কোং, ৪০ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।

মটর গাড়ী বিক্রেতা।

দি ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ারিং কোং, ৮৫ নং লোয়ার চিৎপুর রোড। মটর মার্ট কোং, ৩৭।১ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।

চাল ও ধান বিক্রেতা।

হাওড়া রামকৃষ্ণপুর চড়াহাট, চেত্‌লা, বেলেঘাটা, চিৎপুর, বেলগেছে প্রভৃতি প্রধান আমদানির স্থান। ঐ সকল স্থানে বড় বড় মহাজনের আড়ত আছে। চাল ধানের কারবার করিতে হইলে স্বয়ং ঐ সকল স্থানে গিয়া মহাজন ঠিক করাই ভাল, সেইজন্য কাহারও নাম দিলাম না। চেতলাতে অনেকগুলি ধান্যের কল আছে, তথায় প্রচুর পরিমাণে ধান্য বিক্রয় হইয়া থাকে। ঐ সকল স্থানের দালালেরা কলিকাতার ভিতরে দোকানদারদিগের নিকটে নমুনা লইয়া প্রত্যহ মাল বিক্রয় করিয়া থাকে। এই ভাবে দালালের দ্বারায় বিক্রয়ের কার্য্য হইয়া থাকে। বর্ম্মার আমদানি আতপ চাল, চিৎপুর খালপারে বিক্রয় হইয়া থাকে।

হাটখোলা চালের মহাজন।

আদ্যনাথ সাহা, ৩২ নং নন্দরাম সেনের লেন। গোবিনচন্দ্র সাহা, ২৪ নং হরচন্দ্র মল্লিকের লেন। সনাতন সাহা, ৬ নং নয়ান সুরের লেন।

চস্মা বিক্রেতা।

জেম্‌স, মরে এণ্ড কোং, ১১ নং লালবাজার ষ্ট্রীট। দে, মল্লিক এণ্ড কোং, ২০ নং লালবাজার ষ্ট্রীট। হরিদাস শ্রীমানী, ১ নং চৌরঙ্গি রোড।

চামড়ার সাজ-সরঞ্জাম বিক্রেতা।

ইয়ং এণ্ড কোং, ৫৬।১ বেণ্টিক ষ্ট্রীট। ওসমান আলী মল্লিক, ১২৮ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। এ, দত্ত এণ্ড কোং, ৮১ নং চাঁদনি চক।

চুরুট বিক্রেতা।

জি, সি, পাল এণ্ড কোং, ৪।৭ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। আর, এম, নন্দী, ৪৫ নং বেণ্টিক ষ্ট্রীট।

চামড়ার মহাজন।

চামড়ার ব্যবসায়ীদিগের স্থান মুর্গীহাটা, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলুটোলা, বেলেঘাটা, ইটালী প্রভৃতি স্থানে। হাড়ের বিবরণে দেখুন। খোজা আবদুলজ্জান, আলাহোসেন মৌলাবক্স, হাজের বক্স, কাদের বক্স, ১২ নং ড্যানজিম্ লেন।

ছবি ও আয়না বিক্রেতা।

ন্যাসানাল আর্ট গ্যালারী, ২৫২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড,

চৈতন্যলাল দে, ১৬৫ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, জে, এন, মণ্ডল, ১৭৪ নং ঐ, জি, সি, বানার্জ্জী, ১৭৮ নং ঐ।

ছাতা বিক্রেতা।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং, খোংরাপটী। মহেন্দ্রলাল দত্ত এণ্ড কোং, ১৫০ নং পুরাতন চিনাবাজার।

ছুরি, কাঁচি ও যন্ত্রপাতি বিক্রেতা।

নানারকমের ছুরি, কাঁচি ও যন্ত্রপাতি মনোহর দাসের চকের ভিতরে পাওয়া যায়। দেশী জিনিসের মহাজন—খাঁ এণ্ড কোং, সুকিয়া ষ্ট্রীট। ভাল বিলাতি যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা বিক্রেতা—টি, ই, টমসন এণ্ড কোং, ৭ নং এসপ্ল্যানেড ইষ্ট।

ছাপাখানার কার্য্য।

লীলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৪ মদন বড়ালের লেন। এখানে সকল রকম বাঙ্গালা, ইংরাজি, হিন্দি ছাপার কার্য্য ও বাঁধাই কার্য্য হইয়া থাকে। কুন্তলীন প্রেস, ৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট। বাণী প্রেস, ৬৩ নং নিমতলা ষ্ট্রীট। প্লাকার্ড ছাপা হয়—কুসুমিকা প্রেস, মাণিকতলা ষ্ট্রীট।

জেনেরাল অর্ডার সাপ্লায়ার।

শিবকৃষ্ণ দাঁ, ২৯ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট। বি, কে, দাস এণ্ড কোং, ৪ নং উইলিয়ম্ লেন। রামচন্দ্র দত্ত, ৭৯ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

জুতা বিক্রেতা।

প্রধান স্থান বেণ্টিক ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, নূতন বাজার, ঠন্ঠনে,

চাঁদ্‌নি চক। লালচাঁদ এণ্ড কোং, ১৪ নং বেণ্টিক ষ্ট্রীট। শিবসন্‌ এণ্ড কোং, ৮৫ নং বেণ্টিক ষ্ট্রীট। জ্যাক্‌ এণ্ড কোং, ১৩ নং বেণ্টিক ষ্ট্রীট। এন্‌, ডি, সরকার এণ্ড কোং, ৮১ নং বেণ্টিক ষ্ট্রীট। কে, এম, দাস, ৫১।১ নং নিমতলা ষ্ট্রীট।

জ্যোতিষী।

সত্যকৃষ্ণ রায় ১৯।১ নং নয়নচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট। তারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী, ৯২।৪ নং করপোরেসন্‌ ষ্ট্রীট। কৈলাসচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ, ৯ নং গ্রে ষ্ট্রীট, যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ২৯ নং ঝামাপুকুর ষ্ট্রীট। নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ, শঙ্কর ঘোষের লেন।

জুয়েলার্স।

ঘোষ এণ্ড সন্স, ৭৮।১ নং হ্যারিসন রোড। মণিলাল এণ্ড কোং, ৪০ নং গরাণহাটা। বিনোদবেহারী দত্ত, ১ নং বেণ্টিক ষ্ট্রীট। রায় ব্রাদার্স, ১৪ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট।

জীবজন্তু বিক্রেতা।

ঘোড়া কিনিতে হইলে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে—আর, এস্‌, হার্ট ব্রাদার্স। কুক এণ্ড কোং ফারমে পৃথিবীর নানা দেশের ঘোড়া পাওয়া যায়। চিৎপুর বেলগেছিয়াতে গরু বিক্রয়ের হাট আছে।

টাইপ ফাউণ্ডারী।

সান্‌ টাইপ ফাউণ্ডারী, ১২ গোপাল চন্দ্রের লেন, কলুটোলা। ক্রাউন প্রেস, ১৪ নং ডাফ ষ্ট্রীট।

টিনের কৌটা বিক্রেতা।

এন্, ডবলিউ বক্স ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, ৮৩ নং গার্ডেন রিচ। বেঙ্গল বক্স ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।

ডাইস মেকার।

ওরিয়েণ্টাল ডাইস কোং, ১১ নং গরাণহাটা।

এনগ্রেভারর্স ও রবারষ্টাম্পারস্।

রবার ষ্টাম্প, পিতলের শীল মোহর, চাপরাস প্রভৃতি জে, কে, শর্ম্মা, ৩৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট। আশুতোষ সরকার, ৩৭৪ অপার চিৎপুর রোড। এইচ, সি, গাঙ্গুলি, ১২ নং ম্যাঙ্গো লেন।

ব্লকার ও উড্ এনগ্রেভার।

প্রিয়গোপাল দাস, ৪৭ হরিঘোষের ষ্ট্রীট। ইউ, রায়, সুকিয়া ষ্ট্রীট।

ডাইল বিক্রেতা।

মহেন্দ্রনাথ সাবুই, ২০৬ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট। অধরচন্দ্র ঘোষ, ৩৫ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট। মানিকচন্দ্র দে, ৩৩ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট।

নিলামওয়ালা।

যে কোন জিনিস বিক্রয়ের আবশ্যক হইলে, ইহাদের নিকট পাঠাইলে বিক্রয় করিয়া দিবে। ম্যাকাঞ্জি লাএল এণ্ড কোং, ১২ নং লায়ন্স রেঞ্জ। স্মীথ এণ্ড কোং, ৭৩ নং ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট।

তৈয়ারী পোষাক বিক্রেতা।

বড়বাজার, বহুবাজার, নূতন বাজার ও চাঁদনীচকে বড় বড়

দোকানে আছে, বিশেষতঃ ইংরাজি ধরণের কাট-ছাঁট পোষাক চাঁদনীতেই পাওয়া যায়। জহরলাল পান্নালাল, কৃষ্ণলাল মণিলাল।

তামাক বিক্রেতা।

গাছ তামাকের আড়ত জগন্নাথ ঘাট, ফুলবাগান, হাটখোলা, বেলেঘাটা ও খিদিরপুরে আছে। কৈলাসচন্দ্র ও গোপাল চন্দ্র পাল, ৫১ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড। হরিদাস কুণ্ডু, ঐ। শিবদাস চট্টোপাধ্যায়, ৫২।২ নং ফটিকচন্দ্র নন্দী, ৫২ নং ঐ।

মাখা তামাক বিক্রেতা।

গয়া, বিষ্ণুপুর, আসরপুর প্রভৃতি আড়ংএর মাল বিক্রেতা—চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং, ২২৬ নং হ্যারিসন রোড। প্রিয়নাথ দত্ত, ১৪০।২ নং অপার চিৎপুর রোড।

তারপলিন বিক্রেতা।

সুরেশ দত্ত এণ্ড কোং, ৮ নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট।

তৈল বিক্রেতা।

সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল, রেড়ির তৈল, বাদামের তৈল বিক্রেতা—পাঁচকড়ি ঘোষ, ময়দাপটী, চন্দ্রনাথ দে, ময়দাপটী, ত্রৈলোক্যনাথ পাল, পোস্তা। অনুকূলচন্দ্র দে, জগন্নাথ ঘাট।

তৈলের কলওয়ালা।

সরিষার তৈলের কল বেলগেছিয়া, নন্দনবাগান, গোয়াবাগান, মাণিকতলা, রাজাবাগান, হাতিবাগান, হাল্‌সির বাগান প্রভৃতিতে যথেষ্ট আছে। বিধিচাঁদ বেহারি লাল, ৮০ নং গ্রে ষ্ট্রীট; শশী

কুমার সাধুখাঁ, গোয়াবাগান ; গোলামের কল, মাণিকতলা ; চণ্ডীচরণ সাধুখাঁ, নন্দনবাগান ; বিপিনবেহারী ঘোষ, ঐ ; তিনকড়ি সাধুখাঁ ও চুনিলাল সাধুখাঁ, হাল্‌সীর বাগান। রেড়ির তৈলের কল বরাহনগর, হাওড়া ও সালকিয়াতে অনেকগুলি আছে। কিন্তু বরাহনগরের তৈলই ভাল হয়, এই সকল তৈল ইয়োরোপে যথেষ্ট পরিমাণে চালান গিয়া থাকে। নারিকেল তৈলের কল স্বতন্ত্র নাই। যাহাদের সরিষার তৈলের কল আছে, তাহারাই নারিকেল তৈল পেষাই করে। কোচিন তৈল সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জিনিস—ঐ তৈল আমড়াতলা গলির নাখোদা, বোম্বাইওয়ালা ও ভাটিয়ারা আমদানি করে এবং বড়বাজারে ময়দাপটী ও পোস্তায় তৈলের দোকানেও সুবিধা দরে বিক্রয় হয়।

দেশী চিনি বিক্রেতা।

শীতল প্রসাদ খড়্গপ্রসাদ, কুশ ভট্টাচার্য্য, ৺দুর্গাচরণ রক্ষিত, বড়বাজার চিনি পটি।

দাঁত বাঁধান হয়।

লাহা এণ্ড সন্স, ৫০ নং কলেজ ষ্ট্রীট। পি, হালদার, ১৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট। দি বেঙ্গল ডেণ্টাল কোং, ৫২।৪ কলেজ ষ্ট্রীট।

দড়ি বিক্রেতা।

দড়ি ও ক্যানভাস বড়বাজার রসীপটীতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ-

লাল কর, ৭৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট। চন্দ্রভূষণ ও নিত্যগোপাল দাস, ৬৭ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট। বিনোদবেহারী লাহা, ৬৩ নং ঐ।

পরচুল বিক্রেতা।

আবদুল গনি, ১৫৭ নং বেণ্টিক ষ্ট্রীট। মহম্মদ হামজাদ, ১৪৬।২ নং ঐ।

পুরাণ বোতল।

নিমতলা দরমাহাটা ষ্ট্রীট এবং ময়দা পটী। আড়তদারের উপর ভার দেওয়াই ভাল।

পান বিক্রেতা।

সকল রকম পান বড়বাজার চকে আমদানি হইয়া থাকে। শ্রীনাথ মান্না, ১৩৫ নং রাজার চক। শম্ভুনাথ বারুই, পরাণ মান্না, রাখাল সামন্ত।

পাট ব্যবসায়ী।

পাটের প্রধান আমদানি হাটখোলা, বাগবাজার, চিৎপুর ও বেলগেছিয়া। নানাস্থান হইতে পাট এখানে আসিয়া বিক্রয় হয়। কৃষ্ণলাল কুণ্ডু, ৩৮ নং নন্দরাম সেনের গলি। ননীগোপাল শেঠ, শোভাবাজার। বিনোদবেহারী নন্দী, ২৫।১ নং নাথের বাগান ষ্ট্রীট—পাট ও গাছতামাকের আড়তদার।

পশম বিক্রেতা।

গোপীরাম গোবিন্দরাম, ১১৩ নং মনোহর দাসের চক। তনসুকদাস হাজারীমল, ঐ। ঘোষ সিংহ এণ্ড কোং, ঐ।

পুস্তক বিক্রেতা।

নানাপ্রকার ইংরাজী নাটক, নভেল, ঐতিহাসিক, ডাক্তারী বই, আইনের কেতাব, বিলাতি সংবাদ পত্র প্রভৃতি পাওয়া যায়—থ্যাকার স্পীঙ্ক এণ্ড কোং, কলিকাতা। এস্, কে, লাহিড়ী, ৫৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট। এস্, পি, আড্ডী, ৫৮ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী, ১ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার। ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স, ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

বাঙ্গালা পুস্তক, নাটক, নভেল।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। মজুমদার লাইব্রেরী, ২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। শিশির পাবলিসিং হাউস, কলেজ মার্কেট। হিতবাদী পুস্তক বিভাগ, ৭০ নং কলুটোলা।

ফার্সী ও উর্দ্দু পুস্তক।

আহম্মদ মহম্মদ, ১০৫ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, আমানৎ-উল্লা, ৯৮ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, মস্‌লেম পাবলিশিং হাউস, ৩ নং কলেজ স্কোয়্যার।

হিন্দি পুস্তক।

হিন্দি পুস্তকালয়, ১২৭ নং হ্যারিসন রোড।

পুস্তক বাঁধাইবার আবশ্যক হইলে ছাপাখানায় অথবা পুস্তকের দোকানে পাঠাইয়া দিলে হইতে পারিবে। আমাদের পরিচিত লীলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, ৪ নং মদন বড়ালের লেন।

পক্ষীর বাজার।

গৃহপালিত সকের জন্য নানা জাতীয় পক্ষীর আবশ্যক হইলে, স্বয়ং দেখিয়া কেনাই ভাল। লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটি বাজার, বৈটকখানার বাজার এবং হগ সাহেবের বাজারে পাওয়া যায়।

পিতল, কাঁসারের বাসন।

পিতল, কাঁসার, তাঁবার প্রভৃতি নানা রকমের ও নানা আড়ং-এর সৌখীন বাসন পাওয়া যায়। কালীচরণ ও রাধানাথকুণ্ডু, ৩৫৬।২, অপারচিৎপুর রোড, নূতন বাজার। রামকৃষ্ণ ও রামদাস সিংহ, ৩৫৮ নং অপারচিৎপুর রোড। এককড়ি কুণ্ডু, ঐ। এতদ্ভিন্ন বড়বাজারে, ঢাকাপটীতেও পাওয়া যায়। আড়তদারের ঘরে যদি বেশী পরিমাণে নুতন ও পুরাতন মাল খরিদ বিক্রয়ের আবশ্যক হয়, নিম্নলিখিত মহাজনের নিকট লইবেন। হারাধন কুণ্ডু, ২৬ নং নূতন সিমলাপটী, রাজার চক। কালী প্রামাণিক, ২৬ নং ঐ। কালীপদ কুণ্ডু, ২৬ নং ঐ।

পোষাক ভাড়া।

পি, সি, পাল, ৩৪৪ নং অপারচিৎপুর রোড। সেন এণ্ড কোং, ৩৭৩ নং অপারচিৎপুর রোড। পল এণ্ড কোং, কলেজ মার্কেট।

থিয়েটারের সিন ও পোষাক ভাড়া।

কুঞ্জবেহারী পাল, বড়তলা, ৩১৯ নং অপারচিৎপুর রোড।

ফুল বিক্রেতা।

প্রধান ফুলের দোকান হগ সাহেবের বাজার ; এখানে বড় বড় ব্যবসাদার আছে। যথা.—এস্, পি, চাটার্জ্জী। এস্, পি, কুণ্ডু। পি, বন্দ্যোপাধ্যায়। মেছুয়া বাজারের মোড়ে নরসিংহদাস মদন গোপালের বাটীর নিচে অনেকগুলি দোকানদার আছে।

ফলের বাজার।

হগ সাহেবের বাজারে প্রাতঃকাল হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত নানাপ্রকার দেশী ও বিলাতী ফল পাওয়া যায়। হাওড়া পুলের নিকট হ্যারিসন রোডের দক্ষিণ দিকের ফুটপাতে বার মাস ফল আমদানি হয়। নূতন বাজারেও বারমাস খরিদ বিক্রয় হয়। আম, কাঁটাল, লিচু, আনারস, বেল প্রভৃতি পোস্তাতে মরসমের সময় আমদানি হয়। ফলের ব্যবসা করিতে হইলে স্বয়ং ঐ স্থানে আড়তদারের ঘরে থাকিয়া বিক্রয় না করিলে লাভ হয় না।

ব্যাণ্ড (বাদ্যকর) সাপ্লায়ার)

সি, লোবো এণ্ড কোং, ৫৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, আর, কোটা, ৬৪ নং বহুবাজার। সেখ আবদুল্লা, ৭৯ নং হ্যারিসন রোড।

বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা।

ডোয়ারকিন্ এণ্ড সন্স, হেরল্ড এণ্ড কোং, শরৎ ঘোষ, মহিম ব্রাদার্স, ৩ নং লোয়ার চিৎপুর রোড। পাল এণ্ড সন্স, ২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড।

বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় যন্ত্রাদি।

ইণ্ডিয়ান সায়েন্টিফিক্ এপারেটাস্ কোং, ৬৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট।

বেত ও দরমা বিক্রেতা।

মাখনলাল কোঙার, ধরণীধর কোঙার, রসিকলাল সুর, ৪২ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

বোরা ও দরমা বিক্রেতা।

শরত বর্দ্ধন, ৩ নং ময়দাপট্টী। গঙ্গারাম ঘোষ, ঐ। তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, ঐ।

বারকোস বিক্রেতা।

ফকিরচন্দ্র দে, ২০৭।৪ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট। গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৯ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট। শ্রীনাথ পাল, ঐ।

ভুষিমাল বিক্রেতা।

ভুষিমালের প্রধান স্থান হাওড়া মালগুদাম, হাটখোলা, কুমারটুলি, জগন্নাথ ঘাট, পাথুরেঘাটা প্রভৃতি। হাওড়ার ১।২ নং সেডে প্রত্যহ বেলা ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত বুট, গম, তিসি, সরিষা, ডাল, মটর প্রভৃতির একটী হাট বসিয়া থাকে। কলিকাতার আড়তদারেরা আসিয়া ঐ সকল চালানী মালের রসিদ বেচা-কেনা এবং যে সকল মাল পৌঁছিয়াছে সেই সকল মালের নমুনা দেখিয়া খরিদ বিক্রয় করিয়া থাকে। বাকী মাল উপরোক্ত স্থানে আড়তদারের ঘরে চলিয়া যায়। আমরা কএকটী বিশিষ্ট মহাজনদিগের নাম ধাম প্রকাশ করিলাম। যাঁহারা ঐ সকল মালের কারবার করিতে চান, তাঁহারা স্বয়ং আসিয়া একবার দেখিয়া যাইবেন। সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়, ১১৫ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট। অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, ২২৯নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট। মাখনলাল ঘোষ, ৩৪ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট। সিউনারাণ রামনারাণ, ২৬ নং বড়্তলা ষ্ট্রীট। ভগবান দাস গনপৎ রাম, ৯০ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট। কানাইলাল কুণ্ডু, ২৫ নং ভাঙ্গা কুল্পীঘাট। মহেন্দ্রলাল সাবুই, ৩০ নং মাণিকবসুর ঘাট ষ্ট্রীট।

বন্দুক-বিক্রেতা।

লায়ন ও লায়ন, ১৫ নং চৌরঙ্গী রোড। মেণ্টন্ এণ্ড কোং, ১৩ নং ওল্ডকোর্ট হাউস। ডি, এন্, বিশ্বাস এণ্ড কোং, ২ নং হেয়ার ষ্ট্রীট। আশুতোষ দাঁ এণ্ড কোং, ৪০ নং চাঁদ্নি চক্। নরসিংহচন্দ্র দাঁ, ৫৭ নং পুরাতন চিনাবাজার।

বিলাতি মাটী-বিক্রেতা।

শ্রীরামচন্দ্র দত্ত, ৩২ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট। করালিপদ মুখোপাধ্যায়, ৩৯ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড। শ্রীদাম মুখোপাধ্যায়, ৩৯ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড।

বিজ্ঞাপনদাতা।

দি ক্যাল্‌কাটা এড্‌ভারটাইজিং এজেন্সী, ১১ নং ক্লাইভ রো।

বিলাতী মদ্য-বিক্রেতা।

মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং, বন্‌ফিল্ডস্‌ লেন। সেন ল এণ্ড কোং, ৫২।১ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট। কেল্‌নার এণ্ড কোং, চৌরঙ্গী রোড।

বাজী-বিক্রেতা।

সিন্দুরিয়াপটীর মোড়ে নানাপ্রকার আতসবাজীর দোকান আছে। সেখ মুন্না, হোসেন আলি, ১৫ নং চিৎপুর রোড।

মনিহারী জিনিস বিক্রেতা।

প্রধান স্থান মুরগীহাটা, ক্যানিং ষ্ট্রীট, রাধাবাজার, কলুটোলা। যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ৩০ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট। এস্‌, সি, মুখার্জ্জী, ৩৩ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট। এস্‌, সি, দত্ত, ১১৬ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট।

মারবেল পাথর বিক্রেতা ও খোদাইকারক।

মারবেল পাথর, পেটেণ্ট ষ্টোন্‌ এনগ্রেভিং করা জিনিস

বিক্রেতা। পি সোয়ারিস্ এণ্ড কোং, ৬৯ নং বেণ্টিক্ ষ্ট্রীট। বার্ড এণ্ড কোং, বেণ্টিক্ ষ্ট্রীট। আরলিংটন এণ্ড কোং, ৪৩ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট।

মিষ্টান্ন বিক্রেতা।

জোড়াসাঁকো, বাগবাজার ও বহুবাজার প্রধান স্থান। গ্রাজুয়েট ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং, ২০৭ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার ২০৬ নং শ্রীমানীবাজার। ভীমচন্দ্র নাগ, ৬ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট।

মোটা পাথরের জিনিস বিক্রেতা।

শিল, নোড়া, যাঁতা প্রভৃতির দোকান বড়বাজার রাজার চকের সম্মুখে, দরমাহাটা ষ্ট্রীটের উপর। দামোদর দাস বর্ম্মণ, ৫৬ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট। ঈশ্বরচন্দ্র সিং, ৫ নং ঐ।

মৎস্যের হাট।

সিয়ালদহ ষ্টেশনের উত্তর দিকের ফটকের নিকট প্রত্যহ ভোরে নানাস্থানের মৎস্য আমদানি হইয়া থাকে। হাবড়া ষ্টেসনে সকালে প্লাটফরমেও বিক্রয় হয়।

ময়দার কল।

কলিকাতা ফ্লাওয়ার মিল কোং, হাওড়া। বৈষ্ণবচরণ নাথ এণ্ড ব্রাদার্স, ১১৪ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট। বেঙ্গল ফ্লাওয়ার মিল কোং, শিবপুর। ক্ষেত্রমোহন বসাক এণ্ড সন্স, নন্দন বাগান। হাওড়া ফ্লাওয়ার মিল কোং, হাওড়া।

মসলা বিক্রেতা।

প্রধান স্থান বড়বাজার, পোস্তা ও রাজার চক। রাজার চকে—রাজেন্দ্রনাথ দে, স্বরূপচন্দ্র দে, কাশীনাথ দাঁ, ত্রৈলোক্যনাথ পাল। পোস্তায়—রাখালদাস ও অশ্বিনীকুমার নন্দী, ২৬ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট। রজনীকান্ত দত্ত, ২৫ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট।

যন্ত্রপাতি বিক্রেতা ও মেরামতকারক।

নানা প্রকার লোহা, ইস্পাত ও পিতলের যন্ত্রাদি বিক্রেতা। টি, ই, টমসন্ এণ্ড কোং, ৯ নং এস্প্লানেড ইষ্ট। এন্, সি, মিত্র এণ্ড কোং, ১৩২ নং চাঁদ্নিচক। টি, সি, নন্দন এণ্ড সন্স, ১৮ নং কাঁসারীপাড়া, ভবানীপুর।

রাসায়নিক পরীক্ষাগার।

এখানে পূঁজ, রক্ত, প্রস্রাব, মল, থুতু, গএর, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি যে কোন জিনিস পাঠান যায়, তাহার কেমিকেলি পরীক্ষা হয়। বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, ৯১ নং অপার-সার্কুলার রোড। ডাঃ বোসের ল্যাবরেটরী, ৪০ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। ডাঃ পি, সি, চাটার্জ্জী, (এম, বি,) রাসায়নিক মেডালিষ্ট, ২৭ নং নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড।

রং বিক্রেতা।

ধ্যায়, ৩১ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট। বামাচরণ রায় কোং, ৮১ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট। রাজার চক (তেলের ও জলের রং বিক্রেতা)।

রসুন বিক্রেতা।

বড়বাজার, পোস্তা ও বেলেঘাটা প্রধান বিক্রয়ের স্থান। যাহারা তামাকের আড়তদারী করে, তাহাদের আড়তের সহিত ব্যবস্থা করিলেই চলে।

লোহা ও করগেট বিক্রেতা।

হরিহর শেঠ, ১৮ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট। পাল ফ্রেণ্ডস, ৭ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট। নারাণচন্দ্র শেট, ঐ। এস, সি, নন্দী এণ্ড সন্স, ঐ। টি, ডি, কুমার, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড।

লোহার আলমারী ও তালা বিক্রেতা।

দাস এণ্ড কোং, ১৪ নং কাশীপুর রোড।

লবণ বিক্রেতা।

প্রধান স্থান হাটখোলা ও সালকিয়া গোলাবাড়ী; ঐ সকল স্থানে বড় বড় মহাজন আছে। তথা হইতে মহাজনেরা মাল খরিদ করিয়া বঙ্গের ও পশ্চিমের নানা স্থানে চালান দেয়। অমূল্যধন কুণ্ডু, ২৯ নং আনন্দখাঁ লেন, হাটখোলা। গ্রেহেম কোং, টারনার মরিসন কোং, চন্দ্রশেখর পাল, শশীভূষণ পাল, বিহারীলাল কুণ্ডু, হাটখোলা। গোপালচন্দ্র দে, খিদিরপুর।

স্পোর্টস্‌ম্যান বা খেলার সরঞ্জাম বিক্রেতা।

বিলাতি ব্যাট বল, লনটেনিস, ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি;

বিক্রেতা। এস্, এন্, ভট্টাচার্য্য, ৫ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। এস্, রায় এণ্ড কোং, ৯৩ নং হ্যারিসন রোড। সেন এণ্ড সেন, ১ নং চৌরঙ্গী রোড।

ষ্টীলট্রাঙ্ক ও বাক্স।

বিজয় ফ্যাক্টরী, ১২২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট। স্বরাজ ফ্যাক্টরী, ৭৪।১ নং হ্যারিসন রোড। আর্য্য ফ্যাক্টরী, ১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।

সাইকেল বিক্রেতা ও মেরামতি।

এইচ, ডি, নন্দী এণ্ড কোং, ৫০ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। দি গ্লোভ সাইকেল কোং, ১৫৮ নং ধর্ম্মতলা। রয়েল সাইকেল কোং, ৩৬ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। বেণ্টিক্ সাইকেল কোং, ৪০ নং বেণ্টিক ষ্ট্রীট। হরেন ব্রাদার্স, ৮১ নং বেণ্টিক ষ্ট্রীট।

সাইন বোর্ড প্রস্তুতকারক।

আর্য্য চিত্রালয়, ৩৭৪ নং অপারচিৎপুর রোড।

সেলাইএর কল বিক্রেতা।

সিঙ্গার এণ্ড কোং, ৪৮ নং বেণ্টিক ষ্ট্রীট। কুণ্ডু এণ্ড সন্স ১০ নং বেণ্টিক ষ্ট্রীট। দত্ত চৌধুরী, ১৭৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।

সতরঞ্জ ও গালিচা বিক্রেতা।

মকুমাদ্দিন, ৪৯ নং লোয়ারচিৎপুর রোড। মহামদ্দিন, ঐ।

সূতা বিক্রেতা।

বিলাতি নানা রকমের সূতা বিক্রেতা—পি, সি, পাল, ক্রস্ ষ্ট্রীট। কালীশঙ্কর সুকুল, ঐ।

চুরুট বিক্রেতা।

ননিলাল ঘোষ, ২৬।১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট।

হোমিও বাক্স বিক্রেতা।

হরিচরণ বৈরাগী, ২১ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

হার্ডওয়্যার মার্চ্চেণ্ট।

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড সন্স, ৭৪।১ নং উডগণ্ট ষ্ট্রীট। বি, বি, পাল এণ্ড কোং, ঐ। কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ২৫ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট। প্রসন্নচন্দ্র রায়, ২৬ নং ঐ।

হোমিওপ্যাথি ঔষধ বিক্রেতা।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং, ৮৩ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট। কিং এণ্ড কোং, ৮৩ হ্যারিসন রোড।

হোটেল হিন্দু।

বিদেশী লোকের থাকিবার স্থান। হিন্দু মহৎ আশ্রম, ৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। হিন্দু রিফ্রেশমেণ্ট হল, ১৫৬ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট।

হুঁকা বিক্রেতা।

ভূতনাথ সাধুখাঁ, ১৩ নং হুঁকাপটী বড়বাজার। সদানন্দ পাল, ৯ নং ঐ। অনুকূলচন্দ্র ঘোষ ঐ।

হাড় ও চামড়া।

সাধারণতঃ কলওয়ালারা হাড় লইয়া থাকে এবং তাহারা কলে পেষাই করিয়া বিলাতে চালান দেয়। রেল পরিমাণ মাল বিক্রয় করিবার ইচ্ছা করিলে, কলওয়ালাদের সহিত বন্দোবস্ত করিতে হয়। বালি বোন মিল কোং, বালি।

মোকামী সংবাদ

বা

মোকামের নাম ও বিবরণ।

মহাজনদিগের একটী বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়। আজ পর্য্যন্ত কোন লেখক ইহার বিবরণ লিখিতে বা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। আমরা অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া যতদুর পারিয়াছি, ততদুর সংবাদ সংগ্রহ করিয়া লিখিতেছি। অনেক বাঙ্গালী মহাজনের তোষামোদ করিয়াছি; কিন্তু সহজে কেহ মোকামের বিষয় বলিতে চাহেন না। তাঁহারা "একচেটের মতন রাখিতে চাহেন; সাধারণের সুবিধার জন্য আমরা নানা উপায়ে যে সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

হাওড়া।

কলিকাতা মহানগরীর বাণিজ্যতত্ত্ব লিখিতে হইলে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক প্রকাশ করিতে হয়। এই পুস্তকে স্থানাভাব; তবে (Thacker Spink & Co.) থ্যাকার স্পীঙ্ক এণ্ড কোংর কলিকাতা ডাইরেক্টারী নামক পুস্তকে ব্যবসা বাণিজ্যের অনেক

জ্ঞাতব্য বিষয় পাওয়া যায়। যে জিনিস আছে, তাহার পুনরালোচনা করিয়া কোন ফল নাই; যদি নূতন কিছু করিতে পারি, পরে চেষ্টা করিব।

হাওড়াতে মহাজনের জ্ঞাতব্য বিষয় যাহা আছে, তাহাই এখানে সন্নিবেশিত হইল। বাজে কতকগুলি সংবাদ দিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা এবং পুস্তকের গুরুত্ব নষ্ট করা আমার নীতিবিরুদ্ধ কাজ। পাঠকগণ ধৈর্য্য ধরিয়া থাকুন, অনেক নূতন তত্ত্ব জানিতে পারিবেন।

হাওড়া রেল ষ্টেশনে খরিদ-বিক্রয়ের একটী হাটের মতন আছে। মালগুদামে ১ নং ও ২ নং গুদামের সম্মুখে রাস্তার ধারে রেল কোম্পানি একটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যহ বেলা ১টার পর হইতে ৫টা পর্য্যন্ত কলিকাতার বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী ও হিন্দুস্থানী মহাজন ও আড়তদারগণ আসিয়া তাঁহাদের ব্যাপারির প্রেরিত নানা প্রকার জিনিসের খরিদ-বিক্রয় করিয়া থাকেন। এই সকল খরিদ বিক্রয় দালালের মারফৎ হইয়া থাকে। যে সকল মাল হাওড়ার গুদামে আসিয়াছে, তাহার নমুনা ও বস্তা দেখাইয়া দর হয় এবং খরিদদার ইচ্ছা করিলে সঙ্গে সঙ্গে ওজন লইতে পারেন বা ২।৫ খানি বস্তা ওজন করিয়া চালান দৃষ্টেও লইয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ আউতি সওদা (Forward sale) রসিদ ও চালান দেখিয়া পাকা সওদা করিয়া থাকেন। কতকগুলি মাল, যথা—

সরিষা, গম, তিসি, বুট, ডাল, রেড়ি, পোস্তদানা ও রহড়

মাল এখান হইতেই বিক্রয় হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, কলিকাতার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের খুচরা মহাজনেরাও ২।৪ গাড়ী মাল এখানে খরিদ করিয়া থাকেন। কলিকাতা বাজার অপেক্ষা এখানে মণ প্রতি ৲১০, /০, ৵০ আনা পর্য্যন্ত সুবিধা দরে পাওয়া যায় এবং রেলে বা নৌকায় যাহারা মাল লইয়া যায়, তাহাদের চালান খরচা অনেক কম পড়ে। এই দুইটী সুবিধার জন্য এখানে খুচরা খরিদ্দারদের পড়্‌তা কম হয়। সমস্ত জিনিসই হাওড়াতে আমদানি হয়, কেবল চাল ধান হয় না। চাল ধান আদি হাওড়া রামকৃষ্ণপুর চড়াহাটে খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে। রামকৃষ্ণপুরের বিবরণ স্বতন্ত্রভাবে লিখিত আছে। খরিদ বিক্রয়ের সুবিধার জন্য রেলকোম্পানি গুদামের ভিতর মাল ওজন করিবার অনুমতি দিয়াছেন এবং ডিমারেজ্ চার্জ্জের একটু স্বতন্ত্র (Special) রেট করিয়া দিয়া মহাজনদের ব্যবসায়ে সহায়তা করিয়াছেন। হাওড়াতে মাল পৌঁছিলেই আড়তদারেরা সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় করিবার চেষ্টা করেন। যদি না হয়, তাহা হইলে ২।৪ দিন ডিমারেজ দিয়াও রাখিয়া দেন। কেন না, গো-গাড়িতে মালের খরচাপেক্ষা ডিমারেজ দিয়াও মাল বিক্রয় করিলে সুবিধা আছে।

হাওড়া ষ্টেশনের পশ্চিমে পুল পার হইয়া একটী বাজার আছে, উহাকে "হাওড়ার হাট" বলে। এই জেলার মধ্যে ইহাই একটী প্রসিদ্ধ বাজার। এই বাজারে প্রত্যেক মঙ্গলবার প্রাতে ৬টা হইতে হাট বসে এবং রাত্র ৮টার মধ্যেই বেচাকেনা শেষ হইয়া যায়। এই হাটে কাপড় ও তৈয়ারী জামার আমদানি

হইয়া থাকে। কম দামের চট্‌কদার পাড়ওয়ালা নানা প্রকার তাঁতের দেশী কাপড়, হাওড়া ও হুগলী জেলার নানাস্থান হইতে আমদানি হইয়া থাকে; এই সকল কাপড়কে ‘হেটো দেশী’ কাপড় বলে। তৈয়ারী নানা রকমের শার্ট, কোট, সেমিজ, ছেলেদের ফ্রগ্‌ প্রভৃতি অনেক প্রকার জামা আমদানি হইয়া থাকে। অধিকাংশ জিনিসই পাইকারী বিক্রয় হইয়া থাকে। খুচরা বিক্রয় এখানে খুব কম। কলিকাতা ও চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী জামা ও কাপড়ের দোকানদারেরা হাটবারে এখান হইতে জামা ও কাপড় খরিদ করিয়া থাকেন। এখানে ধারে কারবার নাই, সবই নগদ। কালীঘাটের নিকট চেত্‌লাতেও এইরূপ একটী হাট আছে। ব্যবসা-করণেচ্ছু ব্যক্তিগণ একবার এই হাটে আসিয়া দেখিয়া যাইবেন।

এখানে মাতগুড়ের একটী প্রধান কারবার আছে। জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি বিদেশী চিনির ও মাৎগুড়ের এখানে আমদানি হইয়া থাকে। এই সকল মাৎগুড় তামাকের জন্য ব্যবহৃত হয়। গুড় দুই রকম,—এক রকম মাৎগুর, অপর চাপগুড়। চাপগুড়গুলি বাস্‌কেটে করিয়া আমদানি হয়, পরে লোহার কড়াইএ গলাইয়া টিনে ভর্ত্তি করিয়া বিক্রয় করা হয়। এই সকল গুড় বঙ্গদেশ এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে চালান গিয়া থাকে। এই কাজটী নাকোদা ও বোম্বাইওয়ালাদের হাতে আছে।

রামকৃষ্ণপুর। (জেলা হাওড়া।) হাওড়া ষ্টেসনের অর্দ্ধ মাইল দূরে রামকৃষ্ণপুরের বাজার। যে স্থানে বাজার সেই স্থানকে রামকৃষ্ণপুর চড়া-হাট বলে। ওজন ৮০ সিকা। এখানে নানাপ্রকার ব্যবসায়ের জিনিস রেলযোগে আসিয়া বিক্রয় হইয়া থাকে; তন্মধ্যে চাল ও ধান প্রধান। গঙ্গার উপরেই বাজার। রেল ষ্টেসনের স্বতন্ত্র সাইডিং (Ramkristopur Siding) আছে বলিয়া এবং রেলযোগে, ষ্টিমারে ও বোটে খরচ কম পড়ে বলিয়া, এখানে এত জোর আমদানি। তাহা ছাড়া, যে সকল মোকাম হইতে মাল আমদানি হয়, সেই সকল ষ্টেশন হইতে খুব কম রেট (Special rate) বাঁধা আছে বলিয়া, মহাজনদিগের মালের পড়্তা কম হয় এবং মাল শীঘ্র আইসে। আমরা স্বয়ং এই মোকামে, কাজ করিয়া অনুসন্ধানে জানিয়াছি যে, পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের প্রধান প্রধান চালের মোকাম হইতে প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে ধান চাল আমদানি হইয়া থাকে। কেবল বাখরগঞ্জের বালাম চাল খুব কম পরিমাণে আমদানি হয়। চাউল ভিন্ন রবি শস্য—অর্থাৎ বুট, কলাই, মটর, যব, সরিষা, জনেরা, ডালকলাই, মসুরি, খেসারি, রহড়, গম প্রভৃতি আমদানি হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তত বেশী নহে। চিনাবাদাম, হরীতকী, খাঁড়ি লবণ (যে লবণ জমিতে দেওয়া হয়) সিমের বিচি (যাহা গমের আটার সহিত মেশান হয়) তাহা প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে যখন রেলে ও ষ্টিমারে মাল চালান আসিত,

তখন প্রত্যহ প্রায় লক্ষ বস্তা আমদানি রপ্তানি হইত। এখন মাল আমদানি রপ্তানি ও বিক্রয়ের ঠিক নাই, কেন না, ফুড্-কন্‌ট্রোলারের (Food Comptroller) উপর আমদানি রপ্তানির ভার দেওয়া আছে; তিনি যেরূপ মাল আমদানি করিতে অনুমতি দিবেন, সেই মত মাল মোকাম হইতে চালান হইবে। আবার মাল এখানে আসিয়া জমা হইলে রপ্তানী করিবার সময় তাঁহার অনুমতি লইতে হইবে। কাজেই এখন খরিদ বিক্রয়ের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। হয় ত, খরিদ বিক্রয় ২।৪ দিন বন্ধ থাকে, খুচরা দোকানদার খরিদ্দারদিগকে প্রত্যহ ২।১ গাড়ী (৮ বস্তায় গাড়ী) করিয়া এমন প্রত্যহ ৮।১০ হাজার বস্তা বিক্রয় হয়। ইহাতেই বুঝুন যে, এই হাটে প্রত্যহ কিরূপ বেচা-কেনা হয়। বঙ্গে এত বড় চাউলের হাট আর কোথাও নাই। খরিদ-বিক্রয় সব দালালের দ্বারায় হইয়া থাকে।

ব্যবসা করিতে হইলে অগ্রে বাজারের অবস্থা সম্যকরূপে জ্ঞাত হওয়া দরকার, নহিলে পদে পদে ঠকিতে হইবে। এই হাটে তিন প্রকার নিয়মে খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে। প্রথম—পাকা বস্তা। দ্বিতীয়—চালান দর। তৃতীয়—বিলির হিসাব।

পাকা-বস্তা চালান ব্যতিরেকে বিক্রয় হয় না। দালালেরা ব্যাপারীর মালের নমুনা দেখাইয়া আড়তদারের সহিত মাল সওদা করে। তাহার জন্য দালালেরা মহাজনের নিকট মণ প্রতি ৫ এক পয়সা হিঃ দালালী পায়। এইবার ঢল্‌তার (Excess

হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত প্রতি বস্তায় /১ সের হিঃ এবং কার্ত্তিক মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত প্রতি বস্তায় /২ সের হিসাবে চল্‌তা বাদে বেচা-কেনা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, খুচরা ২।১ গাড়ীতে দোকানদারদিগকে চল্‌তা বাদ দেওয়া হয় না। তবে কোন কোন আড়তদার, পুরাতন খুচরা দোকানদার খরিদ্দারদিগকে ২০।৫০ বস্তায়ও চল্‌তা বাদ দিয়া থাকে, তাহা খাতিরে, বাজারের সেরেস্তায় নহে। উক্ত প্রকার বেচা-কেনাকে পাকা বস্তা বলে।

যে সকল বস্তা ২/০ মণ হারে ওজনে থাকে, তাহা ২।১ গাড়ী করিয়া খুচরা দোকানদারকে বিক্রি করার নাম বিলি করা বলে। আড়তদারে আড়তদারে রাঢ়ী ও কাজলা চাউল উপরোক্ত পাকা বস্তা হিসাবে বেচাকেনা হইয়া থাকে। দেশী চাউল পাইল করিয়া একেবারে ২।১ শত বস্তা মাপিলে পাকা বস্তা হিসাবে বাদ দেওয়া হয়, নচেৎ লিখিত চালানদরে হইয়া থাকে। আড়তদারে আড়তদারে নৌকায় দেশী চাউল কিম্বা কোলার বা অন্যান্য কলের দেশী ছাঁটা চাউল চালান দরে হইয়া থাকে; তাহাতে বস্তায়, ওজনে /॥ সের বেশী ও বস্তায় /॥০ সের হিসাবে চল্‌তা (Excess) বাদ যায়, এবং যাহা দর তাহা হইতে মণকরা ৴১০ আনা হিসাবে বাদ দেওয়া হয়। ইহাকেই চালান দর বলে।

পাকা বস্তায় খরিদ্দারের ওজন, সেলাই ও রপ্তানি খরচ লাগে। ঘাটের চালান দরে খরিদ্দারের অর্থাৎ যে আড়তদার খরিদ করে, তাহার কোন খরচাই লাগে না। মাল বিলির খরচা বস্তা প্রতি ৴১০ পয়সা লাগে, উক্ত ৴১০ পয়সা মধ্যে আড়তদারের লেহ্য

খরচ ৵৫ পয়সা গাড়ী বোঝাই খরচ হয়, বাকী ৵১০ আনা সুদ হিসাবে ফেলা হয়। যদি খরিদ্দার ৮ দিনের মধ্যে টাকা চুক্তি না দেয়, তাহা হইলে উক্ত ৵১০ পয়সা হিসাবে খরচ দিতে হয়, নচেৎ ৵১০ আনা হিসাবে, গাড়ীতে।০ চারি আনা বাদ পায়—উহাকেই মিতি বলে।

মোটামুটি এই নিয়মে খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে। আর কোন বিষয় জানিতে হইলে নিম্নলিখিত আড়তদারদিগকে পত্র লিখিলে জানিতে পারা যায়।

আড়তদার।—অন্নদাপ্রসাদ দত্ত, উপেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রজনাথ খাঁ, প্রিয়নাথ খাঁ। ইহাদের রাঢ়ী কিম্বা কাজলা চাউল আমদানী তত বেশী নহে, তবে কিছু পরিমাণে হইয়া থাকে; বেশী নৌকায় আমদানী ইহাদের বেশী হইয়া থাকে।

গোকুলদাস হংসরাজ, চন্দনমল অভয়মল, শীতলপ্রসাদ খড়্গপ্রসাদ। ইহাদের কেবল মাত্র রাঢ়ী ও কাজলা চাউল আমদানী হইয়া থাকে।

যাঁহারা যেরূপ চাল পাঠাইবেন, তাঁহারা সেইরূপ আড়তদারের ঘরে মাল তুলিলে তাঁহাদের কার্য্য ভাল হইবে।

শ্রীরামপুর।

(জেলা হুগলী।)

হাওড়া হইতে ১২ মাইল। রেলে, ষ্টিমারে ও নৌকায় মাল যায়। ওজন ৮০ সিক্কা। বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন মালের আমদানী নাই, তবে পানের

ব্যবসা এখানে বেশ চলে। যাঁহারা পানের ব্যবসা করিতে চান, একবার তাঁহারা আসিয়া দেখিয়া যাইবেন। রেলে ও নৌকাযোগে অনেক পান দেশদেশান্তরে চালান গিয়া থাকে। আমাদের স্বদেশী মূলধনে স্থাপিত "বঙ্গলক্ষ্মী" কটনমিলের কাপড় এইখানে তৈয়ারী হয়। ষ্টেসনের ধারে ইহাদের একখানি এজেন্সি দোকান আছে।

সেওড়াফুলির হাট। হাওড়া হইতে ১৪ মাইল।

(জেলা হুগলী।)

সচরাচর এখানে ৮০ ও ৮২॥৵০ ওজনে খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে। এখানে তরি-তরকারী, পাট, শোন, আলু, পিঁয়াজ, রেড়ির খৈল, ধান্য, চাউল, গুড় প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে। সপ্তাহে শনি ও মঙ্গল—দুই দিন হাট হইয়া থাকে। তারকেশ্বর লাইনের ষ্টেশন হইতে অনেক মাল এখানে আসিয়া বিক্রয় হইয়া থাকে। কলা ষ্টেশন হইতে যথেষ্ট পরিমাণে চালান যায়। তরি-তরকারী ও পাটের কার্য্যের জন্যই এই স্থান বিখ্যাত। বাজারের অবস্থা খুব ভাল। মাল রেলে, নৌকায় ও ষ্টীমারযোগে চালান হইয়া থাকে।

বর্দ্ধমান হইতে হাওড়ার মধ্যে এই বাজারটী একটী বড় বাজার। পাইকারী জিনিসের খরিদ বিক্রয় এখানে বেশ সুবিধা। হাটের দুই দিনে বাজারে যত মালের আমদানি হউক না কেন,

সমস্ত জিনিসই বিক্রয় হইয়া যায়। এই হাটে, ভাটপাড়া হইতে বারাকপুর পর্য্যন্ত পারের যতগুলি কলের বাজার আছে, তাহার অধিকাংশ দোকানদার আসিয়া জিনিস খরিদ করে। এখানে যে সকল পাট আমদানি হয়, তাহাকে "দেশওয়াল পাট" বলে। বর্দ্ধমান ষ্টেশন হইতে যতগুলি ষ্টেশন আছে এবং তারকেশ্বর লাইনের সমস্ত পাট এখানে আমদানি হইয়া থাকে। এই সকল পাট খরিদ করিয়া মহাজনেরা কলওয়ালাদিগকে বিক্রয় করিয়া থাকে। কাজেই পাটের কারবার এখানে বেশ ভালরূপ চলিতে পারে।

তাহার পর, আলু ও পেঁয়াজ এখানে প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। আলু প্রথম নওয়ালির সময় পশ্চিমে বেহার ও পাটনা, ভাগলপুর, মুঙ্গের ধারারা, কাহালগাঁ, সুলতানগঞ্জ হইতে আমদানি হয়, তাহার পর, দেশওয়াল (Local) মাল আমদানি হইলে পশ্চিমের চালানি বন্ধ হয়। দেশওয়াল মাল মেমারি, পাণ্ডুয়া, মগরা, হুগলি, হারীট, তারকেশ্বর, হরিপাল, সিঙ্গুর প্রভৃতি স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। এখান হইতে এই সকল আলু কলিকাতায় চালান যায়। ক্রমে দেশওয়াল মাল বন্ধ হইলে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে দারজিলিং, সিলিগুড়ী, জৌনপুর, অম্বালা, কাল্‌কা, নৈনিতাল প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানি হইয়া থাকে। বর্ষার পর বীজ আলুর আমদানি যথেষ্ট হইয়া থাকে। হুগলি ও হাওড়া জেলার কতক অংশের চাষীরা এখান হইতে বীজ আলু খরিদ করিয়া

পরিমাণে আমদানি হয় এবং দারজিলিং ও ঘুমের (দারজিলিং এর নিকট একটী ষ্টেসনের নাম ঘুম) বীজও আসিয়া থাকে। ফলতঃ, আলুরও একটী প্রধান ব্যবসা এখানে চলে। পিঁয়াজও নওয়ালির সময় আলুর মোকাম হইতে আমদানি হইয়া যথেষ্ট বিক্রয় হইয়া থাকে।

রেড়ির খৈলের বিক্রয় এখানে খুব হইয়া থাকে। চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে আলুর চাষ হয় বলিয়া রেড়ির খৈলের কাট্‌তি খুব হয়। আষাঢ় মাসে যখন রেড়ির খৈলের বাজার নরম থাকে, তখন মহাজনেরা রেড়ির খৈল পশ্চিম প্রদেশ হইতে আনাইয়া বাঁদী (Stock) করিয়া রাখে। তাহার পর ভাদ্রের শেষ হইতে বিক্রয় হইতে থাকে।

সেওড়াফুলির হাট হইতে এক মাইল দূরে "বৈদ্যবাটী" নামক স্থানে শোণ ও পাটের দড়ি প্রস্তুত করিবার অনেক কারখানা আছে। ঐ সকল মাল প্রস্তুত হইয়া সেওড়াফুলির হাটে বিক্রয়ের জন্য আসিয়া থাকে। সেওড়াফুলি হইতে ১৪ মাইল দূরে গঙ্গার ধারে বলাগড় নামক স্থানে একটী গঙ্গার চড়ার উপর যথেষ্ট তরকারীর আবাদ হইয়া থাকে এবং হাটবারে বিক্রয়ের জন্য আসে।

তরি-তরকারীর মধ্যে কলার ব্যবসা এখানে খুব চলে। এত কলার আমদানি এ অঞ্চলে কোথাও হয় না। এই সকল কলা পশ্চিমাঞ্চলে চালান হইয়া থাকে। সুদূর পাঞ্জাব প্রদেশেও এখান হইতে কলা চালান যায়। সেওড়াফুলি হইতে পশ্চিমের সমস্ত ষ্টেসনের ফল-বিক্রেতারা (Fruit vendor) এখান

হইতে কলা খরিদ করিয়া থাকে। পশ্চিম হইতে এখানে গুড়, লঙ্কা, তামাক প্রভৃতি আমদানি হইয়া থাকে। ব্যবসাকরণেচ্ছুক-গণ হাটের দিন আসিয়া দেখিয়া যাইবেন।

আড়তদার।—নফরচন্দ্র ঘোষ, কেদার পণ্ডিত, অন্নদাচরণ আঢ্য, যজ্ঞেশ্বর ঘোষ, বেহারিলাল আদক, কুঞ্জলাল পাল, গঙ্গারাম দাস, অধর পুরকাইত প্রভৃতি।

তারকেশ্বর।

(জেলা হুগলী।)

হাওড়া হইতে ১৮ মাইল। এখানে গুড়, খৈল, আলু, বেগুন পাট, শণ, চাউল, ধান্য প্রভৃতি আমদানি হইয়া থাকে।

আড়তদার—ভুবনেশ্বর দাঁ, বিহারিলাল দে, শশীভূষণ পাল প্রভৃতি।

ভদ্রেশ্বর।

(জেলা হুগলী।)

হাওড় হইতে ১৮ মাইল। গঙ্গার ধারের উপর বাজার। নৌকা ও ষ্টিমারে মাল চালানের সুবিধা আছে। ওজন ৮২ সিক্কা। এখানে ডাল কলাই, সরিষা, পাট, শণ, তামাক, ঘৃত, গুড় প্রভৃতির যথেষ্ট আমদানি হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ভদ্রেশ্বরের বাজারে খুব জোরের সহিত খরিদ বিক্রয় হইত। বড় বড় মালের নৌকা ৪০।৫০ খানা সর্ব্বদা ঘাটে বাঁধা থাকিত। এখন আর তত জোর নাই,—বড় বড় ধনীদের কার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

আড়তদার—বিনোদবিহারী নন্দী, ব্রজনাথ কুণ্ডু, বেহারিলাল নিয়োগী, ৺ফকিরচাঁদ রক্ষিত প্রভৃতি।

চন্দননগর। হাওড়া হইতে ২১ মাইল। গঙ্গার ধারে (জেলা হুগলী।) বাজার, তবে রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ১॥০ মাইল দূরে। এখানকার ৮২॥৶০ আনা ওজন। এখানে চাউল, ধান্য, আলু, গুড়, পাট, পিঁয়াজ প্রভৃতি আমদানি হইয়া থাকে। এখানকার ফরাসডাঙ্গার তাঁতের ধুতিই উৎকৃষ্ট এবং উহার যথেষ্ট নাম ডাক আছে। বাহিরের অনেক দোকানদার এখান হইতে বারমাস কাপড় লইয়া থাকে।

ফরাসডাঙ্গার ধুতি বঙ্গে ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অনেক স্থানে চালান গিয়া থাকে। সূক্ষ্মধুতি এখানে খুব ভাল হয়। কাপড়ের অনেক মহাজন আছে,—একবার গিয়া বন্দোবস্ত করিতে হয়। সেগুন কাটের চৌকীর কারখানা এখানে অনেক আছে, এই সকল চৌকী কলিকাতায় প্রত্যহ চালান গিয়া থাকে। এখানকার সাহেবের হাট বা “লক্ষ্মীগঞ্জ” প্রসিদ্ধ বাজার। আলু, পাট, চাল, কলাই প্রভৃতি আমদানি হইয়া থাকে। ইটের কারখানা এখানে প্রসিদ্ধ। গঙ্গার চড়াতে অনেক ইট্‌খোলা আছে এবং অনেকস্থলে নৌকাযোগে ইট চালান গিয়া থাকে। এই কাজটী বেশ লাভজনক। লক্ষ্মীগঞ্জে একটী ধান চালের কল আছে।

আড়তদার।—তারিণীচরণ দে, হরিচরণ দে, হারাণচন্দ্র ঘোষ, জীতেন্দ্রলাল নন্দী প্রভৃতি।

মল্লিক-কাসিমের হাট।

(জেলা হুগলী।)

হাওড়া হইতে চুঁচুঁড়া ষ্টেসন ২২ মাইল। ষ্টেশন হইতে হাট এক ক্রোশ দূরে। গঙ্গা এক মাইল দূরে। এখানে ৮২॥৶০ ওজন। পাট, ধান্য, চাল, আলু, কচু, পিঁয়াজ, গুড়, কলাই, খৈল প্রভৃতি যথেষ্ট খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে।

হুগলী জেলার মধ্যে শেওড়াফুলির হাটের নিচেই এই হাট। ইতিপূর্ব্বে এই হাট খুব প্রবল ছিল, এখন তদ্রূপ নাই, তবে হাটের দিনে ধান চাল ও পাট যথেষ্ট আমদানী হইয়া থাকে। তরি-তরকারী বেশ সুবিধাদরে পাওয়া যায় বলিয়া দূরদেশের পাইকারগণ এখানে আসিয়া খরিদ করিয়া থাকে। ষ্টেশন হইতে হাট প্রায় ১॥০ মাইল দূরে, এবং গঙ্গার নিকটে। রেড়ির খৈলের বিক্রয় এখানে বেশ আছে। বীজ আলুর সময় যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। আলুর সময় প্রচুর পরিমাণে আলু খরিদ হইয়া কলিকাতায় চালান গিয়া থাকে।

আড়তদার।—এককড়ি ঘোষ, হারাণচন্দ্র ঘোষ।

মগরা।

(জেলা হুগলী।)

হাওড়া হইতে ১৯ মাইল। সুন্দর বাণিজ্যের স্থান;—নিকটে মগরা খাল আছে, তাহাতে নৌকা চলে এবং ঐ খাল দিয়া গঙ্গাতে যাওয়া যায়। এখানে ৮২ শিকার ওজন। এখানে ধান্য, চাউল, আলু, খৈল প্রভৃতি যথেষ্ট আমদানি হয়; তা' ছাড়া, রেড়ীর খৈল, পাট ও কলাই

যথেষ্ট আমদানি হয়। ইহা একটী প্রধান চাউল ও ধানের ব্যবসার স্থান।

হুগলি জেলার মধ্যে মগরাগঞ্জ একটী বাণিজ্যের স্থান। ধান্যের আমদানিই বেশী। বারমাস ধান পাওয়া যায়। এই সকল ধান খরিদ হইয়া রামকৃষ্ণপুর ও চেত্‌লাতে প্রচুর পরিমাণে চালান গিয়া থাকে। যাঁহারা ধানের ব্যবসা করিতে চান, তাঁহারা এখানে অনুসন্ধান লইবেন। ধান ভিন্ন আলুর সময় এখানে যথেষ্ট আলু আমদানি হইয়া থাকে। এই সকল আলু কলিকাতায় চালান গিয়া থাকে। বাজারে অনেকগুলি বড় বড় গোলদারী দোকান আছে, তাহাতে খৈল, ভুষি, সরিষার তৈল, লবণ, কেরোসিন তৈল বিক্রয় হইয়া থাকে। সরিষার বিক্রয়ও বেশ হইয়া থাকে। এখানে বালির ব্যবসা বেশ চলে। মগরার প্রসিদ্ধ মোটা বালি নৌকাযোগে অনেকস্থানে চালান গিয়া থাকে। এখানে ৪টী ধানের কল আছে এবং কল চালাইয়া লোকে বেশ লাভ করিতেছে। কল করিতে হইলে এরূপ স্থানে করাই ভাল।

আড়তদার।—বেহারিলাল দাস; জানকীনাথ ঘোষ, শ্রীমান হাজরা, হরি নন্দী।

বর্দ্ধমান। হাওড়া হইতে ৬৭ মাইল। ষ্টেশন হইতে সহর
(জেলা। এক ক্রোশ দূরে। ইহা একটী বড় সহর। এখানে অনেক রকম জিনিষের খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে। ৩জন

৬০ সিক্কা, ৮০ ও ৮২ সিক্কা। এখানে ধান চাউল, কলাই, গুড়, তামাক প্রভৃতি যথেষ্ট আমদানি হইয়া থাকে এবং কাটরা মালও যথেষ্ট অন্যত্র হইতে আমদানি হইয়া খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে।

ধান্যের ৪টী কল আছে। কলওয়ালাদিগের চাল সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় হইয়া থাকে। নানাজাতীয় চাল এখানে আমদানী হইয়া থাকে। চাল তত্ত্বের বিষয় আমার লিখিত "ব্যবসায় জিনিসের ঐতিহাসিক তত্ত্ব" নামক পুস্তকে বিশদভাবে দেওয়া হইয়াছে। এই সকল চাল হুগলি, চন্দননগর, সেওড়াফুলি, শ্রীরামপুর, বালী, রামকৃষ্ণপুর, চেতলা, কাঁকনাড়া, ভাটপাড়া, ভদ্রেশ্বর, বারাকপুর, পেনিটি প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে চালান গিয়া থাকে। চালের কাজ বারমাস বেশ চলে। নূতনগঞ্জই প্রধান বাজার। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী ও মাড়োয়ারীদের বড় বড় আড়ত আছে, সেই সকল স্থানে বুট, ডাল, তামাক, লঙ্কা, সাজীমাটী, পিঁয়াজ, রসুন, কলাই, গুড়, ঘি, সরিষা প্রভৃতি রেলযোগে ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও সুদূর পঞ্জাব হইতে আমদানি হইয়া থাকে। পশ্চিমের হিন্দুস্থানী অনেক মহাজনের কর্ম্মচারী বারমাস আড়তে থাকিয়া মাল বিক্রয় করিয়া থাকে; ইহা বেশ ব্যবসার স্থান। কলিকাতা হইতে অনেক পণ্যদ্রব্য আমদানি হইয়া থাকে। সরিষার তৈল ও খৈল যথেষ্ট বিক্রয় হইয়া থাকে। বর্ষার পূর্ব্বে অর্থাৎ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে যথেষ্ট বেচা কেনা হইয়া থাকে। কেন না, পল্লিগ্রামের দোকানদারেরা বর্ষার পূর্ব্বে এই সকল মাল সংগ্রহ করিয়া থাকে। নিকটে দামোদর নদী আছে বটে, কিন্তু তাহাতে মাল চালান চলে না। বর্দ্ধমান ষ্টেশন হইতে নূতনগঞ্জ দুই

মাইল। রেলযোগে সমস্ত মাল আমদানি ও রপ্তানি হইয়া থাকে। বাজারের অবস্থা ক্রমেই উন্নত হইতেছে।

ধান ও চালের কয়েকটী হাট আছে, যথা—বাজেপ্রতাপপুর (ষ্টেশনের সন্নিকট), নূতনগঞ্জ, বোরহাট, আলমগঞ্জ, সদরঘাট। এখান হইতে চাল ও ধান যথেষ্ট পরিমাণে পূর্ব্ববঙ্গ, হাওড়া, বেলেঘাটা প্রভৃতি স্থানে চালান গিয়া থাকে। চাল ও ধান্যের নাম জিনিসের বিবরণে দেখিবেন। এখানে তৈলের দুইটী কল আছে।

আড়তদারদিগের নাম।—

নূতনগঞ্জ।

রাজকৃষ্ণ দত্ত, আশুতোষ রায়, শশীভূষণ কুণ্ডু, বকসিরাম মাড়োয়ারী, কালীচরণ তা, বেণী ভকত, বনোয়ারীলাল পাঁজা।

বোরহাট।

শরচ্চন্দ্র পাল, হরিপদ দে, রামচন্দ্র মাড়োয়ারী, রাধিকাপ্রসাদ রায়।

আলমগঞ্জ।

ক্ষেত্রনাথ মাঝী, কার্ত্তিকচন্দ্র সিংহ।

সদরঘাট।

বসন্তলাল কুণ্ডু, বক্রেশ্বর তা, সমীর মুন্সী, সেখ ইয়াকুব মুনসী।

বাজে প্রতাপপুর।

ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামচরণ মণ্ডল, কার্ত্তিকচন্দ্র সিংহ, রমানাথ চট্টোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র হাজরা, দুর্গাদাস নন্দী।

কাটরা মাল, তামাক ও অন্যান্য জিনিসের আড়তদার—রাজকৃষ্ণ দত্ত, বেণী ভকত, বনোয়ারী পাঁজা, ৺হরিদাস পাল।

বনপাস। হাওড়া হইতে ৮১ মাইল। খানাজংশন (জেলা বর্দ্ধমান।) হইতে লুপ-লাইনের প্রথম ষ্টেসন। ওজন ৬০ ও ৮০ সিক্কা; ষ্টেসন হইতে বনপাস গ্রাম ১॥০ ক্রোশ দূরে। এখানে সোণা রূপার ও গিল্‌টীর গহনা তৈয়ারী হয়; তা ছাড়া, পিতল, কাঁসার বাসন, লোহার কোদাল, কাটারি, ছুরি, জাঁতি, লাঙ্গলের ফাল, কুড়ুল, বঁটীর পাত প্রভৃতি তৈয়ারী হইয়া নানাস্থানে চালান যায়। এখানে অনেক কারিকরের বাস আছে।

আড়তদার—নিতাই দাস (গিল্‌টির কারবার); বেণী দাস (সোণা রূপার কারবার), গৌরসুন্দর রায়, রোহিণী রায়, কালী চক্রবর্ত্তী (বাসনের কারিকর।)

সোণামুখী। হাওড়া হইতে পানাগড় ষ্টেসন ৯৭ মাইল। (জেলা বাঁকুড়া।) ষ্টেসন হইতে দামোদর নদী পার হইয়া পাঁচ ক্রোশ দূরে যাইতে হয়। সোণামুখীতে রেসম, তসর, মট্‌কার কাপড়, চাদর প্রভৃতি তৈয়ারী হইয়া নানাস্থানে রপ্তানি হয়।

তা ছাড়া, এখানে লাক্ষা, ধান্য, যব ও শুটী যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। ওজন ৮০ সিক্কা ও ৬০ সিক্কা।

আড়তদার—প্রভাকর কুণ্ডু, অক্ষয়কুমার সেন, বেণীচন্দ্র, সীতানাথ দাঁ।

রাণীগঞ্জ। (জেলা বর্দ্ধমান।) হাওড়া হইতে ১২০ মাইল। ষ্টেসন হইতে বাজার খুব নিকটে। এখানে ৮০ সিক্কার ওজন। বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও মানভূম জেলার একটী প্রধান বাণিজ্যের স্থান। সর্ব্বরকম জিনিস নানাস্থান হইতে আমদানি হইয়া খরিদ-বিক্রয় হইয়া থাকে। কাজেই কোন বিশেষ মালের নাম লিখিলাম না। তবে এখানে বরণ কোম্পানীর চীনামাটীর জিনিসের একটী কারখানা আছে, তাহাতে টালি, ইট, নল, জার, কলসী, নানারকমের প্রতিমূর্ত্তি তৈয়ারী হয়। রাণীগঞ্জে পিতল কাঁসার বাসনের কএকটী কারখানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নানারকমের বাসন তৈয়ারী হইয়া নানাস্থানে চালান যায়। এখানে তৈলের ২টী কল আছে এবং অনেক কয়লার কুঠী আছে। মাড়োয়ারী মহাজনই বেশী। বাঙ্গালীর বড় কারবার কম। বর্দ্ধমানের নীচেই রাণীগঞ্জের বাজার। এখানে আমদানী অপেক্ষা রপ্তানি বেশী। রাণীগঞ্জের কয়লার খাদই প্রসিদ্ধ। অনেক বড় বড় কয়লার খাদ আছে,—এই খাদে অনেক কুলী মজুর খাটে বলিয়া এখানে পণ্যদ্রব্যের বিশেষতঃ চালের কাট্‌তি খুব বেশী। হিল্‌জার কোংর এখানে একটী কাগজের

কল আছে। বাঙ্গালী অপেক্ষা মাড়োয়ারী মহাজনই বেশী। রাণীগঞ্জের সন্নিকট বাঁশরা নামক স্থানে "বেঙ্গল ডায়ার্স ও স্কীনার্স এণ্ড কোং" নামক একটি চামড়া ট্যানিং (Tanning) করিবার কল আছে। ভারতের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল হইতে বুট, গম, মসুরি, খেসারি, ডাল, তামাক, গুড়, আলু, লবণ, সাজীমাটী, পিঁয়াজ, রসুন, কলাই, কাষ্ঠ, সরিষার তৈল, খৈল প্রভৃতি রেলে মাল এখানে বহুপরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে।

আড়তদারের নাম।—এককড়ি নন্দী, ধনকৃষ্ণ শেট, রাধানাথ রায় (বাসনের দোকান), ফেলুরাম কুণ্ডু, দুর্গাপ্রসাদ মাড়োয়ারী এবং সাগরমল মাড়োয়ারী (কাট্‌রা মালের কার্য্য)।

মধুপুর। হাওড়া হইতে ১৫৭ মাইল। ষ্টেশনের (সাঁওতাল পরগণা) নিকটে বাজার। সপ্তাহে দুই দিন হাট হয়। এখানে ৮০ সিক্কার ওজন। এখানে চাল, ধান, রহড়, হরীতকী, কাষ্ঠ, গরু, ছাগল, মুরগী প্রভৃতি সোম ও শুক্রবার হাটের দিনে যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। তা ছাড়া কাট্‌রা মাল, গুড়, সরিষা, অনন্তমূল প্রভৃতিরও আমদানি হইয়া থাকে। মধুপুর একটী বায়ু পরিবর্ত্তনের স্থান বলিয়া ক্রমেই সহরের মতন বাজার হইতেছে। এখন এখানে কারবার করিতে পারিলে সুবিধা আছে। মৌয়া, উহার বীজ ও তৈল এখানে যথেষ্ট পাওয়া যায়।

আড়তদার।—রামযশ মাড়োয়ারী; দোয়ারকাদাস পান্নালাল মাড়োয়ারী।

দেওঘর। হাওড়া হইতে ২০৫ মাইল। প্রথমে (সাঁওতাল পরগণা।) বৈদ্যনাথ জংসনে নামিয়া, দেওঘরের গাড়ীতে যাইতে হয়। ওজন ৮০ সিক্কা। এখানে রহড়, গুড়, মৌয়া, উহার বীজ, তৈল, ঘৃত, রেড়ী, তিল, হরীতকী, চাল, ধান, কুর্‌থি, জনেরা, বরবটী, তিসি, সরিষা, পাট প্রভৃতি আমদানি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে রহড় বড়দানা যাহাকে মাঘী রহড় বলে, তাহা পৌষ মাস হইতে আমদানি হইতে থাকে এবং যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হয়। ধান, চাল, মৌয়াবীজ, জনেরা, রেড়ী, কুর্‌থি ও তিসি যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হয়। এখান হইতে কিছু দূরে ননিহাট নামক স্থানে গালার কুঠী আছে; তথায় যথেষ্ট গালা আমদানি হইয়া কলিকাতায় চালান যায়। এখান হইতে সারুট নামক স্থানে 'সারুহাট' আছে; ঐ হাটে প্রচুর পরিমাণে চিঁড়া আমদানি হয়। ইহাও একটী বেশ ব্যবসায়-স্থান। বাবা বৈদ্যনাথের জন্য অনেক যাত্রীর সমাগম হয় এবং বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য অনেক বাঙ্গালী এখানে বসবাস করেন, কাজেই বাজার হাটের অবস্থা ক্রমেই উন্নত হইতেছে।

আড়তদার।—দুখী সা, রামধনী সাও, গণপৎ সা, সূর্য্যমল মাড়োয়ারী, মৌজী সা, পাঁচকড়ি সা।

সিমুলতলা। (জেলা মুঙ্গের।) হাওড়া হইতে ২১৭ মাইল। তথা হইতে টেলোয়া নামক স্থানে বাজার আছে। ওজন ৮৪ সিক্কা। এখানে মৌয়া ও উহার বীজ, তৈল, জনেরা, রহড়, গেরী, তিসি, সরিষা, চাল, ধান, হরীতকী, কাষ্ঠ, গুড় প্রভৃতি আমদানি হইয়া থাকে।

আড়তদার।—সংযোগী সা, মহাদেব সীতারাম।

গিরিডি। (জেলা হাজারীবাগ।) হাওড়া হইতে ২০৬ মাইল। মধুপুর ষ্টেসনে গাড়ী বদল করিয়া গিরিডি যাইতে হয়। ষ্টেসনের নিকটেই বাজার। ওজন ৮০ সিক্কা। এখানে ধান, চাল, মৌয়া, উহার বীজ, তৈল, জনেরা, হরীতকী, গুড়, সরিষা প্রভৃতি আমদানি হইয়া থাকে।

গিরিডি হইতে পচাম্বা ও হাজারীবাগের পথে অনেক অভ্রের খনি আছে। অনেক বাঙ্গালী ও ইংরাজ মহাজনেরা অভ্রের খনি করিয়াছেন। এই সকল অভ্র কলিকাতায় চালান গিয়া থাকে। এখানে মাড়োয়ারী ও পশ্চিমে হিন্দুস্থানী মহাজনের কারবারই বেশী। নিকটে নদী না থাকায় সকল মাল রেল্‌ ষ্টেশন দিয়া চালান হইয়া থাকে।

আড়তদার।—গণেশ দাস গোবর্দ্ধন দাস, হাজারিমল রামচন্দ্র।

গিরিডি হইতে ৪ মাইল দূরে পচাম্বার বাজার। তথায় সেতি সরিষা, হরীতকী, পোস্তদানা ও গুড় ভাল পাওয়া যায়।

গুড়ও বেশ রংদার হয়—নানাস্থানে চালান যায়। গিরিডিতেও যথেষ্ট কয়লার খনি আছে এবং ভাল কয়লা উৎপন্ন হয়।

আড়তদার।—সোনাইরাম রামধন, ভগবান দাস সেডমল।

ঝাঝা। হাওড়া হইতে ২২৮ মাইল। নিকটেই (জেলা মুঙ্গের।) বাজার; ওজন ৮৪ সিক্কা। এখানে পাট, শোন, জনেরা, মৌয়া, উহার বীজ, রেড়ির তৈল ও সরিষা, গুড়, ঘৃত, তিসি, তিল প্রভৃতি আমদানী হইয়া থাকে। এখানকার গুড় ভাল। বাঙ্গলা দেশের অনেক মহাজন গুড় খরিদ করিবার জন্য এখানে আসিয়া থাকেন। তবে এখানে বাজারে গুড় আমদানি হয় না, দেহাত অর্থাৎ গ্রামের ভিতর যাইয়া দালালের সঙ্গে সওদা করিতে হয়। দেহাতের কাঁচী ওজন। এখানে জঙ্গলের জ্বালানিকাষ্ঠ ও পোড়া কয়লা পাওয়া যায়।

এখানে শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন দে মহাশয়ের একটী বৃহৎ ইট্ ও চুণের কলকারখানা আছে। ঐ কলে সিমেণ্ট তৈয়ারী হইয়া কলিকাতায় চালান যাইতেছে। স্থানটী বেশ স্বাস্থ্যকর বলিয়া অনেক বাঙ্গালীর এখানে পাকাবাড়ী আছে। এখানে রেল ষ্টেশন দিয়া সমস্ত মাল চালান হইয়া থাকে।

আড়তদার।—রামযশরায় তুলারাম, মৌজীসা, নিবারণ রায়।

জামুই। হাওড়া হইতে ২২৪ মাইল। ষ্টেশন হইতে (জেলা মুঙ্গের।) জামুইর বাজার দুই ক্রোশ দূর। দুইটি নদী

পার হইতে হয়, বর্ষাকালে নদীতে জল থাকে। এখানে ৮৪ সিক্কার ওজন। এখানে মৌয়া, উহার বীজ, গুড়, ঘৃত, তিসি, শালপাতা প্রভৃতি আমদানি হয়, তন্মধ্যে গুড় এখানকার ভাল বলিয়া নিম্নবঙ্গের অনেক বাঙ্গালি মহাজন এখানে গুড় খরিদ করিবার জন্য আসিয়া থাকেন। গুড় বাজারে আমদানি হয় না, দেহাত হইতে দালালের সঙ্গে যাইয়া খরিদ করিতে হয়। দেহাতের ৬০ সিক্কা কাঁচি ওজন।

আড়তদার।—ঘাসিরাম জগন্নাথ, হরকিষণ ভকত, ভদ্দু সা শ্যামলাল।

লক্ষ্মীসরাই।

(জেলা মুঙ্গের।)

হাওড়া হইতে ২৬২ মাইল। বাজার ষ্টেসনের নিকটে। ওজন ৮৪ সিক্কা। এখানে একটি সরিষার তৈলের কল আছে। ইহা একটি প্রধান বাণিজ্যের স্থান। এখানে যথেষ্ট কাট্‌রা মাল, তেলান মাল আমদানি হইয়া থাকে; তা ছাড়া, গুড়, ঘৃত, চিনি, ডাল, খৈল, পিঁয়াজ, রসুন, আলু, তামাক, লঙ্কা প্রভৃতির খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে। এখানে বড় বড় মাড়োয়ারী ধনীদিগের গোলা আছে। নিকটে কোন ভাল বাজার না থাকাতে এই বাজারের অবস্থা ক্রমেই উন্নত হইতেছে।

আড়তদার।—কনিরাম দেওকরণ রাম, ডমুরাম বাবুরাম,

বরিয়া। (জেলা মুঙ্গের।) হাওড়া হইতে ২৭২ মাইল। ষ্টেশনের নিকটেই বাজার; ওজন ৮৪ সিক্কা। মোকামা টালের বড় দানা বুট, মটর, মসুরি, খেসারি প্রভৃতি কাট্‌রা মাল আমদানি হইয়া থাকে। মালে বড় মাটী খাদ থাকে, দেহাতে খরিদ করিতে হয়—কাজেই মাল খরিদ করিয়া পাঠাইতে দেরী হয়। বর্ষাকালে কাঁচা রাস্তার জন্য বড় কষ্ট হয় ও খরচা বেশী পড়ে।

আড়তদার।—নৌপচাঁদ মাগনিরাম, ততসুখরাম কানাইলাল, মোহনলাল হরদেব দাস।

মোকামা। (জেলা পাটনা।) হাওড়া হইতে ২৮২ মাইল। ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে বাজার; নিকটে গঙ্গা আছে; ওজন ৮৪ সিক্কা। বড় দানা টালের মালের আমদানি স্থান এইখানে। এরূপ কাট্‌রা মাল বড় দানা আর কোথাও হয় না। তবে এখানকার মালে মাটী খাদ আছে। এখানে বুট প্রভৃতি সমস্ত কাট্‌রা মাল—লঙ্কা, খৈল, ডাল, আলু, পিঁয়াজ, তামাক, রসুন প্রভৃতি যথেষ্ট আমদানি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বড়দানা, বুট, মসুরি, খেসারি, মটর ও লঙ্কা এই কয় জিনিষের জন্য বিখ্যাত। নৌকা, ষ্টিমার ও রেলযোগে মাল চালান হইয়া থাকে।

আড়তদার।—ভগবানদাস জোয়ালাপ্রসাদ, নৌপচাঁদ মাগনিরাম, সদারাম সাগরমল, ঘনশ্যাম দাস প্রেমসুখ দাস।

বাড়। (জেলা পাটনা।) হাওড়া হইতে ২৯৯ মাইল। ষ্টেশন হইতে বাজার এক ক্রোশ দূরে; এখানে ৮৪ সিক্কার ওজন। বাজারের ধারেই গঙ্গা; কাজেই মাল চালানের সর্ব্বরকম সুবিধা আছে। এখানে কাট্‌রা মাল সমস্ত আমদানি হয় এবং তামাক, আলু, পিঁয়াজ, রসুন, লঙ্কা, বাঁশমতি আতপ চাউল, ঘানির খৈল প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। দ্বারভাঙ্গা জেলা হইতে তামাক ও লঙ্কা এখানে যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হয়। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক মহাজন কেবল লঙ্কা খরিদের জন্য এখানে আসিয়া থাকেন।

আড়তদার।—হোতিলাল মিতন সেন, সীতারাম লছমনদাস (তামাকের আড়ত) কালুরাম মাড়োয়ারী, হরনারায়ণরাম গৌরীলাল, সেওয়ালাল কালীপ্রসাদ, বাবুচাঁদ লছমীনারায়ণ, হরেকচাঁদ নেমদাস, অনন্তলাল মাধোলাল, ক্ষেত্রলাল বংশীলাল।

পাটনা। (জেলা।) হাওড়া হইতে ৩৩২ মাইল। নিকটে গঙ্গা আছে। ওজন ৭৬, ৮০ ও ৮৪ সিক্কা। এখানে সর্ব্বরকম জিনিসের আমদানি রপ্তানি আছে। কলিকাতার নিকটেই পাটনা একটী বড় বাণিজ্যের স্থান। এমন জিনিস্ নাই যাহা এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। এখানে অনেকগুলি কল আছে। কাটরা মাল, আলু, পিঁয়াজ, কপি প্রভৃতি তরিতরকারী, মসলা, খাঁড়ি লবণ, খৈল, তামাক প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে

আমদানি হইয়া থাকে। ব্যবসা করিতে হইলে মহাজনের একবার পাটনা মোকামে নিজে যাইয়া দেখা উচিত, নহিলে কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। রেল কোম্পানি এখানকার জন্য অনেক জিনিসের Special rate দিয়া থাকেন। নৌকাযোগে ও ষ্টিমারযোগে যথেষ্ট মাল আমদানি রপ্তানি হইয়া থাকে। নানা প্রকার জিনিসের অনেক আড়তদার আছে। অনেক ইংরাজ ধনীদিগের মাল খরিদ বিক্রি হইয়া থাকে। এখানে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের শাখা আছে। পাটনার বিশেষ বিবরণ লিখিতে হইলে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হয় বলিয়া সংক্ষেপে লিখিলাম।

আড়তদার।—শশীভূষণ ঘোষ, কালিদাস সিংহ, বটকৃষ্ণ ও কমলাকান্ত সাহা, গিলিরাম গোলাপ রায়, রামনিরঞ্জন বদরিদাস, রামচন্দ্র রামনারায়ণ, মঙ্গলচাঁদ সিউচাঁদ।

দানাপুর। (জেলা পাটনা।) হাওড়া হইতে ৩৪৩ মাইল। ষ্টেশনের নিকটেই বাজার। এখানকার ৮০ সিক্কার ওজন। কাটরা মাল ও অনেক জিনিসের আমদানি আছে; তবে চাকী গুড়, খাঁড়ি, মশুরডাল, আলু, কপি প্রভৃতির জন্য দানাপুর বিখ্যাত। আলুর কাজ এখানে বেশ চলে। শ্রাবণ মাস হইতে বীজ আলুর আমদানি হইয়া থাকে এবং ঐ সকল বীজ আলু নিম্ন-বঙ্গের বর্দ্ধমান, বোলপুর, গুস্কারা, মেমারি, পাণ্ডুয়া, মগরা, চুঁচুড়া, সেওড়াফুলীর হাট, তারকেশ্বর ও কলিকাতায় প্রচুর পরিমাণে চালান গিয়া থাকে। তাহার পর বীজ আলুর

কাজ শেষ হইলে আশ্বিন মাসের আধা আধি সময় হইতে নূতন আলু ও ফুলকপি চালান সুরু হইয়া নাগাইদ মাঘ পর্য্যন্ত বেশ চলে। এই সকল মাল যে কেবল উপরোক্ত স্থানে যায় তাহা নহে; পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, কুমিল্লা, হাজীগঞ্জ, নোয়াখালী, বগুড়া, পাবনা প্রভৃতি স্থানের মহাজনেরা লোক পাঠাইয়া ঐ সকল জিনিস চালান দিয়া থাকেন। আবার একরূপ ফোড়ে আছে—যাহারা কেবল কাঁচা মালের ব্যবসা করে, তাহারাও এই সময়ে আসিয়া আলু ও কপি চালান দিয়া থাকে। এরূপ প্রতি বৎসর কত নূতন ফোড়ে আসিতেছে ও লোকসান দিয়া যাইতেছে। কাঁচা মালের কাজে লাভ যেমন বেশী, লোকসানের ভয়ও তেমনি খুব আছে। যদি মাল চুরি না যায় এবং পচিয়া না যায়, তাহা হইলে বেশ দু-পয়সা লাভ হয়, নহিলে মোটা টাকা লোকসান যায়। আলু ও কপির সময় এখানে সুবিধা দরে খরিদ করিতে হইলে ক্ষেত চুকতি অর্থাৎ জুরণ করিয়া খরিদ করিতে পারিলে ভাল হয়। অনেকেই সেইরূপ করিয়া থাকে, তাহাতে সুবিধা আছে। আলুর কাজ শেষ হইলেই চাকী গুড়ের (ভেলাগুড় বা ভেলিগুড়) কাজ চলে। এখানকার গুড় বেশ ফরসা রংএর এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমের নানাস্থানে চালান গিয়া থাকে। তাহার পর জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে আমের কাজ আরম্ভ হয়। এখানে প্রচুর পরিমাণে কলমের বোম্বাই, নেংড়া, মালদহ আম পাওয়া যায়।

দানাপুরের খাঁড়ি মসূর ডাল খুব ভাল হয় এবং যথেষ্ট পরিমাণে পূর্ব্ববঙ্গে চালান গিয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গের লোক

মসুরি ডাল বেশী খায়, সেই জন্য তাহারা বার মাস বিশেষতঃ বর্ষার পূর্ব্বে যথেষ্ট পরিমাণে এখানে খরিদ করিয়া রাখে। দানাপুরের মাখন বিখ্যাত। তিন চারিজন মহাজনের কল আছে; মাখন বেশ ভালজাত হয় এবং দরও সুবিধা আছে। কলিকাতায় দানাপুরের মাখনের নাম আছে। প্রত্যহ রেল পার্শ্বেল-যোগে টীনে করিয়া মাখন হাওড়াতে চালান গিয়া থাকে। সকালে ৭টা হইতে ১০টার মধ্যে হাওড়া ষ্টেসনের প্লাটফরমের উপর মাখন নামিলেই মাখনের মহাজনেরা উপস্থিত থাকিয়া নগদে নগদে মাল বিক্রয় করিয়া থাকে। কেবল যে দানাপুর হইতে মাখন আইসে, তাহা নহে; অন্যান্য স্থান হইতেও চালান আসিয়া ষ্টেসনেই প্রাতে বিক্রয় হইয়া থাকে। এখানকার ক্যাণ্টনমেণ্টে খুব ভাল জুতা সুবিধা দরে পাওয়া যায় এবং অনেক স্থানে চালান গিয়া থাকে।

আড়তদার।—লোনকরণদাস জানকীদাস, মালিরাম গঙ্গাপ্রসাদ, জানকী দাস এণ্ড সন্স জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স। লছমন ভকত, এস, বি, ডায়ারী কোং (মাখনওয়ালা), নথনিজার (কেবিনেট মেকার)।

দিঘাঘাট। হাওড়া হইতে ৩৩৪ মাইল। গঙ্গার ধারেই (জেলা পাটনা।) ষ্টেশন ও বাজার। এখানকার ৮০ সিক্কার ওজন। এখানে কাটরা মাল প্রায় অধিকাংশই আমদানী হয়; তা ছাড়া আলু, কপি, পিঁয়াজ, আম প্রভৃতির জন্য বিখ্যাত।

বেনারস। হাওড়া হইতে ই, আই, আর রেলে কর্ড-
(জেলা) লাইন দিয়া বা গ্রাণ্ড-কর্ডলাইন দিয়া মোগলসরাই ষ্টেসন যাইতে হয় ;—তথা হইতে আউদ ও রোহিলখণ্ড রেল দিয়া বেনারসে যাওয়া যায়। ৪২৯ মাইল। বেনারস গঙ্গার ধারে—খুব বড় সহর। সেই জন্য সকল জিনিসের যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি ও রপ্তানি আছে। বেনারসের সকল তত্ত্ব লিখিতে হইলে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক হইয়া যায়,—সেই জন্য সংক্ষেপে ইহার বিষয় লিখিলাম। এখানে ব্যবসা করিতে হইলে, একবার তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া আসিলে, তবে ব্যবসা বিষয়ক অনেক তত্ত্ব জানিতে পারা যায়। ইহা একটি বেশ ব্যবসার স্থান। সকল রকম ব্যবসা চলিতে পারে। এখানে অনেক বাঙ্গালীর বসবাস আছে। এখানে ৬০ ৮০, ও ৯৬ সিক্কা প্রভৃতি নানরকমের ওজন আছে। সেই সকল তত্ত্ব আড়তদারদিগের নিকট জানা যায়।

এখানে কাট্‌রা মাল—বুট, গম, রেড়ি, তিসি, সরিষা, পোস্ত, রহড়, মুগ, ও খৈল, ঘৃত, চিনি, আলু, নানারকম তরিতরকারী, নানাপ্রকার মেওয়াফল, অহিফেন, কম্বল, কম্বলের আসন, সিল্কের নানাপ্রকার ছিট ও কাপড়, নানারকম বাসন, রুদ্রাক্ষের মালা, নানাপ্রকার কাঠের, মাটির ও পিতলের খেলনা, ভাল সুরতি, তামাক, নস্য, সট্‌কা, গড়গড়া, নানাপ্রকার দেশীয় সুগন্ধি আতর ও তৈল, সাদা পাথরের তৈজস-পত্র, হাতির দাঁতের নানাপ্রকার জিনিস, নানাপ্রকার সৌখিন জিনিস, গালার চুড়ি, জহরতের জিনিস, নানাপ্রকার পাথরের দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি, নারায়ণ শীলা প্রভৃতি নানারকম জিনিসের কারবার আছে।

এখানে কতকগুলি জিনিসের বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কাট্‌রা মালের মধ্যে গম, সরিষা, রহড়, রেড়ি, মুগ, মুগের ছাঁটা ডাল যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। রেড়ির খৈলের এখানে কয়েকটি কল আছে—জিনিস বেশ ভাল হয়। এ জিনিস নওয়ালির সময় মহাজনেরা যথেষ্ট পরিমাণে খরিদ করিয়া, বঙ্গদেশের অনেক স্থানে চালান দিয়া থাকেন। বেশ লাভজনক ব্যবসা।

এখানে নানাপ্রকার তরিতরকারী যথা—আলু, ফুলকপি, পাতিলেবু, পেয়ারা, কমলালেবু, নাসপাতি, আপেল, আঙ্গুর, দাড়িম, আম, লিচু প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং কলিকাতায় চালান গিয়া থাকে। এই ফলের ব্যবসা বেশ লাভজনক। অনেকে ইহার দ্বারা বেশ উন্নতি করিয়াছেন।

কম্বল, কম্বলের আসন, সতরঞ্চি ও গালিচা এখানে বেশ সুন্দর ও মজবুত ভাবে তৈয়ারী হয় এবং নানাস্থানে চালান গিয়া থাকে।

সিল্কের জন্য বেনারস বিখ্যাত। এখানে অনেক ভাল ভাল কারিকর আছে। ইহাদের শিল্প-নৈপুণ্যে বিলাতের লোকেও যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন। তসর, চেলি, সাটী, ধুতি, চাদর, জামার কাপড়, ওড়না, পাগড়ি, মটকার ধুতি, ধেঁটে প্রভৃতি নানা রকমের রেশমী কাপড় এখানে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাচ্চা ও গোটার সাচ্চার কারুকার্য্য এরূপ আর কোন স্থানে হয় না। বেনারসী সাড়ী ৫৲ টাকা হইতে ১০০০৲ টাকা মূল্যের পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। তা'ছাড়া, সুতার নানা রকমের

পিতল কাঁসার নানা প্রকার বাসন, তৈজসপত্র, নানাপ্রকার খেলনা এবং অল্পমূল্যের সৌখীন জিনিস এরূপ আর কোন স্থানে তৈয়ারী হয় না।

ভাল সুরতি তামাক, জরদা, বেনারসের খাম্বিরা, নস্য প্রভৃতি এখানে যথেষ্ট পরিমাণে তৈয়ারী হইয়া থাকে। তাসের সট্কা এখানে ভাল পাওয়া যায়। বহুমূল্যের কারুকার্য্যের করসিও এখানে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

দেশী সুগন্ধি জিনিস যথা,—ভাল গোলাপ-জল, কেওড়া, নানাবিধ ফুলের আতর ও বিবিধ ফুলের ফুলেল তৈল যথেষ্ট পরিমাণে এখানে পাওয়া যায়। তা' ছাড়া, নানারকমের মোরব্বা আচার, চাট্নি ও ফলের সিরাপ প্রভৃতি নানাস্থানে চালান গিয়া থাকে।

সাদা ও কাল পাথরের থালা, রেকাবি, গেলাস, বাটী প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় এবং ঐ সকল সাদা ও কাল পাথরের নানাপ্রকার দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি, যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে। নারায়ণ শীলা, শ্রীধরমূর্ত্তি, গোপালমূর্ত্তি প্রভৃতি গৃহস্থের আবশ্যকীয় প্রতিমূর্ত্তি এখানে পাওয়া যায়।

হাতীর দাঁতের নানাপ্রকার বোতাম, চিরুণী, কলম, পাখা, খেলনা, পাশা, চামর প্রভৃতি নানাপ্রকার সৌখীন দ্রব্য এখানে তৈয়ারী হইয়া থাকে।

এখানে নানাপ্রকার কাঠের ও পিতলের খেলনার জিনিস, গালার উপর রংকরা জিনিস, গালার চুড়ি প্রভৃতি হরেক রকম সৌখীন জিনিস পাওয়া যায়।

হীরা, মণি, মুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি জহরতের জিনিস এখানে যথেষ্ট পরিমাণে খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে।

আড়তদারদিগের নাম।

ভূসিমালের—রাজারাম, মোঃ রমাপুরা। সরযূপ্রসাদ গঙ্গাপ্রসাদ, সাং মচ্ছোদরী বাজার। রাম-অবতার, সাং বিশ্বেশ্বরগঞ্জ।

সিল্কের মহাজন—অনন্তরাম খাণ্ডেয়াল, সাং হাতীফটক। পিতাম্বর সিল্ক কোং, জহরলাল, পান্নালাল।

সুরতি, নস্য ও জরদাবিক্রেতা—জানুমিঞা, সাং দশাশ্বমেধ ঘাট।

রুদ্রাক্ষবিক্রেতা—নিবারণচন্দ্র দাস, সাং ৫৮ বালমুকুন্দ চৌহাটা।

পিতলের বাসন ও খেলনা-বিক্রেতা—রামচরণ লছমীনারায়ণ, সাং দশাশ্বমেধ ঘাট। ষ্টিফেন দাস এণ্ড কোং।

কাঠের ও মাটীর খেলনা-বিক্রেতা—পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সাং সাক্ষীগণেশ।

জহরতের মহাজন—দেওচাঁদ দৌলতচাঁদ।

সুগন্ধি জিনিস-বিক্রেতা—জগন্নাথ গান্ধী, দশাশ্বমেধ ঘাট।

জেনারেল মার্চ্চেণ্ট—এইচ, কে, আগরওয়ালা এণ্ড কোং। মোহনলাল ক্ষেত্রী—বেনারসী জিনিস-বিক্রেতা ও কমিশন এজেণ্ট।

মৃজাপুর। (জেলা।) হাওড়া হইতে ৪৫৮ মাইল। এখানে ৮৪ সিক্কার ওজন চলিত। ইহা একটী বড় সহর। বুট প্রভৃতি কাটরা মালের আমদানি আছে,

কম্বল ভাল রকমের পাওয়া যায় বলিয়া প্রচুর পরিমাণে নানাস্থানে চালান হইয়া থাকে। কম্বলের চালানি কাজ এখানে বেশ চলে। মৃজাপুরের পাঁপরের অনেক কারখানা আছে এবং অনেক গৃহস্থের বাড়ীতেও তৈয়ার হয়। মহাজনেরা গৃহস্থের বাটী হইতে খরিদ করিয়া সংগ্রহ করে। এরূপ সুস্বাদু জিনিস আর কোন স্থানে তৈয়ারী হয় না। এখানে পিতল কাঁসারের জিনিস যথেষ্ট পরিমাণে তৈয়ারী হইয়া থাকে। অনেক কারিকর ও অনেক কারখানা আছে; তবে মোটামুটি রকমের—বিশেষতঃ হিন্দুস্থানীদিগের ব্যবহারোপযোগী থালা, ঘটি প্রভৃতি তৈয়ারী হইয়া থাকে। হাল্‌কা অথচ কমদামের সৌখীন জিনিস এখানে তৈয়ারী হয় না। এখানে পাথরের ব্যবসা বেশ জোরের সহিত চলে। বড় বড় পাথরের কড়ি, বরগা, থাম, চাদর, ইমারৎ তৈয়ারীর জন্য নানা সাইজের বড় বড় টালি, শ্লেট প্রভৃতি তৈয়ারী হইয়া ভারতের নানাস্থানে চালান গিয়া থাকে। তা'ছাড়া শিল, জাঁতা, বড় বড় বেলচাকী, রোলার প্রভৃতিও তৈয়ারী হয়। বাঙ্গালী, দেশওয়ালী ও ইংরাজদিগের অনেক কারখানা আছে। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বারণ এণ্ড কোম্পানির এখানে কারখানা আছে।

আড়তদার—ভকতরাম গোবিন্দরাম, কুঞ্জলাল বেহারিলাল, বারণ এণ্ড কোং।

এলাহাবাদ।

(জেলা।)

কলিকাতা হইতে ৫১৪ মাইল। ষ্টেসনের নিকট হইতে এলক্রোশ দূরে

সকল জিনিসের আমদানি রপ্তানি আছে। অনেক কল-কারখানা আছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন জিনিস নাই। কাট্‌রা মালের প্রচুর পরিমাণে আমদানি আছে। ওজন ৯৬ সিক্কা।

আড়তদার।—কিশোরীলাল মুকুন্দলাল, রামচরণ দাস, হাজারিমল।

দারানগর। হাওড়া হইতে ৫৪৪ মাইল। সিরাথু (জেলা এলাহাবাদ।) নামক ষ্টেসনে নামিয়া যইতে হয়। ওজন ১০৫ সিক্কা। ষ্টেসন হইতে একক্রোশ দূরে দারানগরের বাজার—বেশ ব্যবসার স্থান। এখানে বুট, গম, রেড়ি, তিসি, শ্বেতি দানা, পোস্ত, সরিষা, রহর, মশুরি, খেসারি, ঘৃত, জনেরা প্রভৃতি যথেষ্ট মালের আমদানি আছে। তন্মধ্যে শ্বেতি সরিষা ভাল জিনিস ও যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। এখানে পোস্তদানা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। জিনিস বেশ ভাল, খাদ খুব কম এবং রংপাট ভাল। পোস্তদানা খরিদ করিবার জন্য নওয়ালির সময় বঙ্গদেশের অনেক মহাজন এখানে আসিয়া থাকেন।

আড়তদার।—বলদেওরাম মহাদেও, দহিদীন কাম্‌তাপ্রসাদ, হীরালাল গিরিধারীলাল।

খাগা। হাওড়া হইতে ৫৬৫ মাইল। ওজন ৮০

মালের সকল রকম জিনিসের আমদানি আছে,—তবে সরিষা ও পোস্তদানা এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই দুই জিনিসের এখানে খরিদের বেশ সুবিধা আছে।

আড়তদার।—অযোধ্যাপ্রসাদ রামগোপাল।

কানপুর। (জেলা) হাওড়া হইতে ৬৩৩ মাইল। ওজন ৮০ সিক্কা ও ৮২॥৶০ আনা। গঙ্গার ধারে সহর—ষ্টেসন হইতে নিকটে বাজার,—বেশ ব্যবসার স্থান। অনেক রকম জিনিসের আমদানি রপ্তানি আছে। কল-কারখানা নানা রকমের আছে। বুট, গম, তিসি, শ্বেতিসরিষা, দানা, রহড় মসুরি, খেসারি, সর্ব্বরকম ডাল, কম্বল, চামড়া, চামড়ার জিনিস, শূকরের কুঁচি, চিনি, তুলা, মৌয়া, জনেরা, রেড়ী, ঘৃত, তৈল, তিল, মুগ, কলাই, খৈল প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি আছে। এখানকার শ্বেতি সরিষার নাম-ডাক আছে। তৈলে।৫ সের রস হয় এবং যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। সরিষার তৈলের কএকটী কল আছে,—তৈল বেশ ভাল হয় এবং কলিকাতায় যথেষ্ট পরিমাণে চালান গিয়া উচ্চদরে বিক্রয় হইয়া থাকে। কলিকাতার বাজারে কানপুর-তৈলের নাম-ডাক আছে। সরিষার খৈল নিম্নবঙ্গে চালান যায় না— পাঞ্জাব অঞ্চলে চালান গিয়া থাকে। এখানকার কলাই ও মুগ ভাল হয়, প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং ইহার বেশ নাম-ডাক আছে। এখানে নরম ঘৃতের যথেষ্ট আমদানি আছে; জিনিস ভাল নহে—তেল ও চর্ব্বিফেট। —এখানে খুব বড়-দানা রহড় প্রচুর পরিমাণে আম-

দানি হইয়া থাকে এবং কলিকাতার বাজারে উচ্চদরে বিক্রয় হইয়া থাকে।

ডালভাঙ্গার কাজ ও ভাল রকম ডাল, এরূপ আর কোথাও হয় না, এবং এত বেশী পরিমাণে আর কোথাও পাওয়া যায় না। রহড় মস্থরি, খেসারি, মুগ, বুট প্রভৃতি সকল রকম ডাল এখানে তৈয়ারী হইয়া কলিকাতায় যথেষ্ট পরিমাণে চালান গিয়া থাকে। যাঁহারা ডালের কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা একবার এখানে আসিয়া ডালের কারখানা দেখিলে, তাঁহাদের চক্ষু খুলিবে। এই সকল ডালভাঙ্গা কাজে নানাপ্রকার তারের চালনা, ঝাড়াই করিবার কল প্রভৃতি ব্যবহার হইয়া থাকে।

এখানে চর্ব্বির কারখানা যথেষ্ট আছে এবং ঐ সকল চর্ব্বি পরিষ্কার হইয়া বিলাতে যথেষ্ট চালান গিয়া থাকে। শূকরের কুঁচি এখানে যথেষ্ট পাওয়া যায়। ইহা একটী বেশ লাভজনক ব্যবসা। অনেকে এই কাজ করিয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করিতেছেন। দেহাত হইতে দাদন দিয়া খরিদ করিতে পারিলে খুব সুবিধা দরে পাওয়া যায়। এই সকল কুঁচি অধিকাংশ বিলাতে চালান গিয়া থাকে। অনেক ইংরাজ ধনীরও কারখানা আছে—তাহাতে বুরুষ, ঝাড়ন প্রভৃতি তৈয়ারী হইয়া থাকে।

এখানে চামড়া যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। অনেক বড় বড় ইংরাজ ধনীদিগের খরিদ বিক্রয়ের ফার্ম্ম আছে। ঠিক বিলাতের মত ট্যানিং, পালিশ ও রং হয়। এরূপ চামড়ার কারখানা ভারতে আর কোথাও নাই। এখানে ২।৩টী বিলাতি চিনির

কল আছে; এদেশীয় ইক্ষুগুড় হইতে বৈজ্ঞানিক প্রণালী দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে পরিষ্কার চিনি তৈয়ারী হইয়া থাকে;—তন্মধ্যে Begg Suderland & Co.র কলই উল্লেখযোগ্য।

এখানে আটা ময়দার কয়েকটী কল আছে এবং তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে মাল তৈয়ারী হইয়া নানাস্থানে ও কলিকাতায় চালান গিয়া থাকে।

সূতা ও পশমী কাপড়ের অনেক কল আছে;—কানপুরের উলেন মিলের মাল আজকাল বাজারে খুব জোরের সহিত বিক্রয় হইতেছে;—কল হইতে খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় হইয়া থাকে। এখানে অনেক ইংরাজ সওদাগরদিগের কল-কারখানা ও খরিদ বিক্রয়ের কার্য্য আছে;—তা' ছাড়া মাড়োয়ারী মহাজনেরাই এখানকার প্রধান ব্যবসাদার। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে কানপুর একটী প্রধান বাণিজ্যের স্থান।

আড়তদার।—নারায়ণদাস লছমনদাস, মোঃ নয়াগঞ্জ। রামকরণদাস রামবিলাসরাম, মোঃ জেনারেলগঞ্জ। মুণ্ডললাল, মোঃ মোল্লাগঞ্জ। রামনাথ বৈজনাথ, গৌরীদত্ত তুলসীরাম, তেজপাল যমুনাদাস, মোঃ কর্ণেলগঞ্জ।

এটোয়া। হাওড়া হইতে ৭২০ মাইল। ষ্টেসনের নিকটেই বাজার। ওজন ৮০ সিক্কা। এখানে
(জেলা।)
ঝুট, গম, তিসি, সরিষা, পোস্তদানা, কলাই, ঘৃত, খৈল, মশুরি.

খেজুর আমদানি হয় ;—রস ।৫ সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। পোষ্টদানাতে খাদ কম হয়। এখানে বেশ ভাল ঘৃত পাওয়া যায়। কলিকাতার অনেক মহাজন এখানে ঘৃত খরিদ করিয়া থাকেন। এটোয়া ঘৃতের জন্যও বিখ্যাত।

আড়তদার।—জয়কিষণ জয়গোপাল, দুর্গাচরণ রক্ষিত, যোগেন্দ্রনাথ দত্ত।

যশবন্তনগর। হাওড়া হইতে ৭২৯ মাইল। ষ্টেসনের (জেলা এটোয়া।) নিকটে বাজার। ওজন ৮০ সিক্কা। এখানকার আমদানি জিনিস এটোয়ারই মত—সুতরাং বিশেষ বিবরণ লেখা অনাবশ্যক।

আড়তদার।—জোয়ালারাম গিরধনদয়াল, বদরিপ্রসাদ জোয়ালাপ্রসাদ।

খুরজা। হাওড়া হইতে ৮৫২ মাইল। ষ্টেসনের (বুলন্দরসহর।) নিকটে বাজার,—ওজন ৮০ সিক্কা। কাটরা মাল—বুট, গম, তিসি, সরিষা, কলাই, মশুরি, রহড়, রেড়ী, জনেরা প্রভৃতির আমদানি আছে; তন্মধ্যে মাল সরিষা ও ঘৃত ভাল জিনিস যথেষ্ট ও পরিমাণে পাওয়া যায়। খুরজার সরিষা সকল বাজারে উচ্চদরে বিক্রয় হইয়া থাকে। কলিকাতার অনেক ধনীদিগের এখানে ফার্ম্ম আছে। কলিকাতার বাজারে ভারতের সকল মোকামের আমদানি ঘৃত অপেক্ষা খুরজার ঘৃত খুব উচ্চদরে বিক্রয় হইয়া থাকে। খুরজার ঘৃতে নানারকম "মার্কা" দিয়া উৎকৃষ্ট ঘৃত বলিয়া কলিকাতার বাজারে বিক্রয় হইয়া

থাকে। তন্মধ্যে "শ্রী" ঘৃত, "রামদাস মার্কা" "মহানন্দ মার্কা"ই প্রসিদ্ধ। এখানে ঘৃত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। কলিকাতা করপোরেসন এখানকার ঘৃতকে বিশুদ্ধ বলিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। খুরজাতে "ভাদোয়া" নামক স্থান হইতে যে ঘৃত আমদানি হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট জিনিস বলিয়া কলিকাতায় বাজারে ভাদুয়া আরও মন করা ২৲ উচ্চদরে বিক্রয় হয়। "মার্কা"ওয়ালাদের ঘৃত কলিকাতায় সুপরিচিত হওয়াতে খুরজার নিকটবর্ত্তী ষ্টেসন হইতে ঘৃত সংগ্রহ করিয়া খুরজা বলিয়া বেশ লাভ করিয়া থাকে। এখানে জিরা, মৌরী, মেতি, ধনে, জমান প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া পাটনা; মুঙ্গের, ভগলপুর, সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে চালান হইয়া থাকে।

আড়তদার।—হরমুখরায় গোবিনরাম, মাখমলাল ফত্তেচাঁদ, শুকদেবদাস গঙ্গারাম, হরিচরণ নন্দী। দুর্গাচরণ রক্ষিত, রামকৃষ্ণ রক্ষিত, রাসবিহারি কড়ুরি, যোগেন্দ্রনাথ দত্ত—মহাজন।

হাতরস। হওড়া হইতে ৮০৪ মাইল। ষ্টেসনের (জেলা আলিগড়।) নিকটেই বাজার। ওজন ৮২ সিক্কা। এখানেও খুরজার মত মালের আমদানি হইয়া থাকে। হাতরসের মান সরিষা ও ঘৃত সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জিনিস। ঘৃত যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে এবং কলিকাতা প্রভৃতি নানা স্থানে চালান যায়। কানপুরের মত ছাঁটাই ডালও এখানে [illegible] হইয়া থাকে।

আগরা।—হাওড়া হইতে ৭৯১ মাইল। ওজন ৮০ (জেলা।) সিক্কা। আগরা একটী বড় সহর,—কাজেই অনেক জিনিসের আমদানী ও রপ্তানি হইয়া থাকে। কাট্‌রা মাল ও ঘৃত প্রভৃতি পাওয়া যায়; তা' ছাড়া, আগরার সাদা পাথরের জিনিস, কম্বল, দড়ি, সতরঞ্চি, গালিচা, গড়্‌গড়া, নলিচা, পিতল কাঁসার বাসন, নানাপ্রকার দেশী সুতি ও পশমী কাপড় প্রভৃতির জন্য বিখ্যাত। আগরা সহর দেখিবার জিনিস। আগরার তাজমহল বিশ্ববিখ্যাত। এখানে কল-কারখানা আছে, সাচ্চা জরির কার্য্য এখানে উৎকৃষ্ট হয়।

আড়তদার—অচলসিং ভকতসিং মোঃ সিম্‌সনগঞ্জ। খান্দারী চৌধুরী ও রহিমবক্স, তেজপাল যমুনাদাস। আল্লাবক্স এণ্ড কোং—জেনারেল মারচেণ্টস্‌ ও অর্ডার সাপ্লায়ার্স। শর্ম্মা এণ্ড সন্স গোকুলপুর (বুরুসের কারখানা)। সত্যনারাণ এণ্ড কোং।

চানদাউসি।—হাওড়া হইতে ৮০৩ মাইল। ওজন (জেলা মোরাদাবাদ।) ১০৭ সিক্কা। বাজার ষ্টেসনের নিকট। এখানে বুট, গম, তিসি, সরিষা, চাকীগুড়, তুল', রহড়, মস্থরি, ঘৃত, রেড়ী, খৈল, তিল প্রভৃতির আমদানী হইয়া থাকে। তন্মধ্যে গম ও মান সরিষা, ঘৃত ও চাকীগুড় খুব ভাল হয় এবং প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানকার গম বেশ বড় দানা এবং বিখ্যাত। সরিষাতে ।৪॥ সের হইতে ।৫ সের পর্য্যন্ত রস হয়।

আড়তদার—খুবচাঁদ জোয়ালাপ্রসাদ, মাণিকরাম গোলাপরায়,

আলীগড়। (জেলা।)—হাওড়া হইতে ৮২৫ মাইল। ওজন ৮০ সিক্কা। ষ্টেশনের নিকটেই বাজার। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে ইহাও একটী প্রধান ব্যবসা-স্থান। বুট, গম, তিসি, সরিষা, রেড়ী, চাকীগুড়, ঘৃত, পোস্তদানা, কলাই প্রভৃতির প্রচুর আমদানী আছে;—তন্মধ্যে আলীগড়ের মান সরিষা, বিরি কলাই ও ঘৃতের নামডাক বেশী। আলীগড়ের মান সরিষা প্রচুর পরিমাণে বারমাস পাওয়া যায় ও কলিকাতায় যথেষ্ট পরিমাণে চালান গিয়া থাকে। নিম্নবঙ্গে রাণীগঞ্জ, বর্দ্ধমান, মেমারি, মগরা, ভদ্রেশ্বর প্রভৃতি স্থানেও যথেষ্ট চালান গিয়া থাকে। ঘৃত এখানকার বেশ ভাল জিনিস, রং বেশ সাদা, সুঘ্রাণ আছে, এবং যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। কলিকাতার বাজারে আলীগড়ের ঘৃত আদরের সহিত বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহা একটী প্রধান ব্যবসার স্থান। বিরি কলাই এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বঙ্গে এই কলাই যথেষ্ট পরিমাণে চালান গিয়া আদরের সহিত বিক্রয় হইয়া থাকে। বঙ্গদেশ হইতে অনেক মহাজন এইস্থানে খরিদ করিবার জন্য আসিয়া থাকেন। এখানে ঠিক বিলাতি হব্‌স কোম্পানীর মত তালা ও চাবির খুব বড় বড় কারখানা আছে; সকল রকম লিভারের কল-কব্‌জা, বাক্স ও সিন্দুকের কল তৈয়ারী হয়। আলীগড়ের পটারি ওয়ার্কস উল্লেখযোগ্য।

আড়তদার—কুমার আবদুল গফুর খাঁ ও মিঞা জহর আলি খাঁ, মিশির লাল বামদেব, রামলাল শ্রীলাল, কানাইলাল ব্রজবেহারি লাল, গঙ্গারাম সুরযমল, রামজীবন লছমনদাস।

দিল্লি।—হাওড়া হইতে ৯০০ শত মাইল। ওজন ৮০ (জেলা।) সিক্কা। খুব বড় সহর। ভারতের আদি রাজধানী দিল্লি-সহর। ইংরাজেরা কলিকাতায় অনেকদিন রাজধানী করেন, তাহার পর লর্ড কর্জ্জনের শাসনকালের শেষভাগে দিল্লি আবার রাজধানী করিয়াছেন। ভারতের মধ্যে এত বড় প্রসিদ্ধ সহর আর নাই। বেশ-বিন্যাসের মূল্যবান সামগ্রী, এত রকম আর কোথাও পাওয়া যায় না। ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিতে হইলে একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। ব্যবসাকরণেচ্ছু ব্যক্তিগণ একবার এদিকে আসিলে এখানে অন্ততঃ এক সপ্তাহ কাল থাকিয়া দেখিয়া যাইবেন।

নানা রকমের জিনিস-পত্রের আমদানি আছে, অনেক রকম কল-কারখানা আছে। আটা ময়দার কল ৪টী আছে; তৈলের কল আছে। এখানে সর্ব্বরকম কাট্রা মাল, মসলা, হাকিমী ও কবিরাজী ঔষধের গাছ-গাছড়া, নানাপ্রকার সুতী ও পশমী, মখ্মল ও কিংখাপের কাপড়, সল্মা চুমকী প্রভৃতি সাচ্চার কারুকার্য্য, ধাতুদ্রব্যের বাসন, ভাল তামাক, সুরতি, কিমাম, নানাপ্রকার জিনিসের খেলনা, নানাপ্রকার দেশী আতর গোলাপ ফুলের তৈল, নানা-রকমের আচার, নানা-রকমের চামড়ার জিনিস, নানাপ্রকার জুতা, নানাপ্রকার সতরঞ্চি ও বহুমূল্যের বিছানার চাদর ও গালিচা, নানা-রকমের গড়্গড়া, নানাপ্রকার মাটির বাসন, নানাপ্রকার মেওয়া ফল প্রভৃতি সর্ব্ব রকমের উৎকৃষ্ট জিনিস এখানে পাওয়া যায়। ব্যবসা করিতে হইলে এই স্থানটি বিশেষ করিয়া দেখা আবশ্যক।

ময়দা ও আটার কলের এজেণ্ট—রামরঞ্জন বদরিদাস্।

সুগন্ধিদ্রব্য-বিক্রেতা—হাজি গোলাম ফসিউদ্দিন।

জহরতের দোকানদার—সুন্দরলাল হরেকচাঁদ, হীরালাল মোহনলাল, জি, সি, ভটাচার্য্য কোং—জেনারেল মারচেণ্টস।

মিরাট।—হাওড়া হইতে ৯১৯ মাইল। ওজন ৮০ সিক্কা। ষ্টেসন হইতে বাজার অল্প দূরে।
(জেলা)

এখানে কাটরা মাল—বুট, গম, তিসি, সরিষা, রেড়ী, মসুরী, খেসারী, চাকী, তুলা, নরম পাথর আদির যথেষ্ট আমদানি আছে; তন্মধ্যে চাকীগুড়, গম ও তুলা প্রচুর পাওয়া যায়। এখানে তুলার গাঁটবাঁধাই কল ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া সোপ ফ্যাকটরী প্রতিষ্ঠিত আছে।

আড়তদার—মোহনরাম গোপালরায়, দেওকরণদাস রামশরণ দাস, সিউজিরাম ঘারস্মিরাম।

জোনপুর।—হাওড়া হইতে মোগলসরাইএ গাড়ী বদল করিয়া আউদ-রোহিলখণ্ড রেলওয়ে দিয়া
(জেলা।)

৪৬৫ মাইল। ওজন ১১২ সিক্কা। ষ্টেশন হইতে বাজার এক ক্রোশ দূরে। এখানে সর্ব্বপ্রকার কাট্‌রা মালের আমদানী আছে। তা'ছাড়া, দেশীচিনির কয়েকটি কারখানা আছে। তোড়া সরিষা, পোস্তদানা, ঘৃত, বিরিকলাই ও আলু যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে,—ইহাই উল্লেখযোগ্য। পাহাড়ী আলু

বঙ্গদেশে অনেকে আলুর চালানি কার্য্য করে। জোনপুরে ফুলের চাষ যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া থাকে; সেইজন্য আতর, রু, গোলাপ-জল, নানাজাতীয় ফুলেল তৈল প্রভৃতির জন্য জোনপুর বিখ্যাত।

আড়তদার—সাহেবরাম বাবুলাল চৌধুরী, রামেশ্বর কাপুরিয়া, রাধাকিষণ রামগোপাল, রামরতন দাস।

কাট্‌নি। (জেলা।)—হাওড়া হইাত ৬৭৬ মাইল। ওজন ৮০ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকট বাজার। কাট্‌রা মাল—তিসি, সরিষা, গম, বুট, মসুরি, রেড়ী, ঘৃত, চুণ প্রভৃতি পাওয়া যায়;—তন্মধ্যে কাট্‌নির নরম ঘৃত ও চুণ প্রসিদ্ধ। এখান হইতে যথেষ্ট পরিমাণে চুণ ভারতের নানাস্থানে চালান গিয়া থাকে। ঘৃতেরও প্রচুর আমদানি হইয়া থাকে; কিন্তু জিনিস ভাল নহে;—তেলাফেট্‌ জিনিস, বাজারে কমদরে বিক্রয় হয়। মসুরি এখানে পরিষ্কার ও প্রচুর পাওয়া যায়।

আড়তদার—সিউলাল জোহারমাল, ভুরামল রামদয়াল।

সীতাপুর। (জেলা।)—হাওড়া হইতে কানপুরে গাড়ী বদল করিয়া, আউদ-রোহিলখণ্ড রেল দিয়া লক্ষ্ণৌ যাইয়া—পুনরায় গাড়ী বদল করিয়া সীতাপুরে যাইতে হয়। হাওড়া হইতে ৬৭১ মাইল। ওজন ৮০ সিক্কা। ষ্টেসন হইতে বাজার বেশী দূর নহে। এখানে কাট্‌রা মাল—বুট, গম,

চাকীগুড়, খৈল, যব প্রভৃতির যথেষ্ট আমদানি আছে। তন্মধ্যে বিরিকলাই, পোস্তদানা, ঘৃত ও বাগরশ্বেতি সরিষার জন্য সীতাপুর বিখ্যাত। নিম্নবঙ্গে উপরোক্ত কয়েক রকম জিনিস যথেষ্ট পরিমাণে চালান যায়। আমাদের দেশে কলাইএর যখন অত্যন্ত টান হয়, তখন সীতাপুরের বিরিকলাইএ বাজার রাখে। বেশ ঝাড়াই পোস্তদানা আমদানি হইয়া থাকে এবং শ্বেতি সরিষাতে ।৫ সের পর্য্যন্ত রস হইতে দেখা যায়।

আড়তদার—রামনিরঞ্জন মালিরাম, রামজীদাস জগন্নাথ,, ছেদিলাল রামদয়াল।

ঝানসী। (জেলা।)—হাওড়া হইতে দিল্লি যাইয়া গাড়ী বদল করিতে হয়। তাহার পর গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ে দিয়া যাইতে হয়। হাওড়া হইতে ৭৪৮ মাইল। ওজন ৮০ সিক্কা। ষ্টেশনের নিকট বাজার। সর্ব্ব রকম কাট্‌রা মালের আমদানি আছে। তা' ছাড়া, তুলা, ঘৃত, কম্বল, দড়ি, সতরঞ্চি ও গাল্‌চে আনির জন্য এই স্থান বিখ্যাত।

আড়তদার।—চিতোরমল নারায়ণদাস, রাধাকিষণ মুকুটরায়, জয়কিষণদাস নিমুচাঁদ।

কোঁচ। (জেলা কাণপুর।) হাওড়া হইতে ই, আই, আর রেল দিয়া কাণপুর জংসনে নামিতে হয়,—তথা হইতে কোঁচ ষ্টেশন। ষ্টেশনের নিকটেই বাজার; ওজন ১০২ সিক্কা। এইটী নরম ঘৃতের মোকাম। ঘৃত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া

যায়। আড়তদারের নিকট অর্ডার দিয়া মাল আনাইলে সুবিধা নাই। তথায় লোক পাঠাইয়া নিজের চক্ষে ঘৃত দাগ করিয়া দেখিয়া লইতে হয়। অন্যান্য কাট্‌রা মালের আমদানি আছে বটে, তবে সুবিধাজনক নহে। কলিকাতার অনেক ঘৃত-ব্যবসায়ীদের এখানে খরিদ চলে।

আড়তদার।—গঙ্গাপ্রসাদ পসারি, খিরিবক্স দাউদ প্রসাদ, ব্রজলাল বৃন্দাবন, দুর্গাচরণ রক্ষিত।

কনৌজ। (জেলা ফতেপুর।) হাওড়া হইতে কানপুর যাইয়া গাড়ী বদল করিয়া আউড রোহিলখণ্ড রেলে কনৌজ যাইতে হয়। হাওড়া হইতে ৭৩৩ মাইল। ওজন ১০৮ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটেই বাজার। কাট্‌রা মাল সর্ব্বরকমের আমদানি আছে। এখানে নানাজাতীয় ফুলের চাষ প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে, সে জন্য কনৌজ গোলাপজল, আতর, রু, নানাজাতীয় ফুলেন তৈল, চাট্‌নি, মোরব্বা, গুলকন্দ প্রভৃতির জন্য বিখ্যাত। ভারতের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধ পুষ্পের আতর, গোলাপজল, ফুলেন তৈল এইখানে জন্মিয়া থাকে। গাজিপুর ও জোনপুর অপেক্ষা জিনিস অনেক ভাল এবং দর সুবিধা।

আড়তদার।—বেণীরাম মূলচাঁদ, পণ্ডিত পেয়ারিলাল সুকুল।

নিকটে। এখানে কাট্‌রা মাল সর্ব্বরকম আমদানি আছে; তা' ছাড়া, আলু, চাকীগুড়, তুলা, ঘৃত; যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। সেকোয়াবাদের ঘৃত খুব ভাল জিনিস এবং যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

আড়তদার।—ভবানিরাম রেখাবদাস।

বান্দা। (জেলা।) হাওড়া হইতে এলাহাবাদে গাড়ী বদল করিয়া গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলা রেলওয়ে দিয়া, পুনরায় মাণিকপুরে গাড়ী বদল করিয়া বান্দা যাইতে হয়। হাওড়া হইতে ৬৩০ মাইল। ওজন ৮০ সিক্কা। ষ্টেসন হইতে বাজার নিকটে। এখানে সর্ব্বরকম কাট্‌রা মাল পাওয়া যায়; তা' ছাড়া, ঘৃত ও তুলা উল্লেখযোগ্য। এখানকার ঘৃত উৎকৃষ্ট, বাজারে উচ্চদরে বিক্রয় হয় এবং প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ছুরির বাঁট, বোতাম, কাগজ কাটা, পেপার ওয়েট্‌ এই সকল জিনিস কোন্ নদীর পাথরে বেশ সুন্দর তৈয়ারী হইয়া থাকে।

আড়তদার।—ভগবানদাস হনুমানপ্রসাদ।

ভাটিণ্ডা। (জেলা ফিরোজপুর।) হাওড়া হইতে আম্বালা যাইয়া, গাড়ী বদল করিয়া ও রাজপুর জংসনে পুনরায় গাড়ী বদল করিয়া ভাটিণ্ডা যাইতে হও। হাওড়া হইতে ১০৪৪ মাইল। ওজন ৮০ সিক্কা। ষ্টেসন হইতে বাজার অল্প দুর। এখানে কাট্‌রা

যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হয়; তন্মধ্যে মান সরিষা ও ঘৃত এখানকার উল্লেখযোগ্য। সরিষা বেশ ভালজাত পাওয়া যায়। ঘৃত নরম জিনিস, বর্ষাকালে আমদানি একেবারে বন্ধ।

আড়তদার।—রুদ্রকিষণ ফতেচাঁদ, তনসুখ দাস।

মানাউরি। হাওড়া হইতে ই, আই, রেলে ৫২৫ (জেলা এলাহাবাদ।) মাইল। ওজন ৯৬ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটে বাজার। কাট্‌রা মালের অনেক রকম আমদানি আছে, তন্মধ্যে এখানে রেড়ীর খৈল ও তৈল উল্লেখযোগ্য, ঐ দুইটী জিনিস যথেষ্ট আমদানি আছে এবং বেশ ভাল জিনিস পাওয়া যায়। তা' ছাড়া, রেলকোম্পানিরও রেড়ীর তৈলের একটি কল আছে।

আড়তদার।—বৈজনাথ জানকীপ্রসাদ, দীনদিয়াল সুরজদীন, হনুমানপ্রসাদ।

জসরা। হাওড়া হইতে ৫১৯ মাইল। ষ্টেসনের (জেলা এলাহাবাদ।) নিকটে বাজার। ওজন ৯৬ সিক্কা। এখানে-কাট্‌রা মাল অনেক রকম আমদানি আছে, মাজারি সাট্ ঘৃত এখানে যথেষ্ট পাওয়া যায়—সেই জন্য এই স্থান বিখ্যাত।

আড়তদার।—বুধাইরাম রামপ্রসাদ।

কাল্‌কা। হাওড়া হইতে ই, আই, রেলে ১০৬৫

ষ্টেসনের নিকটেই বাজার। কাট্রা মাল সমস্ত জিনিস কিছু কিছু উৎপন্ন হইয়া ঐ দেশের আশপাশে চালান যায়। কলিকাতার দিকে তত চলে না। এখানকার বাঁশ খুব ভাল এবং বেশ মজবুদ—ইহার ব্যবসা অনেকে করিয়া থাকেন। এখানে আদা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; এত বড় মোটা গাঁইট আদা আর কোথাও হয় না। আদার চালানী কাজও বেশ চলে। আলুর ব্যবসা এখানকার প্রধান ব্যবসা। পাহাড়ী আলু প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং বর্ষার সময়, কলিকাতা অঞ্চলে প্রত্যহ চালান গিয়া থাকে। অনেক বাঙ্গালী মহাজনেরা ঐ সময়ে আলু খরিদ করিবার জন্য এখানে আসিয়া থাকেন। ভাদ্রমাসের প্রথম হইতে চালান আরম্ভ হয়,—শেষে আমাদের দেশে নূতন আলু উঠিলে দর কমিয়া যায় বলিয়া আর পড়্তা হয় না।

কাল্কা হইতে সিমলা পর্য্যন্ত সোলন, কাণ্ডাঘাট, কেন্তরিঘাট, সিমলা প্রভৃতি অধিকাংশ ষ্টেসনে আলু পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সোলন ও কাস্তাঘাটের আলু বেশ বড় জাত হয় এবং সিমলার আলু শীঘ্র পচিয়া নষ্ট হয় না।

আড়তদার।—বালুমল ও মন্নিলাল, মন্নুমল রামজীদাস।

সিমলার আড়তদার।—রামচন্দ্র, নেধামাল পুরনমল।

গুস্করা। হাওড়া হইতে লুপলাইন দিয়া ৮৭ মাইল। (জেলা বর্দ্ধমান।) ওজন ৮০ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটেই বাজার। এখানে চাউল ও ধান্যের যথেষ্ট পরিমাণ আমদানি

আড়তদার।—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শরতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল।

বোলপুর। (জেলা বীরভূম।) হাওড়া হইতে লুপ-লাইন দিয়া ৯৯ মাইল। ওজন ৮০ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটেই বাজার। অনেক দোকান আছে—ব্যবসার স্থান বটে। এখানে চাউল ও ধান্য যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। বড়াল ও রামশালি চাউল এখানে উৎকৃষ্ট চাউল বলিয়া পরিগণিত।

আড়তদার।—রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, তিনকড়ি হাটী, কালাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়।

আমদপুর। (জেলা বীরভূম।) হাওড়া হইতে লুপলাইন দিয়া ১১২ মাইল। ওজন ৮০ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটে বাজার। এখানে চাউল ও ধান্য যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। এখান হইতে তিনক্রোশ দুর পুরন্দরপুরে এবং ৬ ক্রোশ দুর কীর্ণাহারে ধান্য চাউলের আমদানি হইয়া থাকে।

আড়তদার।—ইন্দ্রনারায়ণ দত্ত, রাধারঞ্জন দে, গৌরচন্দ্র পরামাণিক, রামরঞ্জন দে।

সাঁইতিয়া। (জেলা বীরভূম।) হাওড়া হইতে লুপলাইন দিয়া ১১৯ মাইল। ওজন ৮০ সিক্কা। নিকটেই বেশ বড় বাজার এবং কারবারও বেশ চলে; তবে সিউড়ি

ও দুবরাজপুর রেল হওয়াতে, বাজার কতকটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখানে দোকানপাট বেশ চলে; চাউল ও ধান্য যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। তামাক, গুড়, সরিষা, খৈল, কলাই, কাপড় ও গোলদারী জিনিস যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে। সরিষা তৈলের একটী কল আছে।

আড়তদার।—রেকাবচাঁদ দুলিচাঁদ, নবীনচন্দ্র দত্ত, সেরসিং তেজকরণ কীর্ত্তিচন্দ্র ভদ্র।

নলহাটী। হাওড়া হইতে লুপলাইন দিয়া ১৪৫ (জেলা বীরভূম।) মাইল। ওজন ৮০ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটেই বাজার। গোলদারী দোকান বেশ চলে। এখানে ধান্য ও চাউল যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে।

আড়তদার।—যশবন্ত দত্ত, দশরথ ভকত।

রাজগাঁ। হাওড়া হইতে লুপলাইনে ১৬২ মাইল। (জেলা বীরভূম।) ওজন ৮০ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটেই বাজার। চাউল ও ধান্য যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে।

আড়তদার।—চুণিরাম লালজিরাম।

মুরারাই। হাওড়া হইতে লুপলাইন দিয়া ১৫৫ মাইল। (জেলা।) ওজন ৮০ সিক্কা। নিকটেই বাজার। এখান হইতে জঙ্গীপুর ও রঘুনাথগঞ্জে যাইতে হয়। চাউল ও

পাকুড়।—হাওড়া হইতে লুপ-লাইন দিয়া ১৬৯ (সাঁওতাল পরগণা।) মাইল। ওজন ১০৫ সিক্কা। ষ্টেশনের নিকটেই বাজার। পাকুড় লুপলাইনের মধ্যে একটী ভাল মোকাম; এখানে ধান্য, চাউল কাট্‌রা-মাল, বুট, মশুরি, খেসারি, রহড়, তিসি, সরিষা, সর্ব্বরকম ডাল, গুড়, চিনি, লঙ্কা, ঘৃত, বিরি-কলাই, বর্‌বটী, মুগ, আলু, পিঁয়াজ, ঘানির খৈল, হলুদ প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে; তবে ঐ সকল জিনিসের দানা খুব ছোট। বেশ চল্‌তি মোকাম, কিন্তু বার মাস সমভাবে চলে না। নওয়ালির সময় খরিদ করিতে হয়। কলিকাতা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে মাল চালান যায়।

আড়তদার—ভোলারাম ভকত ও শীতলপ্রসাদ ভকত, মধুসূদন দাস, কালাচাঁদ মণ্ডল।

রাজমহল।—হাওড়া হইতে লুপলাইন দিয়া, তিনপাহাড়ি (সাঁওতাল পরগণা।) ষ্টেসনে নামিয়া গাড়ী বদল করিয়া রাজমহলে যাইতে হয়। হাওড়া হইতে ২০২ মাইল। ওজন ৯২ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটেই বাজার। এখানেও পাকুড়ের ন্যায় মালের আমদানী হইয়া থাকে, কাজেই বিশেষ বিবরণ লিখিলাম না।

আড়তদার—বিহারিলাল চন্দ্র, শ্যামলাল সাহা, বিহারিলাল সাহা।

সাহেবগঞ্জ।—হাওড়া হইতে লুপলাইন দিয়া ২১৯ (জেলা ভাগলপুর।) মাইল। ওজন ৮০ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটেই বাজার। গঙ্গা এক মাইল দূরে। ইহা একটি বেশ ব্যবসার স্থান। নানা রকম জিনিস পশ্চিম হইতে আমদানী হইয়া বিক্রয় হইয়া থাকে। এখানে সরিষা কলাই যথেষ্ট পরিমাণে বাঁদী থাকে এবং খুব জোরের সহিত বিক্রয় হইয়া থাকে। তা' ছাড়া, ঘৃত, সরিষার তৈল ও খৈল যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানে সরিষা তৈলের ৩টী কল আছে। এই স্থানে একটী কারবার বেশ চলে।

আড়তদার—লক্ষ্মীনারায়ণ সাধু, বিধিচাঁদ রামদয়াল দে, গঙ্গারাম সাগরমল, শিউনারাণ রামনারাণ।

পিরপৈঁতি।—হাওড়া হইতে লুপলাইন দিয়া ২৩৩ (জেলা ভাগলপুর।) মাইল। ওজন ১০৫ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটেই বাজার। এখানেও দেশওয়াল, বুট, তিসি, সরিষা, আলু, খৈল, হলুদ, কলাই, মুগ, লঙ্কা প্রভৃতি আমদানি হইয়া থাকে। এখান হইতে ৩ ক্রোশ দূরে বরাহাটের বাজারই প্রশস্ত। মাল খরিদ করিতে হইলে বরাহাটে যাইয়া খরিদ করিতে হয়। পিরপৈঁতি নামে বাজার।

আড়তদার—মুনসীপ্রসাদ সিং, চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায়।

কাহলগাঁ।—হাওড়া হইতে লুপলাইন দিয়া ২৪৫

নিকটেই বাজার ও গঙ্গা আছে। এখানেও পাকুড়ের ন্যায় মালের আমদানি আছে—তা'ছাড়া, এখানে মৎস্য খুব সুবিধা দরে পাওয়া যায়। অনেক মৎস্য-ব্যবসায়ী এখান হইতে মৎস্যের কারবার চালাইয়া থাকেন।

রেড়ি এখানকার প্রসিদ্ধ। কলিকাতার বাজারে উচ্চদরে বিক্রয় হইয়া থাকে, সেই জন্য মহাজনেরা এখান হইতে যথেষ্ট পরিমাণে রেড়ি কলিকাতায় চালান দিয়া থাকে। আলু এখানে প্রথমেই উঠে এবং কলিকাতায় চালান যায়। বিজ আলুর নাম-ডাক আছে। ভাদ্র মাসে এখানকার বিজ আলু যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধমান, মগরা মল্লিকাসিমের হাট, সেওড়াফুলীর হাট, তারকেশ্বর প্রভৃতি স্থানে চালান গিয়া থাকে। আমের সময় প্রচুর পরিমাণে আম কলিকাতা অঞ্চলে চালান গিয়া থাকে।

আড়তদার।—লালজি সিং, রামপ্রসাদ রাম, কানাই সা, নানকু সা, উদিতনারাণ চৌধুরী।

মালদহ।—সিয়ালদহ ষ্টেসন হইতে ই, বি, রেলে (জেলা রাজসাহী।) রাণাঘাট জংসনে নামিয়া গাড়ী বদল করিয়া মুরসিদাবাদ রেলে লালগোলা ঘাটে নামিয়া ষ্টিমারযোগে গোদাগাড়ী ঘাটে নামিয়া, পুনরায় রেলযোগে মালদহ ষ্টেসন যাইতে হয়। সিয়ালদহ হইতে ২০৫ মাইল। ষ্টেসন হইতে বাজার এক মাইল। বাজারের নাম ইংরেজ বাজার। ওজন ৭২ সিক্কা। রাজসাহী জেলার এইটী প্রসিদ্ধ নগর। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কার্য্যের খুব প্রতিপত্তি ছিল; এখন আর তদ্রূপ নাই। এখানে ধান,

চাল, বুট, গম, তিসি, সরিষা, মটর, কলাই, যব, বরবটী, মুগ, আলু, পিঁয়াজ, গুড়, লঙ্কা, ঘানির খৈল, হলুদ, রেশমের জিনিস, গুটী, তসর প্রভৃতি যথেষ্ট আমদানি হইয়া থাকে। এই সকল জিনিস খরিদ করিয়া মহাজনেরা পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানে চালান দিয়া থাকে। মালদহ রেশম-কুঠীর জন্য বিখ্যাত। পূর্ব্বে এখানে অনেক রেশমের কুঠী ছিল, সেই সকল কুঠী হইতে প্রচুর পরিমাণে রেশম, সুতা, তসর, গরদ ও মটকার চাদর, থান প্রভৃতি ভারতের নানাস্থানে এবং ইয়ুরোপে চালান যাইত; এখন আর সেরূপ নাই। বিলাতি নকল জিনিসের প্রতিযোগিতায় এখানকার জিনিস উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয় না। লোকে জিনিস দেখে না, চটকদার সস্তা জিনিস পাইলেই তাহার বিক্রি বাজারে বেশী হইয়া থাকে। ইংরেজ বাজারই প্রধান বাণিজ্যের স্থান। ইংরাজদের অনেক কুঠী ছিল বলিয়া ইংরেজ বাজার নাম হইয়াছে। আম এখানকার খুব সুমিষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ সুমিষ্ট আম বঙ্গের আর কোন স্থানে জন্মে না। মাটীর গুণে কোন আম টক হয় না। এই আম প্রচুর পরিমাণে নানা স্থানে চালান গিয়া থাকে। আমের ব্যবসা বেশ চলে।

আড়তদার—মধুসূদন দে, করমচাঁদ বিনয়চাঁদ। হরিমোহন দাস পেয়ারীমোহন দাস।

দুবরাজপুর।—হাওড়া হইতে লুপলাইন দিয়া সাঁই-

পুর যাওয়া যায়। অথবা মেন-লাইন দিয়া অণ্ডাল জংসন দিয়া যাওয়া যায়। যাঁহার যে দিকে সুবিধা হইবে, তিনি সেই দিক দিয়া এখানে আসিতে পারেন। হাওড়া হইতে ১৩৮ মাইল। এখানকার ওজন ৮০ সিক্কা। রেল হইতে বাজার এক মাইল দূরে।

পূর্ব্বে দুবরাজপুরের বাজার তত জোর ছিল না; কিন্তু নূতন ষ্টেশন হওয়াতে সাঁইতিয়ার বাজার হইতে অনেক মহাজন এখানে আসিয়া ব্যবসা করিতেছেন। এখন এখানে বেশ জোরের সহিত ব্যবসা চলিতেছে ও ক্রমেই উন্নতি হইতেছে। এখানে গোলদারী দোকান বেশ চলে; চাউল ও ধানের আমদানী প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। ইহা চাউলের একটী মোকাম।

আড়তদার—বালাবক্স, তেজকরণ ভিকনরাম গৌরীদত্ত রামলাল কবিরাজ, গৌর কবিরাজ, হরিশঙ্কর দালাল।

ধুলিয়ান।—হাওড়া হইতে লুপলাইন দিয়া ১৮৫ (জেলা মুরশিদাবাদ।) মাইল। বারহারোয়া ষ্টেসন হইতে ৪ ক্রোশ দূরে ধুলিয়ানে যাইতে হয়। বর্ষাকালে মাল চালানের সুবিধা আছে। নিকটে নদী আছে, ওজন ৬০ সিক্কা। লুপলাইনের মধ্যে এইটী বেশ ভাল মোকাম; সর্ব্বরকম জিনিস্যের আমদানি হইয়া থাকে; বুট, তিসি, সরিষা, ডাল, চাউল ধান্য, মটর, মসুরি, খেসারি, গুড়, চিনি, লঙ্কা, ধনে, হলুদ,

বরবটী প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যয়। বর্দ্ধমান, কলিকাতা এবং লুপ-লাইনের অধিকাংশ স্থানের মহাজনেরা এই স্থান হইতে মাল খরিদ করিয়া থাকেন।

আড়তদার—লালজী সা, অভয়চরণ দাস, মধুসূদন চৌধুরী, হেমন্তকুমার ঘোষ।

সুলতানগঞ্জ। (জেলা ভাগলপুর।)—হাওড়া হইতে লুপ-লাইন দিয়া ২৮০ মাইল। ষ্টেসনের নিকটেই বাজার। ওজন ১০১ সিক্কা। গঙ্গার ধারেই ষ্টেসন। এখানে বুট, সরিষা, তিসি, মসুরি, কলাই, লঙ্কা, মুগ, ঘানির খৈল, গুড়, চাউল, ধান্য, আলু, হলুদ প্রভৃতির বেশ আমদানি হইয়া থাকে। এখানে মৎস্য বেশ সুবিধা-দরে পাওয়া যায়। শীতকালে অনেক মৎস্য-ব্যবসায়ী এখানে আসিয়া মৎস্য চালান দিয়া থাকেন।

আড়দার—দুর্গাচরণ শেট, হরদয়ালরাম অবতার, গোলাপ রায়, দোয়ারকা দাস, বালকিশন দাস সুরজমল।

আসরগঞ্জ। (জেলা মুঙ্গের।) সুলতানগঞ্জ ষ্টেসন হইতে নামিয়া যাইতে হয়। ষ্টেসন হইতে ৫ ক্রোশ দূরে বাজার। ওজন ১০১ সিক্কা। এখানে চাউল ও ধান্যের বেশ আমদানী আছে; তন্মধ্যে মুঙ্গের জেলার উৎকৃষ্ট নামজাদা কেশরকেলাসার, মোশরা দুশর, বাঁশফুল, এই তিন প্রকার চাউল এখানে প্রসিদ্ধ।

খরগ্‌পুর।—হাওড়া হইতে লুপ-লাইন দিয়া ২৯১ মাইল। বরিয়ারপুর ষ্টেসন হইতে ৬ ক্রোশ দূরে খরগ্‌পুর। এখানে সর্ব্বরকম কাট্‌রা মালের এবং আসরগঞ্জের মত তিন প্রকার উৎকৃষ্ট চাউলের আমদানি আছে। ওজন ৮৮ সিক্কা।

(জেলা মুঙ্গের।)

আড়তদার—ভকতরাম গঙ্গাধর, মেওয়ালাল আনন্দীলাল।

ভাগলপুর।—হাওড়া হইতে লুপ-লাইন দিয়া ২৬৫ মাইল। ওজন ১০১ সিক্কা। ষ্টেসন হইতে বাজার এক মাইল দূরে। সুজাগঞ্জই প্রধান কারবারের স্থান। ইহা সহর জায়গা, কাজেই সর্ব্বরকম জিনিসের আমদানি রপ্তানি হইয়া থাকে। এখানে বেশ ব্যবসা চলে;—যাঁহার যেমন পুঁজি, তাঁহার সেইরূপ কার্য্য চলে। এখানে বুট, গম, তিসি, সরিষা, দানা গুড়, ঘৃত, চিনি, সরিষা তৈল, খৈল, চাউল, ধান্য, রেড়ী, মসূরি, খেসারি, রহড়, জনেরা, লঙ্কা, কলাই, মুগ, আলু, পিঁয়াজ, ঘৃত, তামাক, শোণ, পাট, বরবটি, জৈ প্রভৃতি সকল রকম মালের যথেষ্ট আমদানি আছে। তা' ছাড়া, কম্বল, তসর, গরদ, বাপ্তা, খেস, কপি, মৎস্য, তরি-তরকারী, বোম্বাই প্রভৃতি কলমের আম পাওয়া যায়। সরিষার যথেষ্ট বেচাকেনা হইয়া থাকে ও উক্ত

(জেলা।)

অনেক মোকাম হইতে প্রচুর পরিমাণে আম-

প্রচুর আমদানি হয়; অন্যান্য মোকামের মাল অপেক্ষা মণ প্রতি ২৲ হইতে ২৷৹ টাকা বেশী দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। এখানে নানারকম ভাল চাউলের আমদানি আছে। ঘোড়ার খাবার জৈ এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানে দেশী বুনন কাল ও সাদা কম্বল যথেষ্ট পাওয়া যায়; তদপেক্ষা জেলের কম্বলই উৎকৃষ্ট, ইহা এরূপভাবে তৈয়ারি হইয়া থাকে যে, দেখিলে মনে হয়, যেন জর্মান জিনিস। নানারকম কম্বল আছে—জেল হইতে খরিদ করিলে বিশেষ সুবিধা হয়। ভাগলপুরের নিকট নাথনগরে ভাগলপুরী রেশমের কাপড় চাদর প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখানকার বাপ্তা, তসর, গরদ, খেস এবং উহার তৈয়ারী বালাপোষ প্রসিদ্ধ। কপি, তরকারী, মৎস্য, ভাল কলমের বোম্বাই আম, কিষণভোগ, মালদহ আম প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে ও বেশ সুবিধা-দরে পাওয়া যায়। এই ব্যবসা এখানে বেশ চলে। কম পুঁজিতে যাঁহারা কার্য্য করিতে চান, তাঁহারা এখানে আসিয়া এই তিনটী জিনিসের ব্যবসা করিলে বেশ লাভবান হইতে পারিবেন। এখানে সরিষা-তৈলের দুইটী কল আছে। ভাগলপুরের নিকট প্রতাপগঞ্জ নামে একটি বাজার আছে,—তথায় উৎকৃষ্ট খাঁটী ভয়সা ঘৃত প্রচুর না হইলেও মন্দ আমদানি হয় না। এখানকার ঘৃতে বেশ সদগন্ধ আছে এবং কড়া পাকের ঘৃত। যাঁহারা সামান্য পরিমাণে ঘৃত খরিদ করিতে চান, তাঁহাদের এই মোকাম হইতে লওয়াই সুবিধা। এখানে সরিষার আমদানিও মন্দ হয় না। নওয়ালির সময় সরিষার কাজ বেশ চলে।

গুড়ের আমদানি হইয়া থাকে। ঐ গুড় ভাগলপুরের বাজারে আমদানি হয়।

আড়তদার।—মদনমোহন পাঁড়ে, রাউৎমল তাজমল, মূলচাঁদ সুরজমল পারখ, রামকরণ দাস জগনরাম, সালিগ্রাম ডেডরাজ, ফুলচাঁদ মতিলাল, শোভারাম জথীরাম (তেলের কল আছে), শ্রীমোহন পান্নালাল (তেলের কল আছে), রাজনাথ ছতমু সিং।

মুঙ্গের।—হাওড়া হইতে লুপ-লাইন দিয়া জামালপুর (জেলা।) ষ্টেসনে গাড়ী বদল করিয়া মুঙ্গেরে যাইতে হয়। হাওড়া হইতে ২৯৭ মাইল। ওজন ৮৪ সিক্কা। গঙ্গার ধারেই ষ্টেসন। বাজার সন্নিকটে, বেশ সহর জায়গা, পূর্ব্বে একটী প্রসিদ্ধ ব্যবসার স্থান ছিল ও প্রচুর পরিমাণে মালের আমদানি হইত; অনেক বাঙ্গালী ধনীদিগের গদি ও গোলা ছিল, এখন লোপ পাইয়াছে। নৌকাযোগে মাল চালান হইত; এখন রেল ও ষ্টীমার-যোগে চালান হইয়া থাকে। মাড়োয়ারী মহাজনই এখন প্রধান ব্যবসাদার। পূর্ব্বেকার মত মালের তত জোর আমদানি নাই। এখানে বুট, তিসি, গম, সরিষা, মটর, মশুরি, খেসারি, খেড়ী, মড়ুয়া, কাউনি, শ্যামা, জব, ডাল প্রভৃতি সমস্ত কাট্‌রা মালের আমদানি আছে। তাছাড়া, কম্বল, আবলুস কাঠের বাক্স ও ছড়ি, মৎস্য, কপি ও তরকারী, নানারকম কলমের বোম্বাই, কিষণভোগ আম, মর্ট্‌কীর ঘৃত, আলু, পাথরে শ্লেট ও থালা, বাটী, খরগপুর ও আসরগঞ্জের ভাল চাউল, লঙ্কা, খএর, আলু, পিঁয়াজ,

প্রভৃতির আমদানি হইয়া থাকে। এখানে তৈল, আটা ও ময়দার একটী কল ও সিগারেটের একটী কল আছে।

মৎস্য, কপি, আম এই তিনটী জিনিসের ব্যবসা করিবার জন্য প্রতি বৎসর অনেক বাঙ্গালী বাবু এখানে আসিয়া থাকেন এবং বেশ দু-পয়সা লাভ করিয়া থাকেন। ধারারা নামক নিকটবর্ত্তী ষ্টেসন হইতে অথলার কোং পাথরের শ্লেট, টালি, থালা, বাটি প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া মুঙ্গেরে বিক্রয়ের জন্য পাঠাইয়া থাকেন। ষ্টেসনের ধারে ঐ সকল জিনিস পাওয়া যায়। মুঙ্গেরে মট্‌কীর ঘৃতের খুব নাম-ডাক আছে; কিন্তু সহরের ভিতর খুঁজিলে এক ছটাক ভাল ঘৃত পাওয়া যায় না। পশ্চিমাঞ্চলের নরম ঘৃত আসিয়া বিক্রয় হইয়া থাকে। পূর্ব্বে মুঙ্গের জেলায় ঘৃতের একটী প্রধান লাভজনক ব্যবসা ছিল, কালে তাহা লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। এখন খাগাড়িয়াতে কিছু ভাল ঘৃতের আমদানি হইয়া থাকে এবং মহাজনদিগের খরিদ চলে। তা' ছাড়া, তেঘড়া, চকোর, খুঁটিয়া, বিষণপুর, জকরপুর, সাম্মো, বাবুরবাগিচা, চক্‌বালি ও পরিহারা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঘৃতের স্থানেও কিছু কিছু ঘৃত খরিদ হইয়া থাকে। মুঙ্গের জেলার মধ্যেউপরোক্ত স্থানে বাতানের (নদীর ধারে) ঘৃত যেরূপ সুস্বাদু ও সদ্‌গন্ধযুক্ত হয় এরূপ আর কোথাও হয় না।

আড়তদার।—হরনারাণ রামেশ্বর, গোবিনরাম রামভকত, লচ্ছিরাম রামসহায়, নাথুনিলাল মাধবলাল।

পরিহারা।—হাওড়া হইতে মুঙ্গেরে যাইতে হয়, (জেলা মুঙ্গের।) তথা হইতে ষ্টীমারে পার হইয়া, মুঙ্গের ঘাট ষ্টেসনে চড়িয়া, সাহেবপুর কমল-জংসনে গাড়ী বদল করিয়া লক্‌মণিয়া ষ্টেসনে নামিতে হয়। ওজন ৮৪ সিক্কা। লকমনিয়া ষ্টেসন হইতে ৪ ক্রোশ দূরে পরিহারা মোকাম। এখানে লঙ্কা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়;—কাট্‌রা মাল কিছু কিছু আমদানি হয় বটে, কিন্তু লঙ্কাই বেশী আমদানি হইয়া থাকে। নওয়াঙ্গির সময় পূর্ব্ববঙ্গের ও পশ্চিমবঙ্গের অনেক বাঙ্গালি মহাজন আসিয়া খরিদ করিয়া থাকেন।

মুঙ্গের জেলার মধ্যে এখানকার ঘৃত খুব উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এখান হইতে মট্‌কীর ঘৃত যথেষ্ট পরিমাণে চালান হইত; এখন সামান্য পরিমাণে হইয়া থাকে। বাঙ্গালিদিগের গদী ও গোলা ছিল; এখন প্রায় সব বন্ধ হইয়াছে। পরিহারা গণ্ডক নদীর ধারে,—কাজেই নৌকাযোগেও মাল চালানের সুবিধা আছে।

আড়তদার।—কপিলচন্দ্র দে, তারাপ্রসাদ কুণ্ডু, জানকী পোদ্দার।

এখান হইতে **বাকরি** দুই ক্রোশ দূরে। বাকরিতে রাঞ্জর আছে। লঙ্কা যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। নওয়ালির সময় পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় শতাবধি বাঙ্গালি লঙ্কা খরিদ করিবার জন্য আসিয়া থাকেন। মাল চালান পরিহারা হইতেই হইয়া থাকে।

আড়তদার।—ঝুমকলাল সাহা, দরবারিলাল

খাগাড়িয়া। (জেলা মুঙ্গের।)—হাওড়া হইতে লুপ-লাইন দিয়া জামালপুরে গাড়ী বদল করিয়া মুঙ্গের যাইতে হয়; তাহার পর মুঙ্গের ঘাট হইতে ষ্টীমারযোগে খাগাড়িয়া যাইতে হয়। হাওড়া হইতে দূর ১৯৭ মাইল। ওজন ৮৮ সিকা। গঙ্গার ধারেই বাজার। মুঙ্গের জেলার মধ্যে একটী প্রধান মোকাম। এখানে কাট্‌রা সর্ব্বরকম মাল অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আমদানি হয়; তন্মধ্যে রহড় ও সরিষা উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া, লঙ্কা, ঘৃত, ঘানির খৈল, ধনে, জমান, হলুদ, মৌরী, মৎস্য প্রভৃতির আমদানি আছে। এখানে বেশ ভাল ঘৃতের আমদানি আছে, মটকীও ষ্টীমারযোগে চালান গিয়া থাকে। এরূপ সরেস ঘৃত অন্য কোথাও হয় না। কানপুরের মত ভাল ছাঁটাই সর্ব্বরকম চালের একটী কারখানা আছে; জিনিস মন্দ নহে। এখানে গণ্ডক নদীর ও গঙ্গার মৎস্য যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় এবং চালানি কার্য্য শীতকালে বেশ চলিয়া থাকে।

আড়তদার—দরবারিলাল, হরিদাস বিশ্বাস, গণেশদাস জগন্নাথ, মঙ্গলচাঁদ, সিউচরণ লাল, রামচরণ দাস বিলাস রায়।

সেকপুরা। (জেলা মুঙ্গের।)—হাওড়া হইতে মেন লাইন দিয়া কিউল জংসনে গাড়ী বদল করিয়া, সাউথ বেহার লাইনের গাড়ীতে সেকপুরা যাইতে হয়। দূর ২৭৮ মাইল। ওজন ৮৪ সিক্কা। ষ্টেসন হইতে বাজার ১৷০ মাইল দূরে। পূর্ব্বে বেশ জাঁকাল বাজার ছিল; রেল খুলিয়া অবধি আর তত

আমদানি আছে; তন্মধ্যে সরিষা ও তিসি ভাল পাওয়া যায়; তা' ছাড়া, আলু, পিঁয়াজ, ঘানির খৈল, শোন, সুতুলি, গড়্‌গড়ার নলিচা, ঘৃত প্রভৃতিও পাওয়া যায়। সেকপুরাতে বেশ ভাল গড়্‌গড়ার নল তৈয়ারী হয় এবং নাম-ডাক আছে। এখান হইতে বরবিঘা ১২ মাইল; তথায় শোন, সুতুলি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা একটী ভাল মোকাম।

আড়তদার—সুকন সা, ডম্‌ সা, হারাঙ্গি সা।

ওয়ারসালিগঞ্জ।

(জেলা গয়া)

—হাওড়া হইতে মেন-লাইনে কিউল জংসনে গাড়ী বদল করিয়া সাউথ বেহার লাইন দিয়া ওয়ারসালিগঞ্জে যাইতে হয়। ২৯৪ মাইল দূর, ওজন ৮৪ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটেই বাজার। এখানে তিসি, সরিষা, পোস্তদানা, ঘৃত, গুড়, মাৎগুড়, চাকীগুড়, শোন, সুতুলি, ভাল বাঁশমতি আতপ চাউল, দেশী চিনী, রেড়ী, আলু, পিঁয়াজ, ঘানির খৈল প্রভৃতির আমদানি হইয়া থাকে। সরিষাতে এখানে ।৬ সের পর্য্যন্ত রস হয়; ঘৃত মাঝারি জিনিষ, তত বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় না; গুড় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। গুড়ের মোকাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভাল টেবল রাইস্‌ বা বাঁশমতি আতপ এখানকার বিখ্যাত—খুব আদরের সহিত বিক্রয় হইয়া থাকে। দেশী চিনির একটী প্রধান মোকাম; দেহাতে অনেক চিনির কারখানা আছে। ঐ সকল চিনি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে প্রচুর পরিমাণে

নহে, তাহারা ভেল করিয়া চালান দেয়। এখানে সাহুরিদের গোলা হইতে চিনি লওয়া উচিত।

আড়তদার—ধনুরাম কানাইরাম, দাখোরাম, রামগোপাল শিউপ্রসাদ।

নওয়াদা। (জেলা গয়া।)—হাওড়া হইতে মেন লাইন দিয়া কিউল জংসনে গাড়ী বদল করিয়া সাউর্থ বেহার লাইন দিয়া নওয়াদা যাইতে হয়। দুর ৩০৫ মাইল। ওজন ৮৪ সিক্কা। ষ্টেশনের নিকটেই বাজার। এখানে গম, তিসি, সরিষা, গুড়, চাকীগুড়, চিনি, পোস্তদানা, রেড়ী, ঘৃত, আলু, পিঁয়াজ, শোন, সুতুলি, ঘানির খৈল প্রভৃতির আমদানি আছে। ঘৃত এখানে নরম জিনিস। সরিসাতে ।৪॥০ সের রস হয়। গুড় জিনিস মন্দ নহে।

আড়তদার—চেতনরাম বেচুরাম, কারুসা তারাচাঁদ, বকসিরাম গোলাপরায়।

বেহার। (জেলা।)—হাওড়া হইতে মেল-লাইনে বক্তিয়ারপুর ষ্টেসনে নামিয়া, গাড়ী বদল করিয়া বেহার যাইতে হয়। দুর ৩২৮ মাইল। ওজন ৮৪ সিক্কা। ষ্টেসন হইতে এক মাইল দুরে বাজার। এখানে সরিষা, আলু, পাট, শোন, সুতুলি, গুড়, দেশী চিনি, ঘৃত, ঘানির খৈল, কম্বল প্রভৃতি পাওয়া যায়। ইহা একটী বেশ ভাল মোকাম। শোন, আলু, সরিষা, সুতুলির বেশ ব্যবসা চলে। ইহা ছাড়া, এখানে সাবান,

তসরের কাপড়, হুঁকার নল, সূক্ষ্মধুতি, নানাপ্রকার চেক ও ছিটের কাপড় ও পিতলের বাসন পাওয়া যায়।

বেহারে শোন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং ইহার চালানি কার্য্য কএকমাস বেশ চলিয়া থাকে; তবে ভাগলপুরের মতন ভাল জিনিস নহে। ঐ সকল শোন নিম্নবঙ্গে মগরা, সেওড়াফুলীর হাট, ভদ্রেশ্বর, বর্দ্ধমান ও কলিকাতায় চালান গিয়া থাকে। বিজ আলুও বেহারে যথেষ্ট পাওয়া যায়, যাঁহারা বিজ আলুর কারবার করিতে চান, তাঁহারা এখানে খরিদ করিতে পারেন। আশ্বিনমাসে যদি বর্ষা না হয়, তবে সর্ব্ব প্রথমে এইখানেই নূতন আলু উঠে এবং কলিকাতায় ২।৪ বোরা করিয়া পার্শ্বেলে চালান গিয়া থাকে। আলুর কাজ দুই মাস এক রকম বেশ চলে। নিম্নবঙ্গে আসানসোল, রাণীগঞ্জ, মানকর, বর্দ্ধমান, গুস্করা, বোলপুর, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট, মগরা, মেমারি, চন্দননগর, সেওড়াফুলি ও কলিকাতায় চালান যায়। নিম্নবঙ্গে যখন দেশী গুড়ের দর তেজ হয়, তখন চীনের ইক্ষুগুড় এখান হইতে চালান গিয়া থাকে। জিনিস বেশ, ফরসা রং ও দানা আছে কিন্তু চীনে একটু কেরোসিনের গন্ধ থাকায় আমাদের দেশে মনকরা দেশী গুড় অপেক্ষা ২৲—২॥০ টাকা কমদরে বিক্রয় হইয়া থাকে। বেহারে দেশী চিনির অনেক প্রসিদ্ধ কারখানা আছে। এই সকল দেশীচিনি লুপ লাইনে কতক যায় এবং বেশীর ভাগ পশ্চিমাঞ্চলে চালান গিয়া থাকে। এখানে সাদা ও কাল কম্বলের আমদানি বেশ আছে এবং ব্যবসাও বেশ চলে। বাঁশমতি আতপ চাল উৎকৃষ্ট (Table rice) পাওয়া যায় এবং ঐ সকল চালও পশ্চিমে যথেষ্ট পরি-

মাণে চালান গিয়া থাকে। সেতিসরিষাতে ।৬ সের পর্য্যন্ত রস (তৈল) হয়, কিন্তু বারমাস পাওয়া যায় না, নওয়ালির কএকমাস খরিদ করা বেশ চলে। দেশী মুসলমান তাঁতীদিগের তৈয়ারী মোটা কাপড় (এদেশে মুটীয়া গাড়া কাপড় বলে) যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, ঐ সকল কাপড় কয়লাখাদের বাজারে চালান হইয়া থাকে। খাদের কুলীরা ঐ কাপড় খুব পছন্দ করে। মোটা কাপড় পাটনাতেও যথেষ্ট চালান গিয়া থাকে। পাটনাতে এই মোটা কাপড় রং করিয়া "পাটনাই গেরুয়া" বলিয়া বিক্রয় হয়। বেহারের গামছা প্রসিদ্ধ, এই গামছা কলিকাতায় যথেষ্ট পরিমাণে চালান গিয়া থাকে। মোটা ধুতি ছাড়া এখানে সুক্ষ্মধুতি, চেক, ছিটের কাপড় ও মুসলমানদের লুঙ্গি কাপড়ও যথেষ্ট তৈয়ারী হইয়া পাটনা, মুঙ্গের, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে চালান গিয়া থাকে। এখানে গবর্ণমেণ্টের একটী উইভিং ফ্যাক্টরী (Weavnig Factory) আছে, তাহাতেও নানাপ্রকার কাপড় তৈয়ারী হইয়া থাকে। মোট কথা, বেহারে বারমাস নানারকম ব্যবসা বেশ চলিতে পারে।

আড়তদার—ফকিরচাঁদরাম, রামচন্দ্রলাল, প্রেমসুকদাস পোতাচাঁদ।

গয়া।—হাওড়া হইতে গ্রাণ্ডকর্ড লাইন দিয়া এবং (জেলা।) কিউল জংসন দিয়া গয়া যাওয়া যায়। দূর ৩৮০ মাইল। ওজন ৭২।৮২ ও ৮০ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটেই বাজার। গয়া একটী প্রধান সহর; কাজেই নানারকমের

ব্যবসা এখানে চলে এবং নানারকমের মালেরও এখানে আমদানি রপ্তানি হইয়া থাকে। কাট্‌রা মাল সর্ব্বরকম আমদানি হইয়া থাকে। তা' ছাড়া, গুড়, চাকীগুড়, দেশীচিনি, লঙ্কা, ঘৃত, আলু, কপি, মাথাতামাক, ঘানির খৈল, গয়ার পাথরের জিনিস, সাদা ও কাল কম্বল, গয়েশ্বরী থালা প্রভৃতি যথেষ্ট আমদানি হইয়া থাকে। গুড় ও চাকীগুড় বেশ ভাল হয় এবং প্রচুর পরিমাণে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এবং বঙ্গদেশের অনেকস্থানে চালান যায়। ইহা একটী প্রধান ব্যবসার স্থান বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

দেশীচিনির অনেক কারখানা আছে এবং যথেষ্ট পরিমাণে চালান যায়। ঘৃত এখানকার নরম জিনিস, তবে আমদানি বেশ আছে, ঘৃতের ব্যবসা মন্দ চলে না। এখান হইতে হরিহরগঞ্জ নামক স্থানে ঘৃতের প্রধান আমদানির স্থান। হরিহরগঞ্জ হইতে গয়াতে ঘৃত আমদানি হইয়া থাকে; তবে হরিহরগঞ্জ হইতে পামারগঞ্জ নামক ষ্টেসনে চালানের সুবিধা আছে; এখানে দাদন না দিলে মাল পাওয়া যায় না। এখানকার ওজন ১৸৹ মণে ৮০তে ১/০ মণ হয়, খরচ-পত্র বেশী পড়ে। আড়তদার সূর্য্যপত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে পত্র লিখিলে সবিশেষ বিবরণ জানা যায়। আলু এবং কপি গয়াতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মাথা তামাকের বড় বড় কারখানা আছে এবং ঐ তামাক প্রসিদ্ধ বলিয়া সকল বাজারে বিক্রয় হয়। ৩৲ টাকা হইতে ৮৲ টাকা পর্য্যন্ত দরের তামাক আছে। এখানকার মত তামাকের খোস্‌বয় আর কোথাও হয় না। গয়াতে নানাপ্রকার কাল-পাথরের জিনিস তৈয়ারী হইয়া থাকে এবং এইস্থান হইতে নানাস্থানে চালান যায়। কম্বল এখানে সুবিধা-দরে বেশ প্রচুর

পরিমাণে পাওয়া যায়। মোট কথা, গয়াতে সর্ব্বরকম ব্যবসা বেশ চলে।

গুড়, ঘৃত প্রভৃতি কাট্‌রা মালের আড়তদার—পুরণমল গোবিন্দলাল, চেতনরাম নির্ম্মলরাম, ঘনশ্যামদাস বালাবক্স, নথেলাল সীতারাম, গোবর্দ্ধনদাস গয়াপ্রসাদ। সাং পুরাণ গুদাম।

তামাকের মহাজন।—কোকিল সা, চামারি সা, ঝুন্দিলাল, বিশুনরাম।

পাথরের মহাজন—আদিতরাম লছমীরাম।

কম্বল-বিক্রেতা—বুধুলাল, রাজলাল।

কাঁসার জিনিস বিক্রেতা— রামমল রাম, উত্তমরাম অযোধ্যারাম, চামারি সা।

গাড়োয়া।—হাওড়া হইতে গ্রাণ্ডকর্ড-লাইন দিয়া, (জেলা প্যালামৌ।) গয়া জংসন হইয়া শোন ইষ্টব্যাঙ্ক নামক ষ্টেসনে নামিয়া গাড়ী বদল করিয়া গাড়োয়া রোড নামক ষ্টেসনে নামিতে হয়। তথা হইতে গাড়োয়া বাজার ১০।১২ মাইল। বর্ষাকালে বড় কষ্ট হয়। ওজন ৪৭৸৵০ সিক্কা। এখানে ঘৃত, গালা, তিল, মধু, মোম, মৌয়া, কম্বল, সেতিসরিষা, পোস্তদানা, খৈল, রেড়ী, তিসি, গোঁজা প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। এখানকার ঘৃত নরম জিনিস, তেলাফেট, রং লাল, তবে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। অনেক বাঙ্গালি মহাজনের লোক গিয়া খরিদ করিয়া থাকে। এখানকার সেতিসরিষা বেশ

ভাল জিনিস পাওয়া যায়; রস ।৫ সের হইতে ।৬ সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই সেতির নাম-ডাক আছে।

আড়তদার—হাজি সেখ তুফানি মিঞা, ঠাকুরসিং সতীলাল, অমরেশপ্রসাদ ও মহেশ্বরী প্রসাদ।

ডালটনগঞ্জ। (জেলা পালামৌ।) —গাড়োয়া হইতে আর কিছুদূর যাইলেই এই ষ্টেসনে পৌঁছান যায়। হাওড়া হইতে ৪১১ মাইল। ওজন ৮০ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকট বাজার। গাড়োয়ার মত মাল আমদানি হইয়া থাকে।

আড়তদার—জানকীদাস পান্নালাল।

হাজারীবাগ। (জেলা।) —হাওড়া হইতে গ্রাণ্ডকর্ড লাইন দিয়া, হাজারিবাগ রোডে নামিয়া হাজারিবাগ যাইতে হয়। দূর ২১৫ মাইল। ষ্টেসন হইতে সহর ৪১ মাইল। পুসপুসে বা উটের গাড়ীতে যাইতে হয়, ওজন ৮০ সিক্কা। এখানে সেতিসরিষা, তিল, গোঁজা, পাপড়ি খএর, হরিতকী, মধু, মোম, গালা, মৌয়া, ধুনা, তুলা, অভ্র, ঘৃত প্রভৃতি প্রচুর পাওয়া যায়। এখানকার সরিষাতে ।৫, ।৫॥ পর্য্যন্ত রস হয় এবং প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। গালা ও অভ্রের অনেক কুটী আছে—ইহা এখানকার একটি লাভজনক ব্যবসা। তবে মাল চালানের ও টাকা চালানের বড়ই অসুবিধা আছে। অধুনা মটর সার্ভিস হইয়া, তাহাতে ডাক যায় এবং আরোহীও

পথটী দুর্গম বলিয়া পূর্ব্বে ব্যবসা বাণিজ্যের তত সুবিধা ছিল না। ইতি পূর্ব্বে গিরিডি হইতে পুস্‌পুসে হাজারীবাগ যাইতে হইত, এখন গ্রাণ্ডকর্ড লাইন খোলাতে ব্যবসা বাণিজ্যের বড় সুবিধা হইয়াছে। এখন অনেক বাঙ্গালী ও মাড়োয়ারী মহাজন তথায় খনিজাত জিনিসের খাদ করিয়া বেশ অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। স্থানটী বেশ স্বাস্থ্যকর। [illegible] ও বনজাত অনেক জিনিস এখানে সুলভে পাওয়া যায়। ঐ সকল জিনিস সাঁওতালদিগের নিকট বিনিময়ে খরিদ করিতে পারিলে বেশ লাভ হইয়া থাকে। এখানে কএকটী অভ্রের খনি আছে, এই সকল অভ্র কলিকাতায় চালান গিয়া থাকে। হাজারীবাগে ইহা একটী প্রধান লাভজনক ব্যবসা। গালার কুঠীও কয়েকটী আছে। ইহাও বেশ লাভজনক ব্যবসা। গালার কাজ অনেক দিন চলিয়া আসিতেছে। কয়েক বৎসর ধরিয়া মেসার্স ডব্লিউ ষ্টল্‌কর্ড কোং, মেঃ বড্যাম এণ্ড সন্স ও হিরালাল মুখোপাধ্যায় নামক কয়েকজন মহাজন চা-বাগান করিয়াছেন। ক্রমেই চা-বাগান বাড়িতেছে এবং চাও যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে; কিন্তু আসামের মত ইহা সুস্বাদু নহে বলিয়া কলিকাতার বাজারে আসামের চা অপেক্ষা অনেক কম দরে বিক্রয় হইয়া থাকে।

আড়তদার—সেবকরাম ভার্ত্তুরাম, মেঃ সরাইয়া পোদ্দার, লছ্মিরাম শিউনারাণ॥

নাগপুর। (জেলা।)—হাওড়া হইতে ৭০১ মাইল। ওজন ৮০ সিক্কা। ষ্টেসন হইতে বাজার নিকটে। বেশ সহর জায়গা এবং একটী প্রধান ব্যবসার স্থান। এখানে ধান্য, চাল, গালা, মধু, হরিতকী, তুলা, বড় বড় শাল কাঠ, জালানি কাঠ, গোল, ধুনা, তিল, সেতিসরিষা, পাহাড়ী লাঠী, গোঁজা, মৌয়া, কমলালেবু, মোম প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। এখানে লেবুর চাষ যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া থাকে এবং নাম-ডাক আছে; কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে চালান গিয়া থাকে। নাগপুরে কাঠের একটী প্রধান ব্যবসা। নেপালে বাহাদুরী কাঠ আমদানী বন্ধ হওয়াতে, নাগপুরে কাঠের চলন যথেষ্ট হইয়াছে। এখানকার তিল, গোঁজা ও সরিষাতে রস ভাল হয়। ফলতঃ এখানকার সকল জিনিসই সুবিধামত খরিদ করিয়া ব্যবসা করা যাইতে পারে।

বঙ্গে অধিকাংশ কাঠের মহাজনেরা এখানে জঙ্গল হইতে গবর্ণমেণ্টের নিকট ও বামড়া রাজার নিকট ঠিকা লইয়া কাঠের বড় বড় কারখানা খুলিয়াছেন। কলিকাতা ইংরাজ ধনীদিগেরও কাঠের কারবার আছে। তন্মধ্যে বেঙ্গল টিম্বার কোং প্রসিদ্ধ এবং আসাম নিবাসী বি, বড়ুয়ার বৃহৎ কাঠের কারখানা আছে। এখান হইতে রেলওয়ে স্লীপার সাপ্লাই হইয়া থাকে। এখান হইতে সরিষা, মৌয়া, উহার বিজ, কাঠতিল ও গুঞ্জা যথেষ্ট পরিমাণে চালান হইয়া থাকে।

আড়তদার—মুরলীনারায়ণ, জি মুলচাঁদ, রামপ্রতাপ গণেশ রায়, মোহন গোকুল, মল্ল রামপ্রসাদ।

উলুবেড়িয়া।—হাওড়া হইতে ২০ মাইল। ওজন (জেলা হাওড়া।) ৮০ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটে গঙ্গার ধারে বাজার। এখানে ধান্য, চাউল, নারিকেল, হোগলা প্রভৃতির আমদানি হইয়া থাকে।

স্থানটী ছোট হইলেও চালের ও ধানের আমদানি বেশ আছে। যাঁহারা ধান চালের কল করিতে চান, তাঁহারা এখানে কল করিলে বেশ লাভবান হইতে পারিবেন। নারিকেল এখানে খুব সস্তা বলিয়া এখান হইতে যথেষ্ট পরিমাণে নারিকেল ভাদ্রমাসে পশ্চিমে ষট্ পার্ব্বণের জন্য রেলে চালান গিয়া থাকে। পশ্চিমের মহাজনেরা এখানে আসিয়া লইয়া গিয়া থাকেন, আর বাঙ্গালী ভায়ারা ঘরের কোণে বসিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে চাহেন। আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, রেলে দশ হাজার নারিকেল চালান দিলে ১০০৲ কি ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। একটু পরিশ্রম করিয়া ঐ সময় ৫।৭ রেল নারিকেল পশ্চিমে চালান দিলে বৎসরের খোরাক পোষাইয়া যায়। এখানে মাটীর হাঁড়ি, কলসী প্রভৃতি যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং কলিকাতায় চালান গিয়া থাকে, মৎস্য এখানে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। তরিতরকারী এখানে খুব সস্তা। রেল, ষ্টীমার ও নৌকাযোগে মাল চালানের খুব সুবিধা আছে। হোগ্লার জন্মস্থান এখানে এবং প্রচুর পাওয়া যায়।

আড়তদার—রাখালদাস মিত্র, সুখময় পড়েল, রাখালচন্দ্র ধর।

খড়্গপুর।—হাওড়া হইতে ৭২ মাইল। ওজন ৮০ (জেলা মেদিনীপুর।) সিক্কা। বাজার ষ্টেশনের নিকট। এখানে চাউলও ধান্যের প্রধান আমদানি আছে।

বি, এন, রেলওয়ের এখানে একটী ডিষ্ট্রীক্ট আপিস থাকায় অনেক লোকের বসবাস হইয়াছে। রেলের ধারেই "গোলবাজার" প্রসিদ্ধ। পুরাতন বাজারে আর তেমন আমদানি নাই। মাড়োয়ারী ও ভাটিয়ারা প্রধান ব্যবসায়ী। তাহারা কলিকাতা ও পশ্চিমাঞ্চল হইতে নানাপ্রকার পণ্যদ্রব্য আমদানি করিয়া থাকে। চাল ও ধানের কাজই প্রধান। মোটা কাজলা চাল যথেষ্ট পরিমাণে কলিকাতা রামকৃষ্ণপুরে চালান গিয়া থাকে। চালের কাজ বারমাস বেশ চলে। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালী মহাজনের কারবার খুব কম।

আড়তদার—ফকিরদাস কর, শশিভূষণ কুণ্ড।

মেদিনীপুর।—হাওড়া হইতে বেঙ্গল নাগপুর রেলে (জেলা।) ৮০ মাইল দূর। খড়্গপুরে গাড়ী বদল করিতে হয়। ওজন ৮০ সিক্কা। বাজার ষ্টেসন হইতে একক্রোশ দূরে। তবে ষ্টেসনের নিকটে ইন্দ্রিগঞ্জে অনেক গোলাদার আছে। এখানেও প্রধান চাউল ও ধানের আমদানি। তবে সহর যায়গা, নানাপ্রকার জিনিসের আমদানি রপ্তানি আছে এবং ব্যবসার স্থান। মেদিনীপুর জেলায় ছয় প্রকার চালের আমদানি হইয়া থাকে, যথা—আমন, আউস, কঙ্কি, বোরা, ঝাঁজি ও মুয়ান; সব মোটা রকমের

চাউলের আমদানি এখানে নাই বলিলেই হয়। এখানে রেশম, দেশীচিনি, গুটি, তিল, গোঁজা, নীল, তুলা, পান, রেশমীবস্ত্র, দেশী মোটা ধুতি ও গামছা, তাঁবা ও পিতল কাঁসারের বাসনের কারখানা, মৌয়া, কলাই, লঙ্কা, গুড়, রেড়ী প্রভৃতি পাওয়া যায়। মেদিনীপুরে বেশ ভাল মাদুর ও পাটী পাওয়া যায়।

আড়তদার—দ্বিজবর দে, হরিদাস কুণ্ডু, হরিচরণ দে, মাণিকচন্দ্র পাল, সাং ইস্ত্রিগঞ্জ।

চাকুলিয়া।—হাওড়া হইতে বেঙ্গল নাগপুর রেল (জেলা সিংভূম।) দিয়া, খড়্গাপুর ষ্টেশনে গাড়ী বদলাইয়া চাকুলিয়া যাইতে হয়। দূর—১১৩ মাইল। ওজন ৮০ সিক্কা, ষ্টেসনের নিকটে বাজার। এখানে চাউল ও ধানের প্রধান কারবার এবং যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। তা'ছাড়া, হরিতকী, মৌয়া, তিল, সরিষা, গোঁজা, তিসি, রেড়ী, মধু, মোম, কাষ্ঠ ও গুটী প্রভৃতি আমদানি হইয়া থাকে।

আড়তদার—হরিশ্চন্দ্র পাল, শীতলচন্দ্র পাল, নিমাইচন্দ্র পাল।

চন্দ্রকোণা।—হাওড়া হইতে বেঙ্গল-নাগপুর রেলে (জেলা মেদিনীপুর।) খড়্গপুরে গাড়ী বদল করিয়া চন্দ্রকোণা রোড ষ্টেসনে নামিয়া যাইতে হয়; দূর ১০১ মাইল। ওজন ৮০ সিক্কা। ষ্টেসন হইতে বাজার ৭।৮ মাইল দূর হইবে। এখানে ঘৃতের প্রধান কারবার; এরূপ সদ্‌গন্ধ ও সুমিষ্ট গাওয়া ঘৃত আর কোথাও হয় না, এবং কলিকাতার বাজারে সর্ব্বাপেক্ষা

উচ্চদরে বিক্রয় হইয়া থাকে। সমস্ত ঘৃত ছোট কলসী ও মট্‌কী করিয়া চালান যায়। এখান হইতে খড়ার নামক স্থানে অনেক বাসনের কারখানা আছে এবং নানাপ্রকার সৌখিন বাসন তৈয়ার হইয়া কলিকাতায় চালান গিয়া থাকে।

আড়তদার—নারাণ সাঁতরা, বলরাম হালদার। গোবিন্দ ভুঁইয়া,—জেনারেল মারচেণ্ট।

চক্রধরপুর। (জেলা।)—হাওড়া হইতে বেঙ্গল নাগপুর রেলে খড়্গপুর গাড়ী বদল করিয়া যাইতে হয় এবং ভায়া আসনসোল হইয়াও যাওয়া যায়। ১৯৪ মাইল দূর। ওজন ৮০ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটেই বাজার। এখানে চাকুলিয়ার মতন চাউল ও ধান্য প্রভৃতির আমদানি আছে। চক্রধরপুর কাষ্ঠ ও চালের জন্য প্রসিদ্ধ। মোটা চালের প্রচুর পরিমাণে বারমাস আমদানি হইয়া থাকে। এই সকল চাল মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা আসানসোল, বরাকর, রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়া কয়লা খাদের বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে চালান দিয়া থাকে। চালের কাজে বেশ লাভ হইয়া থাকে। নিকটস্থ জঙ্গল ও পাহাড় হইতে মোটা মোটা শাল কাঠের আমদানি থাকায়, কাঠের ব্যবসায়ীরা এখানে কাঠ খরিদ করিবার জন্য আসিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া, এখানে মধু, মোম, ধুনা, রেশমের গুটী, তিল, সরিষা, গুঞ্জা, কুসুমবীজ, হড়্‌হুক ও পাকড়া প্রভৃতি পাওয়া যায়। সমস্ত রেলযোগে চালান গিয়া থাকে।

কটক।—হাওড়া হইতে বেঙ্গল-নাগপুর রেলে ২৫৩ মাইল। ওজন ৬০ ও ৮০ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটেই বাজার—বেশ সহর জায়গা; নানারকম জিনিসের আমদানি ও রপ্তানি আছে। চাউল, ধান্য ও কাষ্ঠ এই তিন জিনিসের প্রধান ব্যবসার স্থান। তা'ছাড়া, ধূনা, তিল, মধু, চোয়া, কুরথি, মোম, গালা, গুটী, গোঁজা, হরীতকী, কটকের চটীজুতা, মহিষের শৃঙ্গের নানাপ্রকার লাঠী, চিরুণী, দেশী নানারকম চওড়া-পেড়ে ধূতী ও গামছা, মাদুর, নারিকেল, হুকার খোল ও নলিচা, কটকের জাঁতি, কাদ্দা, ছুরি, বঁটী ও কটকের নানাপ্রকার পিতল কাঁসার তৈজসপত্র, নানাপ্রকার কাঠের কৌটা ও খেলনা প্রভৃতি নানাপ্রকার জিনিসের আমদানি আছে। একবার নিজে যাইয়া দেখিয়া আসিতে হয়; তাহা না হইলে সকল জিনিসের সন্ধান পাওয়া যায় না।

(জেলা।)

কটকের কাজলা চালই প্রসিদ্ধ। এখান হইতে প্রচুর পরিমাণে চাল খরিদ করিয়া মাড়োয়ারী ও নাকোদা মহাজনেরা রামকৃষ্ণপুর, মান্দ্রাজ, মরিসস্ প্রভৃতি স্থানে বারমাস চালান দিয়া থাকে। বিলাতি সিপ্‌মেণ্টের জন্য এই চাল বরাবর খিদিরপুর ডকে চালান হইয়া থাকে। কটক শিল্প জিনিসের জন্য প্রসিদ্ধ। নানাপ্রকার শিল্পদ্রব্য এখানে পাওয়া যায়। অধুনা এই শিল্পের দিন দিন উন্নতি হইতেছে। কএকটী জিনিসের সম্বন্ধে আমরা এখানে আলোচনা করিব। শৃঙ্গশিল্পের এখানে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা আজকাল অনেক প্রকার জিনিস তৈয়ারী হইতেছে। চামড়ার জুতা এখানে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে কটকের কেবল চটীজুতা হইত, এখন

দস্তর মত কাঁচা চামড়া পরিষ্কার করিবার অনেক কারখানা (Tannary) হইয়াছে। বিলাতি ধরণের জুতা, চামড়ার ব্যাগ, বাক্স, ঘোড়ার সাজ প্রভৃতি অনেক জিনিস তৈয়ারী হইতেছে এবং কলিকাতায় চালান যাইতেছে। কুলথ কলাই এখানে প্রচুর পাওয়া যায়। কটকের থালা, বাটী ও ডিস্ প্রসিদ্ধ। ঐ সকল জিনিস পুরীতে ও কলিকাতায় যথেষ্ট পরিমাণে চালান গিয়া থাকে। নেপালের কাঠের আমদানি বন্ধ হওয়ার পর হইতে নাগপুর ও কটকের কাঠ বঙ্গের বাজারে যথেষ্ট প্রচলন হইয়াছে। বঙ্গের অধিকাংশ কাঠব্যবসায়ী বারমাস এখান হইতে কাষ্ঠ খরিদ করিয়া থাকেন। কিন্তু এখানকার ও নাগপুরের কাঠ তেমন স্থায়ী হয় না। কারণ জঙ্গলের পুরাতন গাছ যাহা ছিল, তাহা অনেকদিন হইল ফুরাইয়া গিয়াছে। হালে যে সকল কাঠ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে খুব মোটা রকমের পুরাতন গুঁড়ি নাই। কাজেই দুই চারি বৎসরে কাঠ শুকাইয়া যায় এবং নষ্ট হইয়া ফোঁপ্‌রা হইয়া যায়। ইহাপেক্ষা আমাদের বিবেচনায় পুরাতন কড়ি খরিদ করিয়া, তাহাতে দরজা, জানালা ও বরগা করা খুব ভাল। কটকের ধুনার নাম-ডাক আছে এবং যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

আড়তদার—হরবক্স খাঁ, হাজী জাকারিয়া, মোঃ রাণীহাট; নৌপরাম রামগোপাল, অর্জ্জুনদাস গণেশদাস, মোঃ বড়বাজার; উমেশচন্দ্র মল্লিক, শশিভূষণ মল্লিক।

পুরুলিয়া। (জেলা মানভূম।) —হাওড়া হইতে ই, আর, রেলে আসানসোল যাইয়া গাড়ী বদল করিয়া, বেঙ্গল-নাগপুর রেল দিয়া পুরুলিয়া যাইতে হয়;—দূর ১৮৩ মাইল। অথবা হাওড়া হইতে বি, এন্, রেলে বরাবর পুরুলিয়া যাওয়া যায়। ওজন ৮০ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটে বাজার। বেশ সহর জায়গা, সেই জন্য নানারকম জিনিষের আমদানি রপ্তানি আছে। ব্যবসা বাণিজ্য এখানে বেশ চলে। এখানে ধান্য ও চাউলের প্রধান কারবার। তা' ছাড়া, তিল, মোম, গালা, গুটী, মধু, হরীতকী, ধুনা, মহিষের সিংএর ছড়ি, সরিষা প্রভৃতির যথেষ্ট আমদানি আছে। মানভূম জেলার মধ্যে একটী প্রধান বাজার;—কাজেই খরিদ বিক্রী এখানে বেশ হইয়া থাকে।

আড়তদার—সীতারাম মাড়োয়ারী, জয়নারায়ণ ঠাকুরদাস, গোলাপরায় রামেশ্বর, তুলারাম নাত্তুরাম।

বাঁকুড়া। (জেলা।) —হাওড়া হইতে ই, আর, রেলে আসানসোলে গাড়ী বদল করিয়া, বেঙ্গল-নাগপুর রেল দিয়া বাঁকুড়া যাইতে হয়;—দূর ২২৬ মাইল। ওজন ৮০ সিক্কা। ষ্টেসন হইতে বাজার একক্রোশ দূরে। ইহা একটী সহর জায়গা, কাজেই নানাপ্রকার জিনিসের খরিদ বিক্রী হইয়া থাকে। চাউল ও ধান্য এখানে যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। তা' ছাড়া, হরীতকী, মোম, মধু, তিল, লা, রেশম, গুটী, গোঁজা,

সুগন্ধি খোসবয় আর কোথাও হয় না—তবে একটু কড়া ধাত,—গয়ার মত নরম নহে। ৺শ্রীপতি করেরই চলতি বেশী। তা' ছাড়া, আরও ২।৪ জন তামাক তৈয়ারি করিতেছে বটে—কিন্তু তেমন হয় না।

আড়তদার—খুবচাঁদ লছমীনারায়ণ।

ঝাল্‌দা।—হাওড়া হইতে ই, আই, রেলে আসানসোল (জেলা মানভূম।) জংসন হইয়া পুরুলিয়া যাইতে হয়, তথা হইতে পুনরায় গাড়ী বদল করিয়া ঝাল্‌দা যাইতে হয়। ২১৩ মাইল দূর। হাওড়া হইতে বরাবর বেঙ্গল-নাগপুর রেল দিয়া যাইলে ভাড়া কম হয়। ওজন ৮০ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটেই বাজার। এখানে চাউল, ধান্য, ধুনা, মৌয়া, গাঁজা, সরিষা, লা, মোম, হরীতকী, গুটী, তিল, মধু প্রভৃতি পাওয়া যায়। এখানে লাঠি খুব ভাল হয় এবং যথেষ্ট পরিমাণে চালান গিয়া থাকে; এখান হইতে অভ্রও যথেষ্ট চালান গিয়া থাকে। দেহাতে অনেকস্থলে অভ্রের খনি আছে।

আড়তদার—ঈশ্বরচন্দ্র মোদক, হরদত্তরায়, তুলারাম নাত্তুরাম।

চাণ্ডিল।—হাওড়া হইতে ই, আই, রেলে আসানসোল (জেলা মানভূম।) জংসনে নামিয়া পুনরায় পুরুলিয়াতে গাড়ী বদল করিয়া যাইতে হয়। ২৬৮ মাইল দূর। ওজন ৮০ সিক্কা। ষ্টেসন হইতে বাজার নিকটে। ঝাল্‌দার ন্যায় এখানে মালের

আমদানি আছে; তদ্ব্যতীত এখানে অনেক গালার কুঠী আছে এবং গালার একটী প্রধান ব্যবসা স্থান; কলিকাতার অনেক ইংরাজ ধনীদিগের এখানে কুঠী আছে। এখান হইতেও লাঠি যথেষ্ট পরিমাণে চালান গিয়া থাকে। গরুর গাড়ীর ধূরার কাঠ এখানে খুব সুবিধা দরে পাওয়া যায়। এক রেল লইলে মাশুল খুব কম পড়ে এবং বর্দ্ধমান, হুগলি, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে চালান দিয়া বিক্রয় করিলে প্রতি ধূরাতে ৵০ হইতে।০ আনা পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। কাঠও এখানে যথেষ্ট পাওয়া যায়।

আড়তদার—যুগলকিশোর দরিপ্যা, খেতারাম রামেশ্বর, রূপলাল দশরথ।

মদনপুর।—সিয়ালদহ হইতে ই, বি, রেলে ৩৩ মাইল। (জেলা নদীয়া।) ওজন ৮২॥৵০ সিক্কা। ষ্টেসন হইতে এক ক্রোশ দূরে "কালীগঞ্জ" নানক স্থানে বাজার আছে। এই বাজারে হাট হইয়া থাকে। সপ্তাহে দুই দিন হাট হয়; হাটবারে মাল খরিদ করিতে হয়। এখানে পাট, সরিষা, সোণামুগ, রহড়, মসুরি, বিরিকলাই, খেজুরে গুড়, আলু, তিসি, মটর, তামাক প্রভৃতির আমদানি হইয়া থাকে। ইহা একটী বেশ ব্যবসার স্থান, তবে বারমাস চলে না—বর্ষার সময়ে বন্ধ হইয়া যায়। তা' ছাড়া, পত্রে লিখিয়া মাল আনান চলে না। তেমন ভাল আড়তদার নাই, সব ফোড়ে মহাজন, কাজেই প্রতিহাটে লোক পাঠাইতে হয়।

চাক্‌দা।---শিয়ালদহ হইতে ই, বি, রেলে ৩৮ মাইল; (জেলা নদীয়া।) ওজন ৮২॥৵০ সিক্কা। ষ্টেসন হইতে হাট এক মাইল দুরে। এখানে পাট, সরিষা, সোণামুগ, রহড়, মসুরি, খোল, বিরিকলাই, খেজুরে নাগ্‌রি, আলু, তিসি, মটর ও তামাক প্রভৃতির যথেষ্ট আমদানি হইয়া থাকে। সপ্তাহে দুইটী হাট হয়; হাটবারে মালের আমদানি হয়। পত্র লিখিয়া মাল আনান চলে না—লোক পাঠাইতে হয়। তেমন ভাল আড়তদার নাই, তবে উহাদের মধ্যে কার্ত্তিক সিংহ, নফর দপ্তরী, সত্যনারায়ণ দে, দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আড়তদার আছে। এখান হইতে তিন ক্রোশ দুরে কুমূলে নামক স্থানে হিংলি তামাকের যথেষ্ট আমদানি আছে এবং জিনিস বেশ হয়।

রাণাঘাট।—শিয়ালদহ হইতে ই, বি, রেলে ৪৬ মাইল, (জেলা নদীয়া।) ওজন ৮২॥৵০ সিক্কা। এখানেও চাক্‌দহের মতন ধান্য, চাল প্রভৃতি সকল জিনিসের আমদানি আছে। এখানে পাট, সরিষা, সোণামুগ, রহড়, মসুরি, ঘানির খৈল, কলাই, খেজুরে গুড়, গব্যঘৃত, আলু, তিসি, মটর, তামাক প্রভৃতি প্রচুর আমদানি হইয়া থাকে। নদীয়া জেলার মধ্যে সোণামুগ এখানে উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল মুগ কলিকাতার বাজারে উচ্চমূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। খেজুরে গুড়ের নাগরি প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইয়া নানাস্থানে চালান গিয়া থাকে। চিনির ব্যবসা যাঁহারা করেন, তাঁহারা এইস্থান হইতে মরসুমের সময় গুড় খরিদ করিয়া থাকেন। রাণাঘাটের নলেন গুড়

বিখ্যাত, এরূপ সুস্বাদু গুড় এ জেলার মধ্যে কোথাও হয় না। এখানকার গব্যঘৃত বিশুদ্ধ জিনিস। কলিকাতার বাজারে খুব উচ্চমূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। রাণাঘাটে রাধাবিনোদ দত্ত নামক একজন কাঁরিকর মন্দিরের বড় ঘণ্টা তৈয়ারী করে।

আড়তদার—রাখালদাস দালাল, জনার্দ্দন কুণ্ডু, রাধাগোবিন্দ প্রামাণিক।

আড়ংহাটা।—শিয়ালদহ হইতে ই, বি, রেলে ৫১ মাইল; ওজন ৮২॥৶০ সিকা।

(জেলা নদীয়া।)

ষ্টেসনের নিকটেই বাজার। চাকদার মত সমস্ত মালের আমদানি আছে; তবে খেজুরে গুড়ের নাগরি ও দেশী পাট প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

আড়তদার—শ্রীমন্ত ঘোষ, ওয়াজাদালি মণ্ডল।

হাঁসখালি।—শিয়ালদহ হইতে ই, বি, এস, রেলে বগুলা ষ্টেসনে নামিয়া যাইতে হয়; ৫৮ মাইল দূর। ওজন ৮২॥৶০ সিকা। ষ্টেসন হইতে তিন মাইল যাইতে হয়। চূর্ণী নদীর ধারে বাজার। বর্ষাকালে মাল চালানের বেশ সুবিধা আছে। চাকদহ হাটের ন্যায় সমস্ত জিনিসের আমদানি আছে, তবে এখানে কলাই, গুড় ও পাট বেশী পরিমাণে আমদানি হয়। এখানকার কলাএর নাম-ডাক আছে, এবং যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

(জেলা নদীয়া।)

আড়তদার—চণ্ডীমণ্ডল, অক্রূর বিশ্বাস। পোদেদের কয় ঘর আড়ত আছে।

কৃষ্ণগঞ্জ। —শিয়ালদহ হইতে ই, বি, এস, রেলে
(জেলা নদীয়া।) শিবনিবাস ষ্টেসনে নামিয়া কৃষ্ণগঞ্জে যাইতে হয়। দূর ৬৫ মাইল। ওজন ৮২৷৵০ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটেই বাজার। চাকদার মত সকল জিনিসের আমদানি আছে, তবে কলাই ও গুড় বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়।

আড়তদার—সর্ব্বেশ্বর খাঁ, বেণীমাধব দাস, সূর্য্যকান্ত কুণ্ডু, পঞ্চানন দাস, ননীগোপাল পাল।

দামুকদিয়া। —শিয়ালদহ হইতে ই, বি, রেলে ১২০
(জেলা নদীয়া।) মাইল। ওজন ৮২৷৵০ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটেই বাজার। এখানেও চাকদহের মত সকল জিনিসের আমদানি আছে; তবে গুড়, পাট ও কলাই বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানে হইতে মৎস্যের কারবার বেশ চলে এবং সুবিধাদরেও পাওয়া যায়।

আড়তদার—রামরতন সরকার, সতীশচন্দ্র দত্ত।

কুষ্টিয়া। —শিয়ালদহ হইতে ই, বি, রেলে ১১০ মাইল,
(জেলা নদীয়া।) ওজন ৮০ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটেই বাজার। এখানে সোণামুগ, মটর, কলাই, ধান্য, চাল, খেজুরে গুড়, তিসি, রেড়ী, হলুদ, রাঁধুনী, পাট, আলু, কাপড় প্রভৃতি পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পাট, গুড় ও কলাই যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। কুষ্টিয়ার কলাইএর নাম-ডাক আছে। এখানে

তাঁতের বুনান নানাপ্রকার কাপড়, গামছা ও ছিট্ প্রস্তুত হইয়া থাকে। হলুদ এখানকার বেশ ভাল হয়।

দেশওয়ালী পাটের একটী প্রধান স্থান। নওয়ালির সময় পাট প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইয়া নানাস্থানে প্রেরিত হয়। সেইজন্য ভাদ্রমাস হইতে ৪ মাস পাটের মরসুমের সময় যথেষ্ট পাটের আমদানি হইয়া থাকে। কুষ্টিয়াতে "মোহিনী মিল" নামে একটী কাপড়ের কল আছে, এই কলে খুব সূক্ষ্ম ধূতি প্রস্তুত হয় এবং নানাপ্রকার সুতীর চেক্ ও ছিট প্রস্তুত হয়। এখানে তাঁতির বাস অনেক; তাঁতের নানাপ্রকার পাকাছিট এখানে যথেষ্ট প্রস্তুত হইয়া কলিকাতার বাজারে আমদানি হইয়া থাকে।

এখানে চিনি পরিষ্কার (Refine) করিবার জন্য একটী কল আছে। এই কলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে খেজুরে গুড় হইতে চিনি তৈয়ারী হইয়া থাকে। এই কলটী একজন ইংরাজ বণিকের দ্বারায় পরিচালিত হইতেছে। দুঃখের বিষয়, স্থানীয় বড় বড় ধনী ও জমীদার মহাশয়েরা এদিকে লক্ষ্য করেন না, তাঁহারা কোম্পানির কাগজ কিনিয়া সামান্য সুদ উপভোগ করিতেছেন।

আড়তদার—চাঁদ পরামাণিক (বড় সওদাগর), নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হ্যাদেক ব্যাপারি, যোগেন্দ্রনাথ সাহা, মনিরুদ্দিন পরামাণিক, হরিশ্চন্দ্র রায় চৌধুরী, নীলমণি সান্যাল।

গোয়ালন্দ।—শিয়ালদহ হইতে ই, বি, রেলে ১০৭ (জেলা ফরিদপুর।) মাইল। ওজন ৮০ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটে নদীর ধারে বাজার। এখানে নানারকম মালের যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি আছে। কাট্‌রা মাল, যথা—বুট, গম, তিসি, সরিষা, মটর, মসুরি, কলাই, খেজুরে নাগরি গুড়, পাট, হলুদ, মুগ, নানাপ্রকার কাপড়ের ছিট ও গামছা, তরমুজ, নোনামাছ, শুঁট্‌কিমাছ, টাট্‌কা ইলিস মাছ, তামাক, লঙ্কা প্রভৃতির যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। এখানে গুড়, পাট, কলাই ও হলুদ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। মৎস্যের কার্য্য এখানে রীতিমত চলে। এখানকার কাপড়ের ছিট, মৎস্য ও তরমুজ বিখ্যাত।

পূর্ব্ববঙ্গে যাইবার গোয়ালন্দই প্রধান দ্বার। শিয়ালদহ ষ্টেসন হইতে রেলপথে গোয়ালন্দই শেষ ষ্টেসন। এইখানে পদ্মা ও যমুনা নদী মিলিত হইয়াছে এবং এখান হইতে ঢাকা, বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম, কাছাড় প্রভৃতি যাইবার জন্য এবং মাল বহন করিবার জন্য বড় বড় ষ্টীমার ও বোট সদা সর্ব্বদা ঘাটে বাঁধা থাকে। পাটের আমদানি যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া থাকে। নানাস্থান হইতে মাল এখানে জমা হইয়া কলিকাতায় চালান গিয়া থাকে।

আড়তদার—প্রহ্লাদচন্দ্র সাহা, মথুরানাথ সাহা, পঞ্চানন সেন, কানাইলাল ঘনশ্যাম দাস, শরচ্চন্দ্র দত্ত।

শান্তিপুর।—শিয়ালদহ ষ্টেসন হইতে ই, বি, রেলে (জেলা নদীয়া।) রাণাঘাট নামিয়া পুনরায় রাণাঘাট কৃষ্ণনগর লাইনে শান্তিপুর ষ্টেসনে ৭০ মাইল। ওজন ৮২॥৶০ সিক্কা। গঙ্গার ধারেই বাজার; বেশ ব্যবসার স্থান। চাল ও ধানের একটী প্রধান কারবারের স্থান। বড় বড় মহাজন ও আড়তদার আছে। তা' ছাড়া মটর, মসুরি, বিরিকলাই, সোণামুগ, খেজুরে গুড়, দোলোচিনি, রহড়, তিসি, সরিষা, হলুদ, পাট, শণ, দেশী তাঁতের ধুতি প্রভৃতির যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি আছে। এখানে গুড়ের আমদানি প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে এবং অনেক খেজুরে দোলোর কারখানা আছে; চিনি, দোলো ও চ্যাটার চিনি তৈয়ারী হইয়া থাকে; দোবরা চিনি এখানে হয় না। ইক্ষুগুড়েরও আমদানি বেশ হইয়া থাকে। এখানকার তাঁতের দেশী ধুতির নাম-ডাক আছে। অনেক তাঁতঘর আছে এবং নানা রকমের পাকা পাড় তৈয়ারী হইয়া নানাস্থানে চালান গিয়া থাকে।

পূর্ব্বে অনেক চিনির কারখানা ছিল, বিদেশী চিনির আমদানি এবং তাহার প্রতিযোগীতায় বিক্রয় কম হইয়াছে। এই সকল দোলোচিনি শুকচরে চালান যায়, তথায় তাহারা পুনরায় গালাই করিয়া এক বোরা দোবরা তৈয়ারী করে। খেজুরে গুড়ের নাগরিই এখানে প্রচুর পরিমাণে আমদানি হয়, মরসুমের সময় এই সকল গুড় কলিকাতা অঞ্চলে ও পূর্ব্ববঙ্গে অনেক স্থানে নৌকাযোগে চালান গিয়া থাকে। কেবল গুড়ের কাজ এখানে বেশ চলে। মিহি সুতার দেশী কাপড় এখানে অল্পরূপ তৈয়ারী হইয়া থাকে; ঢাকার নীচেই শান্তিপুরের

কাপড়, এই কাপড়ের কাজ একটী প্রধান ব্যবসা, দেশ-বিদেশ হইতে পাইকারগণ এখানে আসিয়া কাপড় লইয়া যায়। এমন সূক্ষ্মধুতি আর কোথাও হয় না।

আড়তদার—হীরালাল সাহা, সৈয়দ মণ্ডল (কাপড়ের মহাজন।)

কাল্না।—হাওড়া হইতে ই, আই, আর রেলে (জেলা নদীয়া।) ব্যাণ্ডেল বারহারোয়া লাইনে কাল্না কোর্ট ষ্টেসন ৫২ মাইল। ওজন ৮২॥৶০ সিক্কা।

বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে কাল্না একটী প্রধান বাণিজ্যের স্থান। ষ্টেসনের নিকট গঙ্গার ধারেই বাজার—বেশ সহর জায়গা। চাল ও ধানের প্রধান মোকাম। অনেক আড়তদার ও মহাজনের গোলা ও গদী আছে। বর্দ্ধমানের মত সকল রকম চালের আমদানি যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এখানে ১০।১২টী ধানের কল আছে, এখানকার আমদানি চাল ও কলের উৎপন্ন-জাত চাল, হুগলী, শ্রীপুর, বলাগড়, রাণাঘাট, চুঁচুড়া, চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর, শ্রীরামপুর, সেওড়াফুলী, বালী, কাঁকনাড়া, বারাকপুর, সুকচর, পেনিটী ও কলিকাতায় চালান গিয়া থাকে। চালের কল এখানে বেশ চলে, কেন না, রেলে ও নৌকায় মাল চালানের বেশ সুবিধা আছে। যাঁহারা কল করিতে চান, তাঁহারা এখানে কল করিলে বেশ লাভ করিতে পারিবেন। কাল্না বর্দ্ধমান জেলার একটী সবডিবিজন্ বলিয়া অনেক লোকের সমাগম আছে। এখানে চাল ধান ভিন্ন, দেশওয়াল বুট,

গম, মটর, কলাই, মসুরি খেসারি, মুগ, তিসি, যব, সরিষা প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে ভুষি মালের আমদানি হইয়া থাকে। এই সকল জিনিস ফাল্গুন মাস হইতে আমদানি হইয়া বৈশাখ মাসে শেষ হয়; তাহার পর আর তত পাওয়া যায় না।

আড়তদার—নুটবিহারী পাল, বিহারিলাল দত্ত।

জিয়াগঞ্জ।—শিয়ালদহ হইতে ই, বি, এস রেলে—(জেলা মুর্শিদাবাদ।) রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিয়া জিয়াগঞ্জে যাইতে হয়। দূর ৮১ মাইল। ওজন ৮২৷৷৵০ সিক্কা। গঙ্গার উপরেই বাজার। এই জেলার মধ্যে এইটী প্রধান বাণিজ্যের স্থান। এখানে নানাপ্রকার জিনিসের আমদানি ও রপ্তানি আছে। এখানকার কাটরা মালের নাম "দেশওয়াল মাল।" দানা কিছু ছোট হয়—জিনিস মন্দ নহে, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চাউল, ধান্য, পাট, শোণ, কলাই ও মুগ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। তা' ছাড়া, বুট, গম, তিসি, সরিষা, মটর, মসুরি, খেসারি, লঙ্কা, গুড়, মুগ, নানাপ্রকার সিল্কের কাপড়, বালাপোষ, পাট, পিতল-কাঁসারের বাসন প্রভৃতিও পাওয়া যায়। এখানে অনেক বড় বড় ধনীদিগের গদী-গোলা আছে এবং খরিদ হইয়া থাকে।

আড়তদার—দুখীরাম রামনন্দনরাম, রেখাবচাঁদ, হনুমান ভকত, কৈলাশচন্দ্র দত্ত, শ্যামদাস মণ্ডল, পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল, মাণিকচন্দ্র কুণ্ডু।

এখানে ষ্টীল ট্রাঙ্কের কারখানা আছে। জঙ্গলী সাহা, ইণ্ডিয়ান্ ষ্টীল ট্রাঙ্ক ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, তিনকড়ি চন্দ্র এণ্ড কোং।

মুর্শিদাবাদ।—শিয়ালদহ হইতে ই, বি, এস রেলে
(জেলা।)

রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিয়া, মুর্শিদাবাদ যাইতে হয়; দূর ৭৭ মাইল; অথবা ই, আই, আর রেলে লুপলাইন দিয়া নলহাটীতে গাড়ী বদল করিয়া আজিমগঞ্জ ষ্টেসনে নামিতে হয়। দূর ১৭২ মাইল; আজিমগঞ্জ হইতে নৌকাযোগে মুর্শিদাবাদ যাইতে হয়। ওজন ৮০ সিক্কা। মুর্শিদাবাদের প্রধান সহর খাগ্‌ড়া—সন্নিকটে বহরমপুর। আমরা তিন স্থানের বিবরণ একত্রে এইখানে দিলাম। এ জেলার প্রধান ব্যবসা রেশম ও রেশমের প্রস্তত ধুতি, চাদর, বালাপোষ, শাল প্রভৃতি। এখানে ইংরাজদিগের অনেক রেশমকুঠী ছিল। এই সকল রেশম, সূত্র, কাপড় এবং মট্কার মিহি ও মোটা কাপড় বেশ টেঁকসই হইয়া থাকে। আজকাল দেশী সাদা চাদ্দরের পরিবর্ত্তে এখানকার চাদর ও বেণারসের চাদরের খুব চলন হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে, খুব জোরের সহিত এখানে ব্যবসা চলিতেছে। এখানকার মত বালাপোষ ভারতের আর কোন স্থানে তৈয়ারী হয় না। খাগ্‌ড়াতে বাসনের কারখানা যথেষ্ট আছে এবং নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট ও সৌখীন কাঁসার বাসন তৈয়ারী হইয়া নানাস্থানে চালান যায়। এরূপ সৌখীন ও হাল্‌কা গড়নের বাসন আর কোথাও হয় না। বাজারে উহা খাগ্‌ড়াই বাসন নামে বিক্রয় হয়। এখানে ধান্য, চাউল, পাট, তামাক, গুড়, মুগ, বুট, কলাই, সরিষা, লঙ্কা, মসুরি, খেসারি প্রভৃতির যথেষ্ট আমদানি হইয়া থাকে। ইহাও একটী

আড়তদার।—(মারবারী) চন্দনমল অভয়মল, রামচাঁদ রেখাবচাঁদ, মুথালাল গণেশীলাল। (বাঙ্গালী) যোগেন্দ্রনাথ সাহা, ৺মধুসূদন সাহা, প্রাণহরি প্রাণবল্লভ সাহা, ৺কৈলাশচন্দ্র দত্ত।

জিয়াগঞ্জ বালুচর, পট্টবস্ত্রের (রেশমি কাপড়ের) জন্ত বিখ্যাত, এরূপ সুদৃঢ় দীর্ঘস্থায়ী বস্ত্র অন্যত্রে হয় না এবং এখানকার মুর্শিদাবাদের বালাপোষ ভুবনবিখ্যাত। ব্যবসায়ীগণ।—

মেসার্স বোথ্‌রা এণ্ড সন্স, ধনঞ্জয় সাহা, শিবশঙ্কর সাহা, মন্মথনাথ সাহা, গোবিন্দচন্দ্র ধর, রাধিকাপ্রসাদ দাস।

মুর্শিদাবাদ (বালুচর) হস্তিদন্তের কারুকার্য্যের জন্য জগৎ-বিখ্যাত। শিল্পিগণের নাম যথা ;—

মুরারীমোহন ভাস্কর, গণেশচন্দ্র ভাস্কর, মহেশচন্দ্র ভাস্কর। এখানকার জঙ্গলী সাহার স্বদেশী ষ্টীলট্রাঙ্ক দেশবিখ্যাত ; অধুনা এই কারখানায় আয়রণ্ সেফ্ তৈয়ার হইতেছে।

তিনকড়ি চন্দ্র ও ধনঞ্জয় সাহা—রেশমী-বস্ত্র, সুতা, বালাপোষ ও বাসনবিক্রেতা—বালুচর। এখানে হস্তিদন্তের নানাপ্রকার কারুকার্য্যখচিত দ্রব্যাদি তৈয়ারি হইয়া থাকে। কারখানার নাম—দি মুর্শিদাবাদ আর্ট এজেন্সি।

কাঁসার বাসনের কারখানা, মোং খাগড়া ;—কৈলাস চন্দ্র পরামাণিক, ঋষিপদ কুণ্ডু, বিজয়কৃষ্ণ ভদ্র, হরিচরণ মণ্ডল, গণেশ্বর দাস, রাধাকৃষ্ণ মিস্ত্রি, গোষ্ঠবিহারী দাস।

কাটীহার। (জেলা পূর্ণিয়া।)—হাওড়া হইতে লুপলাইন দিয়া সাহেবগঞ্জ হইয়া মণিহারী ঘাটে যাইতে হয়; তথা হইতে কাটীহার ২৪২ মাইল। অথবা শিয়ালদহ হইতে দামুকদিয়া ঘাটে পার হইয়া সারাঘাটে গাড়ী চড়িতে হয়। তথা হইতে পার্ব্বতীপুর জংসনে পুনরায় গাড়ী বদল করিয়া কাটীহার যাওয়া যায়। দূর ২৬১ মাইল। ওজন ৮৫ সিক্কা। ষ্টেশনের নিকটেই বাজার। এখানে পাট, শণ, তামাক, কাজ্‌লা সরিষা, ছোটদানা তিসি, ধান্য, চাউল, খৈল প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে।

আড়তদার—কর্পূর নায়েক, রামকান্ত গোলাদার।

পূর্ণিয়া। (জেলা।)—হাওড়া হইতে লুপলাইন দিয়া সাহেবগঞ্জ নামিয়া কাটীহার যাইতে হয়। তথা হইতে পূর্ণিয়া ২৮২ মাইল। অথবা শিয়ালদহ হইতে ভায়া পার্ব্বতিপুর জংসন দিয়াও যাওয়া যায়। দূর ২৭৮ মাইল। ষ্টেশন হইতে বাজার এক ক্রোশ দূরে।

এই জেলার মধ্যে যে সকল স্থান আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশ স্থানে, পাট, তামাক, সরিষা ও শণ এই কয় জিনিসের যথেষ্ট আমদানি আছে। মোট কথা, এ জেলা তামাক, পাট ও সরিষার জন্য বিখ্যাত। মতিহার ও গাছতামাক ভাল হয়। তামাকের বিবরণ পূর্ব্বে দিয়াছি। এখানে চালের আমদানিও যথেষ্ট আছে। এই সকল চাল খরিদ করিয়া মহাজনেরা নানা-

জেলার মধ্যে প্রসিদ্ধ স্থান অর্থাৎ সোণালি, বারসই, কিষণগঞ্জ, ফরবেশগঞ্জ, কস্‌বা, তুলোরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে পাটের আমদানি হইয়া থাকে। এই সকল পাটকে উত্তরের পাট বলিয়া থাকে। এখান হইতে নেপালে যাইবার সোজা পথ আছে বলিয়া, নেপালের ব্যবসায়ীরা এখানকার হাটে তাহাদের উৎপন্নজাত জিনিস, গরুর গাড়ী করিয়া আমদানি করে এবং বিক্রয়লব্ধ টাকা হইতে বিলাতি কাপড়, লবণ, কেরোসিন তৈল, মসলা প্রভৃতি খরিদ করিয়া লইয়া গিয়া থাকে। নেপাল হইতে প্রচুর পরিমাণে চাল, ধান, পাট, বোরা, মৃগনাভি, কাষ্ঠ, মধু, মোম, চামড়া প্রভৃতি নানাপ্রকার জিনিসের আমদানি হইয়া থাকে। কাজ্‌লা সরিষা এই জেলাতে সকল স্থানে যথেষ্ট পাওয়া যায়। নীলের চাষ এখানে পূর্ব্বে যথেষ্ট হইত, কৃত্রিম নীল জার্ম্মাণী হইতে আমদানি হওয়া পর্য্যন্ত, নীলের আবাদ অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। চামড়া ও হাড় এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মুসলমানেরাই এই ব্যবসা করিয়া থাকেন। এই সকল চামড়া প্রত্যহ হাওড়াতে চালান গিয়া থাকে। এই ব্যবসার দ্বারা মুসলমানেরা বেশ মোটা রকম রোজগার করিয়া থাকে, ইহাতে লোকসান হইবার ভয় নাই।

আড়তদার।—বিহারী নিয়োগী, বালগোবিন্দ সা, চুণিলাল সা, মোং খুক্‌সিবাগ, হরেকচাঁদ ও গোলাপচাঁদ, ধনপৎ সিং।

সোণালি।—হাওড়া হইতে লুপলাইন দিয়া কাটীহার (জেলা পূর্ণিয়া।) যাইতে হয়,—তথা হইতে সোণালি ২৫৩ মাইল। শিয়ালদহ হইতে ভায়া পার্ব্বতীপুর জংসন দিয়াও যাওয়া যায়; দুর ৩৭২ মাইল। ওজন ৮৫ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটেই বাজার। এখানেও পূর্ণিয়ার মত মালের আমদানি আছে বলিয়া বিশেষ বিবরণ দিলাম না।

আড়তদার।—**বোঁচাই সা, বোকা সা।**

বারসাই।—হাওড়া হইতে লুপলাইন দিয়া কাটীহার (জেলা পূর্ণিয়া।) যাইতে হয়, তথা হইতে বারসাই ২৬৬ মাইল। শিয়ালদহ হইতে ভায়া পার্ব্বতীপুর জংসন দিয়াও যাওয়া যায়। দুর ২৮৫ মাইল। ওজন ৮৫ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটেই বাজার। কাটীহারের মত মালের আমদানি আছে বলিয়া, বিশেষ বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক। এখানে বাজারের নিকটে মহানন্দ নামক নদী আছে, মাল চালানের বেশ সুবিধা আছে। এখানে শুঁট্‌কী মাছের একটী হাট আছে ও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

এখানে সপ্তাহে একটী হাট হইয়া থাকে। এত বড় রকমের হাট পূর্ণিয়া জেলার মধ্যে আর কোথাও হয় না। এই হাটে গুড়, পাট, সরিষা, চাল, মোটা কাপড়, কম্বল, মধু, মোম, গাড়ীর চাকা, গো, মহিষ, ছাগল, উট্ প্রভৃতি জীব জন্তু এবং লঙ্কা ও শুঁট্‌কী মৎস্য যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। দেশী চট্ এখানে প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং সরু ও মোটা মাদুরও যথেষ্ট আমদানি হইয়া থাকে। পূর্ণিয়ার ন্যায় বারসাইএ প্রচুর

পরিমাণে পাট আমদানি হইয়া থাকে, এবং এই সকল পাট কলিকাতায় চালান যায়। পাট ভিন্ন এখানে তামাকও যথেষ্ট আমদানি হইয়া থাকে। এই সকল তামাক খরিদ করিবার জন্য আরাক্যানেরা নওয়ালির সময় এখানে আসিয়া তামাক খরিদ করিয়া চুরুট প্রস্তুতের জন্য বর্ম্মাতে চালান দিয়া থাকে। এখানকার তামাকের জাত ভাল। “তামাক-তত্ত্ব” সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ আমার লিখিত “ব্যবসায় দ্রব্যের ঐতিহাসিক তত্ত্ব’ নামক পুস্তকে পাইবেন।

আড়তদার।—জ্ঞানপ্রসাদ রায়, কৃষ্ণলাল মজুমদার, ঝিয়ালাল সাহা।

কিষণগঞ্জ। (জেলা পুর্ণিয়া।)—হাওড়া হইতে লুপ-লাইন দিয়া কাটীহার যাইতে হয়; তথা হইতে কিষণগঞ্জ অথবা শিয়ালদহ হইতে ভায়া পার্ব্বতীপুর জংসন দিয়া যাইতে হয়। ওজন ৮৫ ও ৯০ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটেই বাজার। কাটীহারের মত মালের আমদানি আছে।

এখানে দেশী তাঁতের নির্ম্মিত এক প্রকার রঙ্গিন কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে, যাহাকে ফটাস্ বলে। এতদ্ভিন্ন গাড়ীর চাকা, মাহুর, দর্‌মা দেশী তাঁতের থলে যথেষ্ট পরিমাণে তৈয়ারী হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে যখন আমাদের দেশে চট্‌কল ছিল না, সেই সময় এই দেশী থোলে মাল ভর্ত্তি করিবার জন্য ব্যবহার হইত। সে সময় এই সকল জেলাতে প্রচুর পরিমাণে

চালান দিত। কল হওয়ার পর হইতে মূল্যের প্রতিযোগিতায় এখানকার কার্য্য প্রায় বন্ধ হইয়াছে। এখন যাহা তৈয়ারী হয়, তাহা তামাকের গাঁটে দিবার জন্য এবং চুন ও সুরকি বোঝাই করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে মিরহাট গ্রামের দে মহাশয়দিগের এবং বৈদ্যপুরের নন্দী মহাশয়দিগের এই দেশী বোরার একচেটে কাজ ছিল এবং এই ব্যবসায়ে তাঁহারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। গরুর গাড়ীর চাকা এখানে চাকুলা নামক গ্রামে যথেষ্ট পরিমাণে তৈয়ারী হইয়া পূর্ণিয়া জেলা এবং অন্যান্য জেলাতে রেল ও নৌকাযোগে প্রচুর পরিমাণে চালান গিয়া থাকে। কেবল এই গাড়ীর চাকার ব্যবসা কার্য্য করিতে পারিলে কম টাকায় বেশী লাভ হইয়া থাকে। এই ব্যবসা একবার জমাইতে পারিলে বেশ মোটা রকম রোজগার হইতে পারে।

কিষণগঞ্জের সন্নিকট একটী হাট হইয়া থাকে, ঐ হাটে গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, উট্, হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি জন্তুর আমদানি হইয়া বিক্রয় হইয়া থাকে। ঐ সকল জন্তু নেপালের দিক হইতে আমদানি হইয়া থাকে। ঐ সকল জিনিস্ খরিদ করিয়া বঙ্গে চালান দিলেও বেশ লাভ আছে।

আড়তদার।—প্রমথনাথ ঘোষ, বেহারীলাল নিয়োগী, অক্ষয় কুমার কুণ্ডু, রজনীকান্ত কুণ্ডু।

ফরবেশগঞ্জ।—হাওড়া হইতে লুপলাইন দিয়া (জেলা পূর্ণিয়া।) কাটীহার যাইতে হয়। তথা হইতে ফরবেশগঞ্জ অথবা শিয়ালদহ হইতে ভায়া পার্ব্বতীপুর জংসন দিয়াও যাওয়া যায়। ওজন ৮০ ও ৮৫ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটেই বাজার। কাটীহারের মত মালের আমদানী আছে;

আড়তদার।—ব্রজেন্দ্রনাথ বস্থ, এম, বি, সিং, নির্ম্মল সা, ভজনরাম বক্সিরাম।

কস্‌বা।—হাওড়া হইতে লুপ-লাইন দিয়া কাটীহার (জেলা পূর্ণিয়া।) যাইতে হয়, তথা হইতে কস্‌বা অথবা সিয়ালদহ হইতে ভায়া পার্ব্বতীপুর জংসন দিয়া যাইতে হয়। ওজন ৮৫ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটেই বাজার। কাটীহারের মত মালের আমদানি আছে, তবে কাজ্‌লি সরিষা, পাট ও শণ তিনটী জিনিস যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। কস্‌বার সরিষা খরিদ করিবার জন্য অনেক মহাজন প্রতি বৎসর গিয়া থাকেন।

পূর্ণিয়া জেলার মধ্যে কস্‌বাই চাল ও ধানের আমদানির প্রধান বাণিজ্যস্থান। এত বেশী পরিমাণে আমদানি এ জেলায় আর কোন স্থানে হয় না। এই সকল ধান ও চাল উত্তর দিক হইতেই আমদানি হইয়া থাকে এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের অনেক মহাজনেরা এই সকল চাল খরিদ করিয়া নানাস্থানে চালান দিয়া থাকেন। কস্‌বার পাট বিখ্যাত। এখানে যথেষ্ট পরিমাণে পাটের আমদানি হইয়া থাকে। বাঙ্গালী ও মাড়োয়ারীরা এই পাট

কলিকাতার ইংরাজ ব্যবসায়ীদিগের কএকটী পাট খরিদ করিবার এজেন্সি আছে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এখানে পাঁটের কাজ একটী প্রধান ব্যবসা। কাজ্‌লি সরিষাও প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। এই সকল সরিষা লুপ-লাইনে, বৰ্দ্ধমান, ভদ্রেশ্বর ও কলিকাতায় যথেষ্ট পরিমাণে চালান গিয়া থাকে। তবে সরিষার কার্য্য বারমাস চলে না। মোট কথা, এখানে যে কয়টী জিনিসের প্রচুর আমদানি আছে, তাহার বেশ ব্যবসা চলিতে পারে।

আড়তদার—অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়, গেরু মণ্ডল, কৌশললাল রামলাল সাহা।

দুলোরগঞ্জ।—কিষণগঞ্জ ষ্টেসন হইতে ৮ মাইল;—(জেলা পূর্ণিয়া।) বেগ্‌ড়ি নদীর ধারে। ওজন ৮৫ হইতে ৯০ সিকা। পূর্ব্বে দুলোরগঞ্জ একটী খুব ভাল মোকাম ছিল। এবং অনেক বাঙ্গালী ধনীর গদী ও গোলা ছিল। এখন আর সেরূপ মালের আমদানি নাই। বর্ষাকালে নৌকাযোগে মাল চালানের খুব সুবিধা আছে বলিয়া, ইংরাজ বণিকেরাও এখানে খরিদ করে। এখানকার সরিষায় ।৫ সের পর্য্যন্ত রস হইয়া থাকে এবং নামডাকও আছে; তা'ছাড়া, পাট ও শণ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আমদানি হয়। অন্যান্য জিনিস কাটীহারের মত আমদানি হইয়া থাকে।

আড়তদার।—

বেগুসরাই।—হাওড়া হইতে লুপলাইন দিয়া জামালপুরে গাড়ী বদল করিয়া মুঙ্গেরে যাইতে হয়; তথা হইতে ষ্টীমারযোগে গঙ্গা পার হইয়া বি, এন, ডবলিউ রেলে যাইয়া বেগুসরাই যাইতে হয়। ওজন ৮৪ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটেই বাজার। এখানে বুট, গম, তিসি, সরিষা, মটর, রহড়, মসুরি, খেসারি, ঘৃত, জমান, ঘানির খৈল, রেড়ী, জনেরা প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। এখানে ঘানির খৈল ও ঘৃত বেশ ভাল জিনিস পাওয়া যায়। এখান হইতে ১২ মাইল দূরে বাকৃরিবাজার নামক স্থানে লঙ্কার আমদানি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে হইয়া থাকে। এমন কি, লক্ষ মণ দরকার হইলেও পাওয়া যায়। যাঁহারা লঙ্কা খরিদ করিতে চান, তাঁহারা এখানে অনুসন্ধান লইবেন। বাজার হইতে বাকৃরি ষ্টেসন খুব নিকটে এবং মাল চালানেরও বেশ সুবিধা আছে।

(জেলা মুঙ্গের।)

আড়তদার।—রামসহায়রাম রামলাল, পন্নু সা, জ্ঞান সা, মতি সা।

তেঘড়া।—বেগুসরাইএর তিন ষ্টেসন পরে তেঘড়া ষ্টেসন। ওজন ৮৪ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটে বাজার। বেগুসরাইএর মত এখানে সকল জিনিসের আমদানি আছে; তবে এখানকার ঘৃত খুব উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। মুঙ্গের জেলার মধ্যে তেঘড়া হইতে মট্‌কি চালান যায়,—নাম-ডাক

(জেলা মুঙ্গের।)

সমস্তিপুর।—হাওড়া হইতে ই, আই, আর রেল (জেলা দ্বারভাঙ্গা।) দিয়া মোকামাঘাট যাইতে হয়, তাহার পর গঙ্গা পার হইয়া সিমেরিয়া ঘাটে পুনরায় গাড়ীতে চড়িয়া সমস্তিপুর যাইতে হয়। দুর ৩৪২ মাইল। ওজন ৮৮ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটে বাজার। এখানে শ্বেতি সরিষা, তিসি, ঘৃত, দেশী চিনি, রাবগুড়, চাকীগুড়, হলুদ, লঙ্কা, ধনে, পোস্তদানা, তামাক, আলু, আম, রসুন, পিঁয়াজ, ঘানির খৈল প্রভৃতির আমদানি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে এখানকার গুড়, ঘৃত, চিনি ও লঙ্কাই প্রসিদ্ধ। সমস্তিপুর হইতে পূর্ব্বে গণ্ডক নদী দিয়া যথেষ্ট পরিমাণে মট্‌কীর ঘৃত চালান হইত, এখন খুব কম হইয়া থাকে। কলিকাতায় সমস্তিপুরে মট্‌কির নাম-ডাক আছে। দেশী চিনির এখানে কল আছে এবং বিশুদ্ধ প্রণালীতে তৈয়ারী হইয়া থাকে। এখান হইতে আম ও লিচু যথেষ্ট পরিমাণে চালান গিয়া থাকে এবং উক্ত আম ও লিচুর নানারকমের কলম পাওয়া যায়।

আড়তদার।—কেদারনাথ দাস, মতিসা ধনুসা, মনুসা জুগলসা, রামড়িরাম।

রোষড়া।—হাওড়া হইতে ই, আই, রেলে মোকামা-(জেলা দ্বারভাঙ্গা।) ঘাটে যাইতে হয়, তাহার পর ষ্টীমারযোগে গঙ্গা পার হইয়া বি, এন্, ডব্লিউ রেল গাড়ীতে চড়িয়া বারুণী জংসন ও সমস্তিপুর জংসনে গাড়ী বদল করিয়া রোষড়া যাইতে হয়। দুর ৩০৭ মাইল। ওজন ৮৮ সিক্কা। ষ্টেসন হইতে বাজার

নিকটে। মাল চালানের সুবিধা আছে; তবে বর্ষাকালে নৌকাযোগে মাল চালানের খুব সুবিধা। এখানে বুট, গম, তিসি, সরিষা, রেড়ী, লঙ্কা, চাকীগুড়, রাবগুড়, ঘৃত, রসুন, খৈল, তামাক, পিঁয়াজ, আলু, রহড়, মসুরি, ধনে, মৌরী, হলুদ প্রভৃতির যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। এখানে সাধারণ শ্বেতি সরিষার ।৪। সের রস হয় এবং মাড়া শ্বেতির ।৫ সের পর্য্যন্ত রস হইয়া থাকে। লঙ্কা ও রসুন যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। দ্বারভাঙ্গা জেলায় সকল রকম তামাকের আমদানি হইয়া থাকে। ঘানির খৈল সুবিধা করিয়া লইতে পারিলে বেশ দু'পয়সা লাভ হয়।

আড়তদার।—চুলাই মাহাতো, সখি মাহাতো, গেরু মণ্ডল, করমচাঁদ শেঠ।

দ্বারভাঙ্গা।—হাওড়া হইতে মোকামাঘাট দিয়া দ্বারভাঙ্গা যাইতে হয়। দূর ৩৬৫ মাইল।
(জেলা)

ওজন ৮৮ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটেই বাজার। বেশ সহর জায়গা বলিয়া নানা রকম মালের আমদানি ও রপ্তানি আছে। এখানে বেশ ব্যবসা চলে। সমস্তিপুরের ন্যায় সকল জিনিসের আমদানি আছে, অধিকন্তু এখানে রেড়ীর খৈল, খাঁড়িলবণ, কম্বল, পোস্তদানা ও দেশী চিনি প্রভৃতি যথেষ্ট আমদানি হইয়া থাকে। গুড় ও ঘৃত এখানে প্রধান ব্যবসার জিনিস। এখানকার গুড় বেশ

পাওয়া যায়। ঘৃত দুই প্রকার—মাহাড়া ও বাঁকী। মাহাড়া ঘৃতই উৎকৃষ্ট; ইহা দুগ্ধের মাখন হইতে প্রস্তুত হয়। আর বাঁকীর ঘৃত দই হইতে মাখন তুলিয়া প্রস্তুত হয়। ঘৃতের বাদামী রং—তবে আসল মাহাড়া ঘৃতে সদ্‌গন্ধ আছে। তা'ছাড়া, ঐ সকল ঘৃতে পোস্তদানার তৈল মিশাইয়া রকম রকম দর করিয়া আড়তদারেরা চালান দিয়া থাকেন। ভাল ভাল কলমের নানাজাতীয় আম ও লিচু যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় এবং ফসলের সময় প্রচুর পরিমাণে নানা স্থানে চালান গিয়া থাকে।

শিল্প কার্য্যের জিনিসের মধ্যে এখানে দেশী তাঁতীদের নির্ম্মিত মোটা সুতার কাপড়, থান, গামছা তৈয়ারী হইয়া থাকে। পিতল ও কাঁসারের জিনিস তৈয়ারীর অনেক কারখানা এখানে আছে। ঐ সকল বাসন ঝন্‌ঝাপুরে তৈয়ারী হইয়া থাকে। পূর্ব্বে নীলের আবাদ প্রচুর পরিমাণে হইত, এখন আর তাদৃশ নাই। এই সকল নীলকুঠী এখনও বর্ত্তমান আছে। এখনও দলসিং-সরাই, টিতসাও ও কামতৌলে কারখানা আছে। ইক্ষু হইতে দেশী চিনি প্রস্তুতের অনেক কারখানা আছে। এই সকল চিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে চালান গিয়া থাকে। এই সকল চিনি কাশীর চিনি বলিয়া বিক্রয় হইয়া থাকে।

আড়তদার।—সারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপতিচরণ মুখোপাধ্যায়, তেজমল ছকমল মারোয়াড়ী, তারাচাঁদ নাগ, হরি সাবুই।

মজঃফরপুর।—হাওড়া হইতে মোকামা ঘাটে পার (জেলা দ্বারভাঙ্গা।) হইয়া যাইতে হয়। দূর ৩৭৫ মাইল। ওজন ৮০ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটে বাজার। সমস্তিপুরের মত সমস্ত মালের আমদানি আছে। নীলই এখানকার প্রধান বাণিজ্য। সর্ব্বসমেত ৬০।৭০টী নীলকুঠী আছে; অধিকাংশই সাহেব মহাজনদিগের। শিল্পদ্রব্যের মধ্যে এখানে মোটা জোলার (তাঁতির) কাপড়, থান, গামছা তৈয়ারী হইয়া থাকে। কাঠের পাল্‌কী, গরুর গাড়ীর চাকা প্রভৃতি এখানে প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী হইয়া নানাস্থানে চালান গিয়া থাকে। পূর্ব্বে নীলের চাষ এখানে যথেষ্ট ছিল, জার্ম্মাণীর নকল নীল আমদানি হওয়াতে আবাদ অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে, এখনও অনেক নীলকুঠীর ঘর বাড়ী বর্ত্তমান আছে। সামান্য পরিমাণে চাষ হইতেছে। ভারতের মধ্যে মতিহারী ও বেতিয়াতে নীলের চাষ বেশী হইত।

ইক্ষু হইতে গুড় প্রস্তুত করিয়া চিনি তৈয়ারী করিবার এখানে কল আছে এবং সেই কলে বেশ পরিস্কার চিনি তৈয়ারী হইয়া নানাস্থানে চালান গিয়া থাকে। এখানে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি যথেষ্ট উৎপন্ন হইয়া থাকে। নীল, চিনি, গুড়, সোরা, ঘৃত, আফিং, পোস্তদানা, তামাক, তুলা, চামড়া প্রভৃতি। এখানে লিচু ও আম যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। মজঃফরপুরের গোলাপী গন্ধ লিচু ভারতে প্রসিদ্ধ। নওয়ালির সময় কলিকাতায় এবং অন্যান্য দেশে প্রচুর পরিমাণে চালান গিয়া থাকে। এই স্থানটী বেশ ব্যবসা বাণিজ্যের স্থান। এখানে [illegible] অনেক জিনিস পাওয়া যায় বিশেষতঃ আম ও লিচুর

সময় কেবল ঐ দুইটী জিনিসের চালানি কার্য্য করিতে পারিলে এক মরসুমে (Season) বেশ দু-পয়সা রোজগার হইয়া থাকে। কলিকাতা হইতে অনেক বাঙ্গালী ঐ সময় এখানে আসিয়া প্রচুর পরিমাণে আম ও লিচু চালান দিয়া থাকেন। এখানে আর একটী সুবিধা আছে। নেপাল হইতে গোগাড়ী যোগে অনেক মালপত্র এখানে বিক্রয়ের জন্য আসিয়া থাকে। যথা—কাষ্ঠ, গো, মেষ, মহিষ, ছাগল প্রভৃতির চামড়া, সোরা, তিল, সরিষা, কম্বল, মধু, মোম প্রভৃতি, নেপালীরা উপরোক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া লবণ, কেরোসিন তৈল, বিলাতি কাপড়, মসলা, বাসন, চা প্রভৃতি তাহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্য কিনিয়া লইয়া যায়। টাট্‌কা ফল সংরক্ষণের জন্য কতকগুলি শিক্ষিত যুবক এখানে Bengal Preserving Co Ld. নাম দিয়া একটী যৌথকারবার আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া খুলিয়া বেশ লাভ করিতেছে। তাহারা ফলগুলিকে টীনের মধ্যে প্যাক্ করিয়া ভারতের চারিদিকে এবং ইয়োরোপেও চালান দিতেছে। টাট্‌কা ফল ছাড়া, ইহারা নানাপ্রকার চাট্‌নিও তৈয়ারী করিতেছে।

আড়তদার।—শ্যামলদাস ডেড্‌রাজ, গজাধরপ্রসাদ সা, নরসিং দাস।

ছাপ্‌রা।—হাওড়া হইতে মোকামা ঘাটে পার হইয়া,

(জেলা।) ছাপরা যাইতে হয়। ৩৯৯ মাইল। ওজন ৮০ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটে বাজার। এখানে বট, গম, তিসি,

দেশী চিনি, হলুদ, পোস্তদানা, রহড়ডাল, রেড়ীর খৈল ও তৈল, ঘানির খৈল, খাঁড়ি লবণ প্রভৃতির যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। ইহা একটী সহর জায়গা; কাজেই নানাপ্রকার জিনিসের আমদানি ও রপ্তানি হইয়া থাকে। এখানে তৈল ও চিনির কল আছে।

ছাপ্‌রাতে সোরার উৎপন্ন প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। সোরার কাজ এদেশে "নুনিয়া" নামক এক জাতির একচেটে ব্যবসা। তাহারা এই সকল সোরা এখানে তৈয়ারী করিয়া কলিকাতায় চালান দিয়া থাকে। এই কাজ বর্ষা ভিন্ন অন্য সময়ে বেশ চলিয়া থাকে। সোরার কার্য্যে বেশ মোটা রকম রোজগার হইয়া থাকে। ছাপ্‌রার দেশী ঘৃত যাহা পাওয়া যায়, তাহা সাদা রং, কিন্তু ধোঁয়া গন্ধ থাকায় কলিকাতার বাজারে কম দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। এখানে রেড়ীর তৈলের একটী কল আছে। এখানকার রেড়ীর জাত ভাল বলিয়া খৈল ভাল হইয়া থাকে। এই সকল খৈল বর্দ্ধমান, মেমারি, মগ্‌রা, সেওড়াফুলি, তারকেশ্বর ও কলিকাতায় যথেষ্ট চালান গিয়া থাকে।

আড়তদার।—মতিলাল সাহা, জগনপ্রসাদ জানকীপ্রসাদ, ডুমরসি দাস বেহারিলাল, কিশোরিলাল বদ্রিপ্রসাদ, গোপালচাঁদ রঘুনন্দনরাম।

গোকুলচাঁদ, মোং ভগবান-বাজার—ঘৃতের মহাজন। ছট্টুলাল শীতলপ্রসাদ, মোং রতনপুরা, ঝব্বুলাল ও ডুমরসিদাস—মোং সাহেবগঞ্জ (গুড় ও চিনির মহাজন।)

গোরকপুর।—হাওড়া হইতে মোকামাঘাট পার (জেলা।) হইয়া গোরকপুরে যাইতে হয়। ৫১০ মাইল। ওজন ৮০ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটে বাজার। এখানেও ছাপরার ন্যায় সকল মালের আমদানী আছে, তবে এখানে নরমসাটের ঘৃত যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। নেপাল তরাইএর নানাজাতীয় পশুর দুগ্ধে ঘৃত তৈয়ারী হইয়া মহিষের ঘৃতে ফেট্ দিয়া গোয়ালারা ও গৃহস্থেরা লইয়া আসে। কাজেই জিনিষ ও রং পাট ভাল হয় না। কাণপুরের মত ডালের একটী কল আছে—সর্ব্বরকম ডাল তৈয়ারী হইয়া থাকে।

আড়তদার।—দেবীদিন ভগবান প্রসাদ।

রিভিলগঞ্জ।—হাওড়া হইতে মোকামাঘাট পার (জেলা ছাপ্‌রা।) হইয়া রিভিলগঞ্জে যাইতে হয়। দূর ৪০৪ মাইল। ওজন ৮০ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকট বাজার। এখানে বুট, গম, তিসি, সরিষা, ঘৃত, লঙ্কা, চাকীগুড়, আলু, রহড়, খৈল প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। বড় বড় ধনীদিগের খরিদ এখানে হইয়া থাকে।

আড়তদার।—দেবী সিং (ঘৃতের আড়তদার); কালিপ্রসাদ ও বন্নু মাহাতো।

গাজিপুর। (জেলা।)—হাওড়া হইতে ই, আই, রেল দিয়া দিল্‌দারনগর ষ্টেস্‌নে গাড়ী বদল করিয়া তারিঘাটে যাইতে হয়; তাহার পর গঙ্গা পার হইয়া পুনরায় রেলে চড়িয়া গাজিপুরে যাওয়া যায়। দূর ৪৪৮ মাইল। ওজন ১০৩ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটে বাজার। বেশ সহর জায়গা, নানা রকম জিনিসের আমদানি রপ্তানি আছে।

এখানে বুট, গম, তিসি, সরিষা, পোস্তদানা, রহড়, গুড়, দেশী চিনি, ঘৃত, আতর, গোলাপজল, ফুলেল তৈল, রেড়ীর খৈল, তৈল, কম্বল প্রভৃতির আমদানি আছে। তন্মধ্যে এখানে কম্বল ও সুগন্ধি জিনিস যথেষ্ট পরিমাণে ভাল জিনিস পাওয়া যায় এবং চালান হইয়া থাকে। রেড়ির খৈল এখানে ভাল জিনিস পাওয়া যায় এবং নিম্নবঙ্গে চালান হইয়া থাকে। এখানে নানাপ্রকার ফুলের চাষ হইয়া থাকে; বিশেষতঃ গোলাপফুল ও নানাজাতীয় আতর, নানাপ্রকার ফুলেল তৈল, তিল তৈল, হরিতকী, আমলকী প্রভৃতির মোরব্বা ও নানাপ্রকার চাট্‌নি পাওয়া যায়।

এখানে দেশী চিনির অনেক কারখানা আছে—যাহাকে গাজীপুরের বিশুদ্ধ চিনি বলিয়া থাকে। এই চিনি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এবং নিম্নবঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে চালান হইয়া থাকে।

আড়তদার।—হরদয়াল কালুরাম, অর্জ্জুন দাস ফুলচাঁদ, গোলাপরাম তোড়ারাম (সুগন্ধিজিনিস-বিক্রেতা।)

বরোজ বাজার।—হাওড়া হইতে ই, আই, রেলে

(জেলা গোরকপুর।)

মোকামাঘাট পার হইয়া বি, এন, ডবলিউ রেল দিয়া, ভাটিণ্ডা জংসনে গাড়ী বদল করিয়া বরোজ বাজারে যাইতে হয়। ওজন ৬০ সিক্কা। এখানে তিসি, সরিষা, গুড়, ছোয়া গুড়, রহড়, মসুরি, রহড়ডাল, দেশী চিনি প্রভৃতি আমদানি হইয়া থাকে। ছোয়াগুড় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, ইহা তামাকে ব্যবহার হইয়া থাকে। গয়া ও বিষ্ণুপুরে রেল রেল চালান গিয়া থাকে। কানপুরের মত সরেস ছাঁটাই রহরডাল এখানে তৈয়ারী হইয়া কলিকাতায় চালান যায়। এখানে ১৫০টী দেশীয় চিনির কারখানা আছে এবং প্রত্যহ যথেষ্ট পরিমাণে চিনি তৈয়ারী হইয়া নানাস্থানে চালান গিয়া থাকে। এ জেলার মধ্যে ইহা একটী প্রধান চিনির কারবারের স্থান। এত বেশী পরিমাণে চিনি তৈয়ারী কোথাও হয় না। ৫/২ মণ উপরে দর হইয়া থাকে।

আড়তদার।—সিউনারাণ গজাধর, মাণিকচাঁদ, রামদিন দিলসুখরাম।

বেলিয়া।—বেলিয়া ৩।৪টী আছে, সেই জন্য ইহাকে

(জেলা)

জেলা বেলিয়া বলিয়া থাকে। হাওড়া হইতে ভায়া মোকামাঘাট ও ভায়া ছাপ্‌রা হইয়া বেলিয়া যাইতে

বক্সারঘাটে নামিয়া তথা হইতে ষ্টীমারযোগে একেবারে বেলিয়া নামিলে সুবিধা হয়;—বেলিয়া রেল ষ্টেসন হইতে বাজার এক-ক্রোশ দূরে এবং ষ্টীমার ষ্টেসন হইতে নিকটে গঙ্গার ধারেই বাজার। এখানকার ওজন ১০৩ সিক্কা। তিসি, রেড়ি প্রভৃতি কাট্‌রা মাল আমদানি আছে। বেলিয়া মট্‌কী ঘৃতের একটী প্রসিদ্ধ মোকাম। বেশ ফরসা ও দানাদার ঘৃত পাওয়া যায় এবং ষ্টীমার-যোগে মট্‌কীতে ঘৃত বেশী চালান হইয়া থাকে। কলিকাতায় বেলিয়ার মট্‌কীকে "হুদেলা" মট্‌কী বলিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। ছোট বড় দুই রকমের মট্‌কী এখানে চালান হইয়া থাকে। দেশী চিনির কারখানা এখানে যথেষ্ট আছে এবং মাৎগুড় যথেষ্ট পাওয়া যায়। গয়া ও বিষ্ণুপুর প্রভৃতি মাখা তামাকের মোকামে যথেষ্ট পরিমাণে চালান গিয়া থাকে। এখান হইতে দুই ক্রোশ দূরে হনুমানগঞ্জে আসল চিনি তৈয়ারী হয়। এই হনুমানগঞ্জের চিনি আসল "কাশির চিনি" বলিয়া বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। মহাজন দেবীপ্রসাদ যমুনাপ্রসাদ—হনুমানগঞ্জ, জেলা বেলিয়া।

আড়তদার।—ছত্রধারী ভকত ও সত্যনারাণ রাম, নন্দলাল কড়্‌রী, লছমীরাম, দুর্গাচরণ রক্ষিত।

সীতামারী।—হাওড়া হইতে মোকামাঘাট যাইতে
(জেলা দ্বারভাঙ্গা।) হয়। তথা হইতে ভায়া দ্বারভাঙ্গা ও ভায়া রাইরাংনিয়া হইয়া সীতামারি যাইতে হয়। দুর ৪০৭ মাইল।

সর্ব্বরকম আমদানি আছে। তা'ছাড়া, লঙ্কা, ঘৃত, চাকীগুড়, রাবগুড়, পোস্তদানা, চিনি প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানকার গুড় ও চাকীগুড় বেশ ভাল জিনিস আমদানি হইয়া থাকে—ঘৃত নরম সাটের জিনিস, তবে পরিমাণে বেশী পাওয়া যায়।

আড়তদার।—জয়দয়াল ভরতিয়া, দৌলতরাম রাউৎমল, শরৎচন্দ্র চাটার্জ্জি এণ্ড কোং, ঝুঁথাদাস রামভরত দাস

সাকুরী।—হাওড়া হইতে দ্বারভাঙ্গা যাইতে হয়—(জেলা দ্বারভাঙ্গা।) তথা হইতে সাক্‌রি যাওয়া যায়। দুর ৩৭৭ মাইল। ওজন ৮৮ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকটে বাজার। তিসি, সরিষা প্রভৃতি কাট্‌রা মালের বেশ আমদানি আছে; কিন্তু গুড়, দেশী চিনি ও ঘৃতের জন্য সাকৃরি বিখ্যাত। এখানে যথেষ্ট পরিমাণে রাবগুড় ও চাকীগুড় পাওয়া যায় এবং বঙ্গদেশে যথেষ্ট পরিমাণে চালান গিয়া থাকে। দেশী চিনির এখানে অনেক কারখানা আছে এবং বিলাতি যন্ত্রযোগেও চিনি তৈয়ারী হইয়া থাকে; তবে কোন প্রকার দূষিত জিনিস দিয়া পরিষ্কার হয় না। ঘৃতও এখানকার দ্বারভাঙ্গার মত জিনিস আমদানি হইয়া থাকে।

সাকৃরিতে ফলের ব্যবসা বেশ চলে। তন্মধ্যে আমের সময় বোম্বাই, নেংড়া আম প্রচুর পরিমাণে নিম্নবঙ্গে চালান হইয়া থাকে। আমসত্ব ও আম্‌শি যথেষ্ট পাওয়া যায়। বর্ষার সময় এই সকল জিনিসের চালানী কার্য্য বেশ চলিয়া থাকে।

কলিকাতা হইতে অনেক ব্যক্তি এখানে আসিয়া ফলের বাগান জমা লইয়া এই ব্যবসা করিয়া বেশ অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন। যাঁহারা কম টাকায় বেশী লাভ করিতে চান, তাঁহারা এখানে আসিয়া কার্য্য করিতে পারেন।

আড়তদার।—তারাচাঁদ নাগ, কেদারনাথ দাস, তেজমল ছক্‌মল।

বেতিয়া।—হাওড়া হইতে মোকামা ঘাট যাইতে (জেলা চাম্পারণ।) হয়। গঙ্গা পার হইয়া, পুনরায় ওপারের গাড়ীতে সমস্তিপুর জংসন ও মজঃফরপুর জংসন পার হইয়া বেতিয়া যাইতে হয়। দুর ৪৫১ মাইল। ওজন ৮০ সিক্কা। ষ্টেসনের নিকট বাজার। এখানে তিসি, সরিষা প্রভৃতি কাট্‌রা মাল আমদানি আছে বটে, কিন্তু ঘৃত ও গুড়ের যথেষ্ট আমদানি হইয়া থাকে। বেতিয়ার গুড়ের একটু রং ময়লা কিন্তু খুব মোটা দানা আছে। এরূপ দানাদার গুড় এ জেলার মধ্যে আর কোথাও হয় না। ঘৃত নরম জিনিস ও যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে।

আড়তদার।—ছোট্টুলাল ভগবানপ্রসাদ, সিউটহল রাম, আশারাম ও ঘাট্‌সিরাম।

মতিহারী।—বেতিয়া যে রাস্তা দিয়া যাইতে হয়, (জেলা চাম্পারণ।) মতিহারীও সেই রাস্তা দিয়া যাইতে

নিকটে বাজার। এখানে, তিসি, সরিষা, রহড়, মস্থরি, দেশী চিনি, লঙ্কা, তামাক, গুড়, চাকীগুড়, ঘৃত, খাঁড়িলবণ, নীল, ঘানির খৈল, রস্থন প্রভৃতি আমদানি আছে। এখানে তামাক খুব ভালজাত আমদানি হইয়া থাকে। বিশেষ বিবরণ “তামাকতত্ত্বে” দিয়াছি। নীলকুঠী এখানে যথেষ্ট আছে। এখানে এই দুইটী জিনিসের প্রধান ব্যবসা। এখানকার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী দেহাতে যথেষ্ট পরিমাণে খাঁড়িলবণ পাওয়া যায় এবং নানাস্থানে চালান হয়। শিল্পকার্য্যের মধ্যে এখানে দড়ি বুনিবার এবং তৈল নিষ্কাষণ করিবার অনেক কারখানা আছে। টাকা রাখিবার জন্য সুতার বুনন্ থলে (purse) এখানে তৈয়ারী হইয়া থাকে। মাছ ধরা ছোট বড় নানাপ্রকার চৈঁকনী, খ্যাপ্‌লা, টানা ও বেঁউতি জাল বয়ন হইয়া নিকটস্থ হাটে আমদানি হইয়া বিক্রয় হইয়া থাকে। অনেক দূরবর্ত্তী স্থান হইতে জেলেরা জাল খরিদ করিবার জন্য, হাটের দিনে এখানে আসিয়া থাকে।

আড়তদার।—খেমচাঁদ, রণতুসা ও লীলধারী সা, গোকুলরাম মহাবীরপ্রসাদ।

গণ্ডা (জেলা)।—হাঁওড়া হইতে মোকামাঘাট পার হইয়া ওপারের গাড়ীতে বরাবর গণ্ডা যাইতে হয়। দূর ৫০৬ মাইল। ওজন ৮০ সিক্কা। এখানে কাট্‌রা মাল সর্ব্বরকম আমদানি আছে, তবে এই জেলায় সরিষা, তিসি ও জনেরা এই তিনটী জিনিস প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। এই জেলায় বলরামপুর, বারাইচ, নানপাড়া, তুলসীপুর, নেপালগঞ্জ রোড,

করনেলগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে ঐ সকল জিনিসের আমদানি হইয়া থাকে, কাজেই ঐ সকল স্থানের বিশেষ বিবরণ লিখিলাম না। গণ্ডা জেলার সরিষা কলিকাতার বাজারে নাম-ডাক আছে এবং প্রত্যহ ইহার একটী দর-উঠিয়া থাকে। প্রচুর পরিমাণে যাঁহারা সরিষা ও ভূট্টা খরিদ করিতে চান, তাঁহারা এই জেলায় খরিদ করিবেন।

আড়তদার।—দুর্গাপ্রসাদ জোয়ারমাল, হরজুমাল সিউনারাণ।

নেপালগঞ্জ রোড—কান্দামাল ও রাজনারাণ। বরাইচ—বুদ্ধুরাম, বলদেওদাস সুরজমাল। করনেলগঞ্জ—কালিউদ্দিন ভৈরুদ্দিন।

বিটা।—হাওড়া হইতে ই, আই, রেলে ৩৫৫ মাইল। (জেলা আরা।) ওজন ৮০ সিক্কা। চাকী গুড় বেশ ভাল পাওয়া যায় এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, এমন কি, পঞ্জাব পর্য্যন্ত চালান যায়। কাট্‌রা মালও সর্ব্ব রকম কিছু কিছু পাওয়া যায়।

আড়তদার।—গোকুল সা মতিরাম।

আরা।—হাওড়া হইতে ৩৬৪ মাইল। ওজন ৮০ সিক্কা। (জেলা।) এখানে কাট্‌রা মাল অনেক আমদানি হয়। তন্মধ্যে তিসি, সরিষা, চাকীগুড় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

রহড়, মটর, রেড়ি প্রভৃতি যথেষ্ট আমদানি আছে। তন্মধ্যে চাকীগুড় এখানে বেশ ফরসা রং হইয়া থাকে বলিয়া কচ্ছি মহাজনেরা ঐ সকল মাল খরিদ করিয়া নানাস্থানে চালান দিয়া থাকে। অধিকাংশ মাড়োয়ারী ও মুসলমান নাকোদা মহাজনেরা কাট্‌রা মাল খরিদ করিয়া থাকে। ষ্টেসন হইতে চক্‌বাজার দুই মাইল। মাল সমস্তই রেলযোগে চালান হইয়া থাকে। স্থানটী বেশ স্বাস্থ্যকর, এখন অনেক বাঙ্গালীর বসবাস হইয়াছে। এখানে নানাপ্রকার জিনিসের খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে।

আড়তদার।—কালিচরণ মনশোভিতরাম, গুরমুখরাম মদনগোপাল।

বিহিয়া।—হাওড়া হইতে ৩৮২ মাইল। এখানে বুট, (জেলা আরা।) মটর, মস্মুরী, তিসি, চাকীগুড় প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। অনেক ধনীলোকের খরিদ এইখানে হইয়া থাকে। ওজন ৮০ সিক্কা। বিহিয়ার বাজার ষ্টেসনের ধারে এবং গঙ্গাও খুব নিকটে বলিয়া রেলে ও ষ্টীমারে মাল চালানের বেশ সুবিধা আছে। বাজারটী ছোট হইলেও ভূষি মালের বেশ আমদানি আছে। এখানে থাঁড়ী মস্মুরডাল যথেষ্ট পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা, চাঁদপুর, নোয়াখালী, নারাণগঞ্জ প্রভৃতির মহাজনেরা এখানে ভূষা মাল এবং থাঁড়ি মস্মুরডাল নওয়ালির সময় খরিদ করিয়া বাঁদী রাখিয়া থাকে এবং বর্ষার সময় নৌকা বা ষ্টীমার যোগে চালান দিয়া থাকে।

থাকে। ভেলীগুড় বা চাকীগুড় এখানে বেশ রং ফরসা হইয়া থাকে বলিয়া কচ্ছি মহাজনেরা অনেক দুর দেশে চালান দিয়া থাকে।

আড়তদার।—রামভঞ্জন সিং, নাগা ভকত, চুনীলাল লালজী রাম, রামপ্রসাদ রাম।

বক্সার।—হাওড়া হইতে ৪১১ মাইল। ষ্টেসন হইতে (জেলা।) বাজার এক মাইল দুরে গঙ্গার ধারে। এখনে তিসি, সরিষা, বুট, গম, চাকীগুড়, খৈল, ঘৃত প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে।

এখানকার ঘৃত সাদা রং বলিয়া কলিকাতার বাজারে আদরের সহিত বিক্রয় হইয়া থাকে। ঘৃতের আমদানিও বেশ আছে। এখানে দেশী চিনির অনেক কারখানা আছে। কাশীর চিনি বলিয়া যাহা বাজারে নামডাক আছে, তাহা কাশীতে হয় না, কাশীর চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে কাশীতে আমদানি হইয়া থাকে, তন্মধ্যে বক্সার হইতে প্রচুর পরিমাণে চালান গিয়া থাকে। এই চিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনেক স্থানে চালান গিয়া থাকে। এখানকার ভেলীগুড় বেশ সাদা রং হইয়া থাকে, এবং এই সকল গুড় কলিকাতায় চালান যায়। শীতকালে এখান হইতে বড় বড় মৎস্য চালান গিয়া থাকে। মৎস্যের ব্যবসাও বেশ চলে। এখানকার ৮০ সিক্কার ওজন। খাড়ী মস্থর ডাল এখানে যথেষ্ট

স্থানে ষ্টীমার যোগে চালান গিয়া থাকে। এখানে রেল অপেক্ষা ষ্টীমারে মাল বেশী পরিমাণে চালান গিয়া থাকে।

আড়তদার।—সাগররাম বাবুলাল রাম।

সির্‌সা রোড।

(জেলা হিসার।)

—হাওড়া হইতে দিল্লি জংসনে গাড়ী বদল করিয়া রেওয়ারী জংসনে যাইতে হয়—তথা হইতে সির্‌সা ষ্টেসন ১০৫৫ মাইল। সাধারণ কাট্‌রা মালের ১০১ সিক্কা ওজন। কেবল তৈল ও ঘৃতের ৮০ সিক্কা ওজন। ষ্টেসনের নিকটে বাজার। কাট্‌রা মালের প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। বুট, গম, তিসি, সরিষা, কলাই, মসুরি, খেসারি, রহড়, রেড়ী, তৈল, ঘৃত, চিনি প্রভৃতির যথেষ্ট আমদানি আছে। বড় বড় মাড়োয়ারী ধনীদিগের এখানে খরিদ আছে। কলিকাতা হইতে অনেক দূর বলিয়া বাঙ্গালী মহাজনেরা এই স্থানে খরিদ করেন না—অনেকে হয় ত সন্ধান পর্য্যন্ত জানেন না। নওয়ালির সময় এত মালের আমদানি হয় যে, টাকায় কুলায় না। ঘৃত এখানে ভাল হয় না—নরম জিনিস; তবে যথেষ্ট পাওয়া যায়।

আড়তদার।—ভকতরাম গোবিনরাম, জোয়ালাপ্রসাদ কানাইয়ালাল।

অরাইয়া।—হাওড়া হইতে কানপুরে গাড়ী বদলাইয়া
(জেলা।) ফাফাণ্ড (Phaphand) জংসনে নামিয়া পুনরায় গাড়ী বদল করিয়া অরাইয়া যাইতে হয়। ষ্টেসন হইতে ৭ ক্রোশ দূরে বাজার। ওজন ১০২ সিক্কা। দূর ৬৯৯ মাইল। নরম ঘৃতের মোকাম বলিয়া নাম-ডাক আছে, চলিত কথায় "উড়িয়ার" ঘৃত বলে। তেলাফেট। মাল—দরও খুব কম; ময়রাদের কাজে সুবিধা আছে, কিন্তু রংপাট ভাল নহে ও দানা নাই, তবে যথেষ্ট পরিমাণে মালের আমদানি আছে। কলিকাতার অনেক বড় বড় ঘৃতের মহাজনদিগের সরকার বারমাস এখানে থাকিয়া মাল খরিদ করিয়া থাকেন। অর্ডার দিয়া এ সকল মোকামে কাজ চলে না।

আড়তদার।—মহানন্দ দত্ত, সন্তোষকুমার শেঠ, যশোদানন্দ মাধোজী, গিরিধারীলাল গৌরশঙ্কর, ওমরাও সিং রামলাল।—

নোয়াখালী।—সিয়ালদহ ষ্টেসন হইতে ই, বি,
(জেলা।) রেলে গোয়ালন্দ ষ্টেসনে নামিতে হয়, তথা হইতে ষ্টীমার যোগে পদ্মানদীর উপর দিয়া চাঁদপুর মেলে চাঁদপুর ষ্টেসনে নামিতে হয়। চাঁদপুর হইতে রেলে চড়িয়া লাক্‌সম জংসনে গাড়ী বদল করিয়া নোয়াখালী ষ্টেসনে যাইতে হয়। ষ্টেসন হইতে এক মাইল দূরে কলতারা বাজার। এই বাজার প্রধান ব্যবসার স্থান। এখানে পাট, সুপারি ও

গিয়া থাকে। এখানে খেসারির ডাল প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইয়া চাঁদপুর, মিরকাজেম, ভৈরব, নারাণগঞ্জ, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে চালান গিয়া থাকে। নোয়াখালী সহর হইতে সান্তাণীড়া বাজার পাঁচ মাইল দূর; এই বাজারে নারিকেল প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। এখানে হরিদাস সাহা, দ্বারিকানাথ সাহা প্রধান মহাজন।

এখানে সুপারির কাজ বারমাস বেশ চলে। এতদ্ভিন্ন চাল, লঙ্কা, মুগ, তিসি ও কলাই প্রভৃতি রবিশস্যের আমদানি আছে। ঐ সকল মালের মধ্যে কেবল সুপারি কলিকাতা অঞ্চলে প্রচুর চালান হইয়া থাকে, বাকী মাল পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের প্রসিদ্ধ বাজারে চালান গিয়া থাকে।

আড়তদার।—প্রিয়মোহন চট্টোপাধ্যায়, গগনচন্দ্র রায়, কৈলাসচন্দ্র দে, গুরুদাস ভুঁইয়া।

ফরিদপুর।—সিয়ালদহ ষ্টেসন হইতে ই, বি রেলে
(জেলা।) প্রথমে রাজবাড়ী জংসনে নামিয়া গাড়ী বদল করিয়া ফরিদপুর ষ্টেসন ১৬৭ মাইল। ফরিদপুর পদ্মানদীর পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। ইহার উত্তরে ও পূর্ব্বে গঙ্গা, দক্ষিণে জলাভূমি। এখানকার কাঁচি ওজন ৬০ সিক্কার। রেলে, নৌকায় ও ষ্টীমারে মাল চালানের বেশ সুবিধা আছে। অধিকাংশ জিনিসই কলিকাতায় চালান গিয়া থাকে। এখানে চাল, ধান, মুগ, কলাই, মসুরি, খেসারি, বুট, তিসি, সরিষা, গুড়, তামাক, পাট

ও মৎস্য প্রচুর আমদানি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে চাল, ধান ও পাট প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। পাট কলিকাতায় যথেষ্ট পরিমাণে চালান গিয়া থাকে। ভূষামালও নৌকাযোগে পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে এবং কলিকাতা অঞ্চলে চালান যায়। বড় বড় মৎস্য এখানে যথেষ্ট পরিমাণে খুব সুবিধা দরে পাওয়া যায় এবং সিয়ালদহ ষ্টেসনে প্রত্যহ চালান গিয়া থাকে। মৎস্যের কারবার এখানে বেশ চলিয়া থাকে এবং বেশ লাভজনক ব্যবসা। এখানে প্রচুর পরিমাণে খেজুরে গুড় ও ইক্ষুর গুড় উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ঐ সকল গুড় পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের নানাস্থানে নৌকাযোগে চালান গিয়া থাকে। ফরিদপুরের নদীর চড়াতে বড় বড় তরমুজ জন্মিয়া থাকে, যাহাকে গোয়ালন্দের তরমুজ বলে। এই সকল তরমুজও নৌকাযোগে কলিকাতায় যথেষ্ট চালান হইয়া থাকে।

শিল্প জিনিষের মধ্যে এখানে মুসলমান জোলা তাঁতীদের অনেক তাঁত আছে, তাহারা মোটা থান, ধুতি, গামছা, বিছানার চাদর ও নানাপ্রকার রঙ্গিন ছিটের পাকা চেক প্রস্তুত করিয়া কলিকাতা অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে চালান দিয়া থাকে। এখানকার ঐ সকল চেক দেখিতে সুন্দর, খুব মজবুত ও অধিক দিন স্থায়ী হইয়া থাকে। কাপড় ছাড়া, এখানে বাঁশের ও বেতের নানাপ্রকার ঝুড়ি, পেতে, ধামা প্রভৃতি তৈয়ারী হইয়া নানাস্থানে চালান গিয়া থাকে। এই সকল জিনিস "কপালী" নামক এক প্রকার জাতীয়েরা তৈয়ারী করিয়া থাকে। মোটা রকমের বোরাও এখানে তৈয়ারী হইয়া থাকে। বেতের চেয়ার বাক্স ও ঝুড়ি প্রভৃতি সুন্দর ও মজবুত জিনিস তৈয়ারী

নানাস্থানে চালান গিয়া থাকে, তৈয়ারী শীতলপাটী এখানকার প্রসিদ্ধ। সাঁতোর নামক স্থানে খুব উৎকৃষ্ট রকমের শীতলপাটী প্রস্তুত হইয়া থাকে। ফরমাইস দিলে একখানি পাটীর মূল্য ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত লইয়া থাকে। ধাতু দ্রব্যের মধ্যে সোণা, রূপা, পিতল-কাঁসারের বাসন, লোহার তৈজসাদি এবং মাটীর জিনিস নানাপ্রকার তৈয়ারী হইয়া নানাস্থানে বিক্রয়ার্থ চালান গিয়া থাকে। নৌকা তৈয়ারী করিবার এখানে কএকটী প্রসিদ্ধ কারখানা আছে। ছোট বড় সর্ব্ব প্রকার নৌকা যথেষ্ট পরিমাণে তৈয়ারী হইয়া সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। গোয়ালন্দ ও মাদারীপুর হইতে অনেক মালের এখানে আমদানি ও রপ্তানি হইয়া থাকে। মোটের উপর এই মোকামটীতে বারমাস নানা প্রকার ব্যবসা বেশ চলিতে পারে। নৌকায় ও রেলে মাল চালানের সুবিধা আছে, বলিয়া কম খরচে দূরবর্ত্তী স্থানে মাল যায়। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক মহাজন বারমাস এখানে মাল খরিদ করিয়া থাকেন।

আড়তদার।—হরেন্দ্রকুমার সাহা, মহিমচন্দ্র সাহা, কালিচরণ সাহা, সতিশচন্দ্র সাহা, নগরবাসী সাহা।

ঘাটাল।—কলিকাতা হইতে ষ্টীমারযোগে ঘাটাল (জেলা মেদিনীপুর।) যাইতে হয় অথবা হাওড়া হইতে বি, এন্, রেলওয়ে দিয়া কোলাঘাট ষ্টেসনে নামিয়া ষ্টীমারে ঘাটাল যাওয়া যায়। কলিকাতা হইতে ঘাটাল ৬৪ মাইল। ইহা জলাভূমির দেশ, বর্ষার সময় চারিদিকে জলে পরিপূর্ণ হয়।

ধানই এখানকার প্রধান ফসল। আউস, কক্রি, ঝাঁজি, আমন, নুয়ান ও বোরা ছয় প্রকার ধান উৎপন্ন হয়, এতদ্ভিন্ন রাঙ্গি, কটকি, বালাম প্রভৃতি আমদানি হইয়া থাকে। প্রত্যহ বাজারে তিন চারি হাজার মণ ধানের আমদানি হইয়া থাকে। বারমাস সমান হয় না, কম বেশী হইয়া থাকে। এই সকল ধান রামকৃষ্ণপুর ও চেৎলাতে প্রচুর পরিমাণে চালান গিয়া থাকে। ঐ সকল স্থানের মহাজনদিগের খরিদ এখানে হইয়া থাকে। রবিশস্য এখানে সেরূপ আবাদ হয় না। এখান হইতে অনেক জিনিস কলিকাতায় নৌকা ও ষ্টীমারযোগে চালান হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ঘাটালের দধি, হাঁড়ি, মাখন, কুমড়া প্রভৃতি তরিতরকারী ক্ষীর, মৎস্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সস্তাদামের মাটীর বাসন অধিকাংশ ঘাটাল হইতে আমদানি হইয়া থাকে। দধি, ক্ষীর, মাখন ও গব্য ঘৃত প্রত্যহ কলিকাতায় চালান গিয়া থাকে ও বর্ষার সময় প্রচুর পরিমাণে ইলিশ মাছ আমদানি হইয়া থাকে। যাঁহারা কম টাকায় বেশী লাভ করিতে চান, তাঁহারা এখানে একবার আসিবেন। কলিকাতা হইতে খুব নিকটে। বারমাস মাল চালানের খুব সুবিধা আছে।

ধানের আড়তদার।—দয়ালচন্দ্র খাঁ, গিরিশচন্দ্র সরকার।

গাড়োয়া।—হওড়া ষ্টেসন হইতে গয়া, তথা হইতে (জেলা প্যালামৌ) এম্ জি, রেলে ডাল্‌টনগঞ্জ জংসনে নামিয়া গাড়োয়া রোড, ৪০২ মাইল। এখানে ঘৃত ও সরিষার প্রধান আমদানি। কলিকাতার বাজারে ঐ দুই জিনিসের নাম-

ডাক আছে। অনেক বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী ব্যবসায়ী এখানে বারমাস ঘৃত খরিদ করিয়া থাকেন। এখানে প্রতি শনিবারে একটী ঘৃতের হাট হয়। অনেক দুরবর্ত্তী গ্রাম, এমন কি ১০০ মাইল দুর স্থান হইতেও ঘৃত-বিক্রেতারা এই হাটে বিক্রয় করিয়া যায়। রায়পুর জেলার অন্তর্গত সোরগুঞ্জা নামক স্থানের গোয়ালারা প্রায় অধিকাংশই এই হাটে মাল বিক্রয় করিয়া থাকে। এই স্থানটী দুর্গম বন জঙ্গল ও পাহাড়ে পরিপূর্ণ। গরুর পৃষ্ঠে মশকে করিয়া ইহারা ঘৃত আমদানি করে। ইহারা অত্যন্ত অসভ্যজাতি হইলেও ভাল মানুষ, তবে ক্রমেই ইহারা চালাক চতুর হইতেছে। পূর্ব্বে এখানকার ঘৃত বিশুদ্ধ ছিল, কিন্তু এখন তাহারা চাতুরী শিখিয়াছে, মৌয়ার তৈল ফেট দিতেছে। গাভী ও মহিষের দুগ্ধ হইতে ঘৃত প্রস্তুত হয়। এক একজন গৃহস্থের ২০।৫০।১০০ পর্য্যন্ত গো মহিষ আছে। এই সকল পশু মাঠে চরিয়া খায়, পশুরা বঙ্গদেশের মত যদি আহার পায়, তাহা হইলে তাহারা প্রচুর দুধ দিতে পারে। কিন্তু সে চেষ্টা গোয়ালারা করে না। এখানকার ঘৃত গাভী ও মহিষের মিশ্রিত বলিয়া একটু লালী রং হয়। কেহ কেহ কেবল মহিষের ঘৃত আনে, তাহা সাদা রং ; জিনিষ মধ্যম রকমের, ময়রাদের খাপে ইহা বেশ চলে। যোগেন্দ্রনাথ দত্ত এখানকার একজন প্রধান নামজাদা মহাজন।

☞ ঘৃত সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে আমার লিখিত মহাজন সখা পুস্তকখানি পাঠ করিবেন।

আড়তদার।—যোগেন্দ্রনাথ দত্ত। আশুতোষ রক্ষিত, রাসবিহারী কড়ুরি।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—মনে করিয়াছিলাম, এই পুস্তকখানি একেবারে সম্পূর্ণ করিব, কিন্তু কাগজের মূল্য যেরূপ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে এক খণ্ডে সম্পূর্ণ করিতে হইলে পুস্তকের মূল্য অধিক পড়িবে বিবেচনায়, দুই খণ্ডে বাহির করিবার ব্যবস্থা করিলাম। দ্বিতীয় খণ্ডে পূর্ব্ববঙ্গের ও ভারতের অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থানের বিবরণ বিশদভাবে দিব। যাঁহারা দ্বিতীয় ভাগ লইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা পত্রের দ্বারায় জানাইলে তাঁহাদের নাম রেজেষ্টারী করিয়া রাখিব এবং দ্বিতীয় ভাগ

মহাজন সখা।

শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ১৷৹ টাকা।

ব্যবসায় শিখিবার চূড়ান্ত পুস্তক।

আজ পর্য্যন্ত এরূপ ধরণের পুস্তক বাহির হয় নাই। ব্যবসা করিতে হইলে যে যে বিষয় শিখিবার ও বুঝিবার দরকার, তাহা এই পুস্তক হইতে জানিতে পারিবেন। ব্যবসায়ের কূটতত্ত্ব যাহা প্রাণ খুলিয়া কেহ বলে না বা শিক্ষা দেয় না, সেই সকল বিষয় আমরা ইহাতে খুলিয়া লিখিয়াছি। নূতন ও পুরাতন ব্যবসায়ীদের এই গ্রন্থ পঞ্জিকার ন্যায় এক-একখানি রাখা উচিত। যাঁহারা মূলধন অভাবে চাকরি করিতেছেন, তাঁহাদের এই পুস্তকখানি খরিদ করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাতে এমন অনেক বিষয় লেখা আছে, যাহাতে সামান্য মূলধনে মাসে ৩০৲ ত্রিশ টাকা রোজগার হইবে। পুস্তকের কাগজ ও ছাপা ভাল এবং সরল মহাজনী চলিত ভাষায় লিখিত বলিয়া যাঁহারা সামান্য লেখা-পড়া জানেন, তাঁহারাও সহজে বুঝিতে পারিবেন। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আছে ঃ—

প্রথম বিভাগ।—(১) ব্যবসার কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয়। (২) দোকানদারী ও মালিকের কর্ত্তব্য বিষয়। (৩) খরিদদারের

প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়। (৪) মহাজনের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়। (৫) বাজারে ক্রেডিট্ কিরূপে রাখিতে হয়। (৬) হুণ্ডী কি ? (৭) দোকানের মালিকের প্রত্যহ কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। (৮) গোমস্তাদের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম।

দ্বিতীয় বিভাগ।—ব্যবসায়ের প্রকারভেদ, যথা ঃ— (১) মুদিখানা দোকান। (২) গোলদারী দোকান। (৩) বাঁদী কারবার। (৪) আড়তদারী কারবার। (৫) পাইকারী ও চালানী কাজ। (৬) রোকড়ের কাজ ও সুদি কাজ। (৭) আউতি সওদার কাজ। (৮) দালালী কাজ। (৯) শিল্পকার্য্য ও কলকারখানা। (১০) পেটেণ্ট জিনিসের কাজ। (১১) কৃষিকাজ। (১২) পানের ব্যবসা। (১৩) লোহার দোকান। (১৪) মণিহারী দোকান।

তৃতীয় বিভাগ।—রেলওয়ে বিভাগ। (১) রেলের মালের বিবরণ। (২) কতকগুলি নিয়মাবলী। (৩) রেলের ভাড়া। (৪) কোন্ মাল কি শ্রেণীতে যায়। (৫) Special class goods. (৬) মাইল-এজ্ রেট্। (৭) পূরা গাড়ীর রেট।

চতুর্থ বিভাগ।—জিনিসের বিবরণ। (১) কাট্‌রা মালের বিবরণ। (২) ঘৃত, তৈল, গুড়, চিনি প্রভৃতি। (৩) মসলা জিনিসের বিবরণ। (৪) পিতল কাঁসার জিনিসের বিবরণ। (৫) পশমী জিনিসের বিবরণ। (৬) সুগন্ধি জিনিসের বিবরণ। (৭) সর্ব্বরকম জিনিসের মোটামুটী বিবরণ।

মহাজনী হিসাব্-লিখন-প্রণালী।

(বাঙ্গালা খাতাপত্র রাখিবার চূড়ান্ত পুস্তক।)

"মহাজন সখা" প্রণেতা শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ কর্ত্তৃক
চন্দননগর হইতে লিখিত ও প্রকাশিত।

যাঁহারা আমার লিখিত "মহাজন সখা" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা আমার পুস্তকের কদর বুঝিয়াছেন। ব্যবসা করিতে হইলে বাঙ্গালা খাতাপত্র কি করিয়া লিখিতে হয়, কিরূপ ভাবে রাখিতে হয়, তাহা নিজে না জানিলে ব্যবসায়ে উন্নতি হয় না। কারণ ব্যবসায়ে দেনা-পাওনা, কোন্ জিনিসে কিরূপ পড়্‌তা ও লাভ হইতেছে, কত মাল মজুত আছে প্রভৃতি নিজে বুঝা দরকার। মুহুরীদিগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে তাঁহারা আপনাকে বোকা বুঝাইবে; তাহা ছাড়া, মুহুরীদিগকে খাটান যায় না। কথায় বলে, "কলমের চুরি বিষম চুরি!" যাহাদের হাতে খাতা থাকে, তাহারা আপনাকে ফাঁকি দিয়া মোটা টাকা চুরি করিতে পারে। সেই জন্য আমরা এই পুস্তকে প্রত্যেক বিষয় বিশদভাবে আদর্শ দেখাইয়া লিখিলাম। বাঙ্গালা ভাষায় আজ পর্য্যন্ত এরূপ পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। কি নূতন, কি পুরাতন, কি পাকা ব্যবসাদার, কি পাকা মুহুরী, প্রতি দোকানে দোকানে একখানি করিয়া পঞ্জিকার ন্যায় রাখা কর্ত্তব্য। পুস্তকখানি দোকানে থাকিলে সর্ব্বদা কাজে লাগিবে এবং দোকানের অন্যান্য

কর্ম্মচারীরাও শিক্ষা লাভ করিবে। ইহার ভাষা খুব সরল ও সহজ; সামান্য বাঙ্গালা লেখা পড়ায় যাঁহাদের জ্ঞান আছে, তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। ইহাতে কি কি বিষয় আছে মোটামুটী তাহার সূচীপত্র দেওয়া হইল।

প্রথম বিভাগ।—জমা খরচ কি করিয়া লিখিতে হয়, কি কি খাতা রাখা দরকার প্রভৃতি ২০ খানি খাতার বিষয় আদর্শ সমেত লেখা আছে।

দ্বিতীয় বিভাগ।—মাসিক, সাপ্তাহিক, বাৎসরিক খাতা পত্র কি করিয়া রাখিতে হয়, কিরূপে রুজু দিতে হয়, রুজু দিবার নূতন প্রণালী, সহজ হিসাব প্রণালী, মোকামি জমা খরচ লেখা, বাৎসরিক লাভালাভ ও পাকা রেওয়া তৈয়ারী, কর্ম্মচারীদিগের নিয়মাবলী প্রভৃতি আছে।

পরিশিষ্ট।—নানাপ্রকার জিনিসের পরিমাণের নিয়মাবলী, সিকার, কুটির ও বাজার ওজন কসা, মহাজনী গঙ্গা যমুনা কাটতি সুদকসা, দরকসা ও মাস মাহিনা, বাৎসরিক সুদকসা ও এক্সচেঞ্জ টেবিল প্রভৃতি আছে।

প্রথম সংস্করণ ফুরাইয়াছে, দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ। এবার অনেক নূতন বিষয় সন্নিবিষ্ট হইল। কাগজের মূল্য অত্যন্ত তেজ হইলেও ভাল কাগজে ছাপা হইতেছে। মূল্য ১৷৹ টাকা।